গোস্‌ট্‌স্‌

—হেনরিক্‌ ইবসন্‌—

অনুবাদিকা—শ্রীশিউলি মজুমদার

প্রকাশক—শ্রী সুনীল কুমার ঘোষ
২৩ ডি, কুমারটুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫

দাম দুই টাকা।

প্রিন্টার—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
এম. আই. প্রেস
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মা! আমার প্রথম প্রচেষ্টা
তোমাকে উৎসর্গ করলাম।

হেন্‌রিক্‌ ইবসনের গোস্‌ট্‌স্‌ (Ghosts) নাটকটীর অনুবাদিকা শ্রীশিউলি মজুমদার ধরে পড়েছেন আমায় ভূমিকা লিখে দিতে হবে। নাট্য-সাহিত্যের আনাচি-কানাচি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এই আমার অপরাধ—তিনি আমার যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথা শুনবেন না—ভূমিকা লিখে দিতেই হবে।

ইব্‌সন (১৮২৮-১৯০৬) একাধারে কবি ও নাট্যকার ছিলেন। তাঁর কাব্য ও নাটকে সর্বত্র বেদনার সুর ঝঙ্কৃত। মানবমনের ব্যথাবারি আকণ্ঠ পান করে মানবমনের এই বেদনাকেই ইব্‌সন্‌ রূপায়িত করে তুলেছেন তাঁর কাব্যে ও নাটকে। এই হাস্যোজ্বলা ধরণীর আনন্দোচ্ছ্বাস ইব্‌সন্‌কে মুগ্ধ করতে পারেনি। এর অন্তরালে যে হাহাকার ও বেদনা গুমট পাকিয়ে রয়েছে, ইব্‌সনের দরদী মনকে তাই অভিভূত করেছিল বেশী। ইব্‌সন্‌কে একদিক দিয়ে বলা যেতে পারে বেদনার কবি ও নাট্যকার।

'দুঃখ বিধবার হাসির মত পবিত্র'—দার্শনিকদের অভিমত। কিন্তু শঠতা ও প্রবঞ্চনার দ্বারা যে দুঃখ অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে

দেওয়া হয় তাকে কোন দার্শনিকই হয়ত মেনে নেবেন না। ইব্‌সন্‌ও নেন্‌নি। ইব্‌সনের ব্যক্তিগত জীবনের সংগেও এই সত্য জড়িত ছিল—জন্মের প্রথম দিন থেকেই দুঃখকষ্টের বোঝা মাথায় করে তিনি জন্মেছিলেন। উনিষ বছর বয়স থেকে ইব্‌সন্‌ কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। দারিদ্রের কষাঘাতেও কোনদিন তাঁর কবি-প্রাণ নির্জীব হ'য়ে যায়নি। অবহেলা ও ঘৃণা কুড়িয়েও তিনি তাঁর কাব্যলোকে বিচরণ করেছেন। এত অবহেলা ও বাধা-বিপত্তি ইব্‌সনের জীবনে এসে দাঁড়িয়েছিল বলেই হয়ত তিনি প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন—পেরেছিলেন মানুষের শঠতা ও প্রবঞ্চনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে। পৃথিবীর বুক জুড়েই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন এই শঠতা ও প্রবঞ্চনা। তাই তাঁর কোন নাটকের চরিত্রের মুখ দিয়ে বলতে শুনি, "A minority may be right— a majority is always wrong." মানুষের এই শঠতা ও প্রবঞ্চনার স্বরূপ প্রকাশ করতে যেয়ে বহু মনীষীর মত ইবসনকেও তাঁর স্বদেশ পরিত্যাগ করতে হয়। নরওয়ে সরকার অবশ্য পরে দেশের লোকের এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন—বৃত্তি দিয়ে ইব্‌সন্‌কে স্বদেশে ফিরিয়ে এনে—কিন্তু তা তাঁর মৃত্যুর কয়েকবছর পূর্বে। নরওয়ের এই জাতীয় কবি ও নাট্যকার স্বদেশ থেকে বিদেশেই বেশী সম্মান পেয়েছেন। যে 'Loves comedey'র জন্য তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন—সেই 'Loves comedey'ই তাঁকে প্রচুর খ্যাতি এনে দেয়।

গোস্ট্স্ (Ghosts) নাটকটী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লেখা। তাঁর অন্যান্য নাটক ও কবিতার মতই এই নাটকে সমাজের যে নীচতার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন—তা বাস্তবের রূপ নিয়েই মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। নীচতার ঘূর্ণীপাকে কত প্রাণ যে ঘুরপাক খেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে, এই নাটকটীতে সেই বেদনার ছবিই ইবসন এঁকেছেন। তিনি সমাজের মুখোস খুলে তার প্রকৃত স্বরূপটি আমাদের জানাতে চেয়েছেন। শ্রীশিউলি মজুমদার নাটকটী অনুবাদের সময় খুবই সতর্ক ছিলেন বলতে হবে—নাটকটীর মূলধর্ম্ম বিকৃত অনুবাদে নষ্ট হ'য়ে যেতে দেন নি। এজন্য তাঁকে প্রশংসাই করবো। অনুবাদের কোথাও অস্পষ্টতা নাটকটীর বক্তব্যের পথে বাঁধা সৃষ্টি করে নি। বিশ্বসাহিত্যের সংগে বাঙ্গালী পাঠকসাধারণকে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা আজ আমাদের সাহিত্যিকরা বেশী করে অনুভব করছেন—অনুবাদ সাহিত্য ধীরে ধীরে আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে তার যোগ্য স্থান বেছে নিচ্ছে—শিউলি মজুমদারের বর্ত্তমান নাটকটিও যে তার যোগ্য স্থান দখল করে নেবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

৭৪।১, আমহর্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭

চরিত্রলিপি—

মিসেস্ এল্‌ভিং—বিধবা মহিলা।

অস্‌ওয়াল্‌ড্ এলভিং—মিসেস্ এলভিংএর পুত্র ও তরুণ শিল্পী।

ম্যান্‌ডারস্—গ্রাম্য পুরোহিত।

এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্—সূত্রধর।

রেজিনা এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যানড্—এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ডে্‌র মেয়ে—মিসেস্ এলভিংয়ের বাড়ীতে কাজ করে।

গোস্ট্‌স্‌

প্রথম অঙ্ক

(প্রথম দৃশ্য—বাগান সংলগ্ন একটি বড় ঘর। বাঁ দিকের দেওয়ালে একটি এবং ডানদিকের দেওয়ালে দু'টি দরজা, ঘরটির মাঝখানে একটি গোল টেবিল্‌······তারই চারিপাশে কয়েকটি চেয়ার······টেবিলের ওপর কতগুলো বই, ম্যাগাজিন্‌ এবং পত্রিকা ছড়ানো······বাঁ পাশের দেওয়ালে একটি জানালা··· ···জানালাটির পাশে একটি সোফা······সোফাটির সম্মুখে একটি ছোট্ট টেবিল।······ঘরের পেছন দিকে এই ঘরটি অপেক্ষা অনেক ছোট একটি সব্‌জী ঘর······এই সব্‌জী ঘরের ডান পাশ দিয়ে বাগানের দিকে একটি দরজা রয়েছে। সব্‌জী ঘরের বড় বড় কাঁচের দেওয়ালের মধ্য দিয়ে একটানা বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় অস্পষ্ট ফিয়র্ডের ম্লান একটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে······বাগানের দরজাটির গা ঘেসে এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌ দাঁড়িয়ে······তার বাঁ পাটি একটু খোঁড়া, তাই পায়ে কাঠের বুটজুতো। রেজিনার হাতে একটি শূন্য জল-দানী······সে এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌কে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে······)

বেজিনা—(রুদ্ধ শ্বাসে) কি চাও তুমি ? আর একপা-ও এগিওনা বল্‌ছি। বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছ সে খেয়াল আছে ?

এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌—বাছা আমার, বৃষ্টি তো ভগবানের আশীর্ব্বাদ !

রেজিনা—না,—শয়তানের অভিশাপ······

এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌—হা ভগবান, এ কেমন ধারার কথা তুমি বল্‌ছো রেজিনা ? (সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে) আমি তোমাকে বলতে এসেছি যে—

রেজিনা—ওরকমভাবে চেঁচিও না বল্‌ছি ! ওপরতলায় দাদাবাবু ঘুমোচ্ছেন।

এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌—এখনও ঘুমোচ্ছেন ? এই বেলা দুপুরে ?

রেজিনা—সেজন্য তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না······

এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌—গত রাত্রে আমি পান-কৌতুক করতে বের হয়েছিলাম—

রেজিনা—সে তো জানা কথা—

এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌—হ্যাঁ······শোন, আমরা মানুষ···ক্ষণিকের জীবন আমাদের······

রেজিনা—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি !

এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌—এবং এই জগতে লোভেরও কোন শেষ নেই—সেকথা থাক্‌, এই দেখ না প্রয়োজনের খাতিরে আমি তো সকাল সাড়ে পাঁচটাতেই এখানে এসে হাজির হয়েছি।

রেজিনা—বুঝেছি, বুঝেছি······এখন তুমি যাও তো······ আমি এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সাথে কথা কইতে পারব না······

আমি চাইনা যে কেউ তোমাকে দেখতে পায়……বুঝেছতো ? এখন যাও……

এনগ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌—(আরও একটু এগিয়ে এসে) তা হ'চ্ছে না……তোমার সাথে কথা না বলে আমি যাচ্ছি না…… আজ দুপুর বেলা আমি স্কুলের কাজ ছেড়ে দেব এবং আজ রাত্রে নৌকো ক'রে শহরে যাব……

রেজিনা—(নীচু স্বরে) তোমার যাত্রা সুগম হোক্‌…

এনগ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌—ধন্যবাদ, বাছা ! আস্‌ছে কাল তো "অনাথ আশ্রমের উদ্বোধন-উৎসব ……আশা করি অনেকেই আসবেন এবং পানাহারের সুব্যবস্থাই হবে……তাই নয়কি ? জ্যাকব এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ডের সম্বন্ধে কেউই আর তখন একথা বলতে পারবে না যে সে কোন লোভ সংবরণ করতে একেবারেই অপারগ……

রেজিনা—আঃ—

এনগ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌—হ্যাঁ, কাল এখানে গণ্যমান্য অনেকেই আসচেন……শহর থেকে ধর্ম্মযাজক ম্যান্‌ডারস্‌ও তো কাল আসছেন……

রেজিনা—তিনি আজই আসছেন……

এনগ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌—তাই না কি ? আমার বিরুদ্ধে তিনি যাতে কোন কথা বলতে না পারেন সে বিষয়ে আমাকে তো খুবই সাবধান হ'তে হবে দেখছি, বুঝেছ ?

রেজিনা—ওঃ, এই তোমার কাজ ?

এনগ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌—তোমার কি মনে হয় শুনি !

রেজিনা—(অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে) মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌কে এই সুযোগে তুমি প্রতারণা করতে চাও······

এন্‌গ্‌—আরে ছোঃ ছোঃ······তুমি কি পাগল হ'য়েছ না কি ? তুমি ভাবছ আমি ম্যান্‌ডারস্‌কে প্রতারিত করতে চাই ? না—না, মিঃ ম্যান্‌ডারস্ আমার একজন প্রিয় বন্ধু··· আমি কেন তাঁর সাথে প্রতারণা করবো ? কিন্তু···আজ রাতে বাড়ী যাবার ব্যাপার নিয়েই আমি তোমার সাথে কথা বলতে এসেছি······

রেজিনা—তুমি খুব তাড়াতাড়ি গেলেই আমি সুখী হবো—

এন্‌গ্‌—তা বেশ······কিন্তু······আমি তোমাকে নিয়ে যেতে চাই রেজিনা······

রেজিনা—(বিস্মিত দৃষ্টিতে হাঁ করে) আমাকে নিয়ে যেতে চাও ? কি বল্‌ছো তুমি ?—

এন্‌গ্‌—আমি বল্‌ছি যে তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যেতে চাই······

রেজিনা—(ঘৃণা ভরে) না······তুমি কখনও আমাকে তোমার সাথে বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে না······

এন্‌গ্‌—ওঃ, তাই না কি ?

রেজিনা—হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোন দ্বিধা নেই······মিসেস্ এল্‌ভিংএর মত সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁর নিজের মেয়ের মত ক'রে আমাকে মানুষ করেছেন—শিক্ষা দিয়েছেন······সে-ই আমি

তোমার সাথে বাড়ী ফিরে যাব ভাবছো ? তোমার মত লোকের বাড়ীতে ?—না—না, আমি যাবনা।······

এন্‌গ্‌—এসব কি বাজে বকছো তুমি ! ছিঃ ছিঃ, নিজের বাবার বিরুদ্ধে এসব বলতে পারছো ?

রেজিনা—(তার পাণে না তাকিয়ে বিড়বিড় করে) প্রায়ই তুমি বলতে আমি তোমার কেউ নই······

এন্‌গ—বারে······সে কথায় কি কান দিতে আছে !

রেজিনা—তুমি কি অনেকবার আমাকে রাগ করে বলনি যে আমি—। উঃ, কী লজ্জা—!

এন্‌গ্‌—আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি তোমায় আমি কখনও তেমন কিছু অশ্লীল কথা বলিনি······

রেজিনা—ভাষার রকম ফেরে কি যায় আসে ?

এন্‌গ্‌—তাছাড়া······মাতাল হ'য়ে আমি ওরকম বলেছিলাম······এই জগতে প্রলোভনের কি অন্ত আছে রেজিনা······

রেজিনা—আঃ—

এন্‌গ্‌—তোমার মায়ের বদমেজাজের জন্যই ওরকম ঘটেছিল······তোমার মাকে কোন উপায়ে আঘাত দেবার জন্যই ওরকম বলেছিলাম······তোমার মা সত্যিই খুব শান্ত প্রকৃতির ছিলেন কিনা······(তাকে অনুকরণ ক'রে) "আমাকে যেতে দাও, জ্যাকব, আমাকে যেতে দাও। মনে রেখো যে আমি রোসেন ভোল্‌ডে এলভিংস্‌দের সাথে তিন বছর কাটিয়েছি

এবং কোর্টের সাথে তাদের সংযোগ আছে।" (হেসে) ক্যাপ্টেন এলভিং যে কোর্টে কাজ করতেন সে কথা তোমার মা কোন দিনই ভুলে যাননি।

রেজিনা—দুঃখিনী মা আমার!—তুমি……তুমিইতো তাকে এত তাড়াতাড়ি মরণের মুখে ঠেলে দিয়েছ……

এন্‌গ্‌—(হেলায় কাঁধ নেড়ে) নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—সব কিছুর জন্যই আমি দায়ী……

রেজিনা—(রুদ্ধশ্বাসে ফিরে দাঁড়িয়ে) ঐ পা-টি-ও!

এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌—তুমি একি বলছো বাছা?

রেজিনা—Pied de mouton.

এন্‌গ্‌—তুমি ইংরেজি বলছো!

রেজিনা—হ্যাঁ—

এন্‌গ্‌—এখানে বেশ ভাল শিক্ষাই পেয়েছ দেখছি…… এই শিক্ষা এখনই তোমার কাজে লাগবে রেজিনা।

রেজিনা—(কিছুক্ষণ নীরব থেকে) তুমি কি জন্য আমাকে তোমার সাথে শহরে নিয়ে যেতে চাইছ?

এন্‌গ্‌—পিতা তার একমাত্র সন্তানকে কেন ফিরে পেতে চায় সে প্রশ্নের কি কোন প্রয়োজন আছে রেজিনা? তুমি কি জাননা, আমি অসহায়, বিপত্নীক……আমার জীবনটা বড় একক?

রেজিনা—আঃ—এসব কথা আর আমায় বোলোনা…… শুধু বলো কেন তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও?

এন্‌গ্‌—আচ্ছা বেশ, বলছি······আমি একটা নতুন কাজ শুরু করবো ভাবছি······

রেজিনা—সে চেষ্টা তুমি অনেকবারই ক'রেছ······কিন্তু ফল হয়নি কোন······মূর্খের মত ভুলের মাশুল জুগিয়েছ শুধু······

এন্‌গ্‌—কিন্তু এবার তা হবেনা রেজিনা······যদি হয় তাহলে তুমি আমাকে—

রেজিনা—(মেঝেতে পদাঘাত ক'রে) দিব্যি কোরনা বল্‌ছি !······

এন্‌গ্‌—আচ্ছা, আচ্ছা······বাছা, তোমার কথাই ঠিক ···আমি শুধু তোমাকে একথাই বলতে চাচ্ছি যে নতুন অনাথাশ্রমে কাজ করে আমি বেশ কিছু টাকা জমিয়েছি······

রেজিনা—তাই নাকি ?—বেশ তো !

এন্‌গ্‌—কিন্তু······এই অজ পাড়াগাঁয়ে টাকাটা কিভাবে কাজে লাগানো যায় বল !

রেজিনা—বেশ, তারপর ?—

এন্‌গ্‌—টাকার বিনিময়ে টাকা পাব এমন কোন কাজেই আমি টাকাটা লাগাতে চাই······সমুদ্রগামী নাবিকদের জন্য একটা হোটেল খুলবার কথাই ভাবছি······

রেজিনা—ওঃ—

এন্‌গ্‌—হ্যাঁ······একটা অভিজাত হোটেল······সাধারণ নাবিকদের জন্য খোঁয়াড়ের মত বাজে হোটেল অবশ্য নয়···

···আমার হোটেলে আসবে উঁচুদরের অভিজাত ক্যাপ্টেন আর নাবিকের দল······বুঝলে ?

রেজিনা—তা আমাকে কি করতে হবে— ?

এন্‌গ্‌—সাহায্য করবে······তবে, বুঝতেই পারছ, তোমার কাজ শুধু সেখানকার শোভা বাড়ানো—এমন কিছু শক্ত কাজ নয় বাছা······যেমন খুসী থাকবে তুমি······

রেজিনা—ওঃ,······বেশ ভাল কথা······

এন্‌গ্‌—কিন্তু সেখানে কয়েকজন মেয়েমানুষ না রাখলে চলে কি কোরে বলতো······এ প্রয়োজনটা তো জলের মত পরিষ্কার বুঝতেই পারছ······কারণ সন্ধ্যাবেলায় স্থানটিকে চিত্তাকর্ষক করতেই হবে······কিছু নাচ······গান······স্ফূর্তি ······মনে রাখতে হবে তারা সমুদ্রগামী নাবিকের দল······ জীবন-সাগরে জল-বুদ্‌বুদের মত ভাস্‌ছে তাদের ক্ষণিক প্রাণগুলো······

(রেজিনার একান্ত কাছে এসে) বোকামী কোর না······ নিজের পথ বেছে নেবার এই-ই সময় রেজিনা······এখানে থেকে তোমার লাভটা কি শুনি ? এই যে শিক্ষা তুমি পেয়েছ, এর কি মূল্য ? আমি শুনলাম তুমি নাকি নতুন অনাথাশ্রমের ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করবে······এই কি তোমার উপযুক্ত কাজ রেজিনা ? আমার সাথে যেতে তোমার কেন এত ভয় ? এই পঙ্গপাল অনাথগুলোর জন্য কেন তুমি তোমার স্বাস্থ্য, শক্তি, উৎসাহ সব বৃথা নষ্ট করবে ?—

রেজিনা—আমি যা চাই তা-ই যদি হয় তাহলে……হ্যাঁ, তা হতেও পারে, কে বলতে পারে ?……তা হতেও পারে……

এন্‌গ্—কি হ'তে পারে বল্‌ছো ?

রেজিনা—ও কিছু না……হ্যাঁ, কত টাকা তোমার হাতে আছে ?

এন্‌গ্—সবশুদ্ধ প্রায় শ' তিনেক টাকা আছে……

রেজিনা—তাহলে তো মন্দ নয়……

এন্‌গ্—তা বাছা, কাজটা আরম্ভ করতে এ-ই যথেষ্ট……

রেজিনা—এই টাকার কিছু আমাকে দেবে ?—

এন্‌গ্—না, তাহলে যে আমি মারা প'রবো……

রেজিনা—একবারও কি তুমি আমার জামাকাপড়ের জন্য কিছু দিতে পার না ?

এন্‌গ্—আমার সাথে এসে শহরে থাক……তাহলে কত পোষাক তুমি পাবে……

রেজিনা—ফুঃ—ইচ্ছা হ'লে আমি নিজেই কত পেতে পারি ?

এন্‌গ্—কিন্তু নিজের বাপের সাহায্য পাওয়ারও যে অনেক মূল্য রেজিনা ! হারবার ষ্ট্রীটে এখুনি আমি একটা সুন্দর বাড়ী ভাড়া করতে পারি……তারা ভাড়া বাবদ বেশি চায় না…… আমরা বাড়ীটাকে নাবিকদের আস্তানা করে তুলবো…… কেমন ?

রেজিনা—কিন্তু, তোমার সাথে থাকবার ইচ্ছা আমার নেই ……তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্কই রইলো না…… তুমি এখন যেতে পার……

এন্‌গ্‌—কিন্তু বাছা, আমার সাথে বেশিদিনতো তোমাকে থাকতে হ'চ্ছে না ······ কায়দামাফিক যদি চলতে পার তো সে রকম দুর্ভাগ্য তোমার হবে না বলছি ······ গত দু-এক বছরের মধ্যেই তুমি কেমন সুন্দরী হয়ে উঠেছ ····

রেজিনা—তারপর ?

এন্‌গ্‌—প্রথম সঙ্গী হিসেবে হয়তো বা একজন ক্যাপ্টেনও খুব শীঘ্রই তোমার বরাতে জুটে যাবে রেজিনা ··· ···

রেজিনা—আমি ওধরণের লোককে বিয়ে করতে চাই না ······ নাবিকরা কিচ্ছু না ······ একেবারে অপদার্থ ······

এন্‌গ্‌—তাদের কি নেই বল ?

রেজিনা—নাবিকদের স্বরূপ আমি ভাল করেই জানি, বুঝেছ ? তাদের বিয়ে করা যায় না ······

এন্‌গ্‌—আচ্ছা, বেশ ······ তাদের বিয়ে করা নিয়ে মাথা ঘামিও না তাহলে........(আরও চুপে চুপে) সেই লোকটি ······ সেই যে ইংরেজটি ······ সে তাকে সত্তর টাকা দিয়েছিল ······ আর সে তো তোমার চেয়ে মোটেই বেশী সুন্দরী ছিল না ······

রেজিনা—(তার দিকে এগিয়ে এসে) বেরিয়ে যাও !

এন্‌গ্‌—(পেছনে সরে গিয়ে) এ কি ? তুমি কি আমাকে মারবে না কি ?—

রেজিনা—হ্যাঁ ······ মায়ের কথা এভাবে যদি বল তো তোমাকে আমি মারবো ······ নিশ্চয়ই মারবো ······ বেড়িয়ে যাও

বল্‌ছি······(তাকে বাগানের দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে) দোরের কড়া নেড়ো না আবার ! দাদাবাবু······

এন্‌গ্‌—ঘুমোচ্ছেন তো ?—তা জানি······কিন্তু ভারী মজার ব্যাপার যে তুমি তার জন্য এত ব্যস্ত······(নীচু স্বরে) ওঃ, তাহলে সে-ই কি তোমার······

রেজিনা—এখুনি বেরিয়ে যাও, যাও বলছি······না—এই পথে যেওনা······মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌ এদিক্‌ দিয়ে আসবেন এখুনি······রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে যাও······

এন্‌গ্‌—(ডানদিকে সরে গিয়ে) আচ্ছা, আচ্ছা, তাই যাচ্ছি······কিন্তু তোমাকে বলছি, যিনি আসছেন তাঁর সাথে আলাপ কোর······তিনিই তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন বাপের কাছে সন্তানের ঋণ কতখানি······কারণ আমি তোমার বাবা······এবং তুমিও জান যে আমি তা প্রমাণ করতেও পারি······

(রেজিনা যে দরজাটি খুলে দিল—সেই দরজা দিয়েই এন্‌গ্‌ষ্ট্যান্‌ড্‌ বেরিয়ে গেল······রেজিনা দোরটি বন্ধ করে দিয়ে······তাড়াতাড়ি আয়নায় একবার নিজেকে দেখে নিল······রুমাল দিয়ে হাওয়া করতে করতে গলার কলারটি উঁচিয়ে দিল······তারপর একগোছা ফুল সাজিয়ে রাখতে লাগলো······বাগানের দরজা দিয়ে মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌ সব্‌জীঘরে ঢুকলেন······তাঁর পরণে একটি ওভারকোট······হাতে একটি ছাতা······ভ্রমণের উপযোগী ছোট্ট একটি ফিতে বাঁধা ব্যাগ্‌ তাঁর কাঁধে ঝুল্‌ছে·····)

ম্যান্‌ডারস্‌—সুপ্রভাত, মিস্‌ এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌।

রেজিনা—(সহাস্য বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে ঘুরে) এই যে মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌, সুপ্রভাত……নৌকা তাহলে এক্ষুনি পৌঁছলো ?—

ম্যান্‌ডারস্‌—এইমাত্র……(ঘরের মধ্যে এসে) এই রোজ রোজ বৃষ্টি আর সহ্য করা যায় না……

রেজিনা—(তাকে অনুসরণ করে) কৃষকদের পক্ষে এই বৃষ্টি খুবই উপযোগী, মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌……

ম্যান্‌ডারস্‌—হাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি……আমরা শহুরে লোকেরা সেকথা কি আর ভাবি ? (ওভারকোটটি খুলতে লাগলেন)

রেজিনা—এই যে, আমি সাহায্য করছি……ইস্‌, একেবারে ভিজে গেছে কোটটা ? হলে আমি এটাকে টানিয়ে দিচ্ছি… …ছাতাটাও দিন্‌ আমার কাছে……এটাকে খুলে রাখি…… শুকিয়ে যাবে……(ডানদিকের দরজা দিয়ে রেজিনা কোট, ছাতা নিয়ে বেরিয়ে গেল……ম্যান্‌ডারস্‌ তাঁর ব্যাগ ও টুপী খুলে চেয়ারের ওপর রাখলেন। রেজিনা আবার ঢুকলো……)

ম্যান্‌ডারস্‌—আঃ ! ঘরের ভেতর তো বেশ আরাম ?— হ্যাঁ, এখানকার সব খবর ভাল তো ?—

রেজিনা—হ্যাঁ,—ধন্যবাদ।

ম্যান্‌ডারস্‌—আস্‌ছে কালের জন্য সব তৈরী আছে তো ?

রেজিনা—হ্যাঁ, তবে এখনও অনেক কিছু করার রয়েছে।

ম্যান্‌ডারস্‌—মিসেস এলভিং বাড়ীতে আছেন নিশ্চয়ই !

রেজিনা—হ্যাঁ, তিনি বাড়ীতেই আছেন·······এইমাত্র ওপরতলায় দাদাবাবুকে চা দিতে গেলেন·······

ম্যান্‌ডারস্‌—শুনলাম অস্‌ওয়াল্‌ড্‌ নাকি ফিরে এসেছে ?—

রেজিনা—হ্যাঁ, তিনি গত পরশু এসেছেন·······আজকের আগে তাকে আমরা আশাই করতে পারিনি·······

ম্যান্‌ডারস্‌—আশাকরি সে সুস্থ ও সবল আছে ?

রেজিনা—হ্যাঁ, বেশ ভালই আছেন। কিন্তু এতটা পথ ভ্রমণ তাকে খুবই ক্লান্ত ক'রেছে·······প্যারিস্‌ থেকে কোথাও না থেমে বরাবর তিনি এখানে এসেছেন·······এখন ঘুমোচ্ছেন······ তাই, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, আমরা আরও একটু আস্তে কথা বলবো·······

ম্যান্‌ডারস্‌—বেশ তো,—

রেজিনা—(একটি চেয়ার টেবিলের কাছে সরিয়ে) দয়া করে এখানে বসুন·······বিশ্রাম করুন·······(তিনি বসলেন; রেজিনা তাঁর পায়ের তলায় একটি পা-দানি রাখলো) এখন আরাম পাচ্ছেন তো ?

ম্যান্‌ডারস্‌—ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে। বেশ আরাম পাচ্ছি·······(রেজিনার দিকে তাকিয়ে) সেবার তোমাকে যেমনটি দেখেছিলাম, এবার তো তার চেয়ে অনেকটা বড় হয়েছ দেখছি·······

রেজিনা—তাই নাকি ? মিসেস্‌ এলভিংও সেই কথাই বলেন·······আমি নাকি বেশ বেড়েছি·······

ম্যান্‌ডারস্‌—বেড়েছ ? হঁ্যা, ঠিক পরিমাণ মতই বেড়েছো
(কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব)

রেজিনা—আপনি এসেছেন সে খবরটা কি এখন মিসেস্‌ এলভিংকে জানাব ?

ম্যান্‌ডারস্‌—না, এত তাড়াতাড়ি কেন ? আচ্ছা, রেজিনা, তোমার বাবার কেমন চল্‌ছে ?

রেজিনা—ধন্যবাদ, মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌ ··বাবার বেশ ভালই চল্‌ছে···

ম্যান্‌ডারস্‌—গতবার শহরে সে আমার সাথে দেখা করেছিল ·

রেজিনা—তাই নাকি ? আপনার সাথে আলাপ করে তিনি সত্যিই আনন্দ পান···

ম্যান্‌ডারস্‌—তুমি তার সাথে রোজই একবার দেখা কর নিশ্চয়ই !

রেজিনা—আমি !! ওঃ, হ্যাঁ···তা করি বৈকি ! তবে যখন সময় পাই ··

ম্যান্‌ডারস্‌—তোমার বাবার চরিত্রটি তেমন দৃঢ় নয় মিস্‌ এন্‌গ্‌-ষ্ট্র্যান্‌ড্‌···তাই, কারও সাহায্য পাওয়া তার একান্ত দরকার···

রেজিনা—হ্যাঁ, আমিও তা বুঝতে পারি।

ম্যান্‌ডারস্‌—সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারে, বিশ্বাস করতে পারে এমন কোন সঙ্গীর একান্ত সাহচর্য্য সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চাইছে, সেকথাই স্পষ্ট ক'রে আমায় সেদিন বল্‌লে···

রেজিনা—হ্যাঁ, তিনি আমাকেও একদিন সেকথা বলেছিলেন বটে···কিন্তু···তা কি করে সম্ভব হবে জানি না···নতুন অনাথাশ্রমে আমার কত কাজ করবার আছে, ·· মিসেস্ এলভিং আমাকে ছাড়া পারবেন কেন? তাছাড়া··· আমিও তাকে ছেড়ে যেতে চাইনা···তিনি যে আমাকে বড় ভালবাসেন···

ম্যান্‌ডারস্—কিন্তু বাছা, মেয়ে হিসেবে তোমারও একটা কর্ত্তব্য আছে তো! অবশ্য মিসেস্ এলভিংএর মতটা আগে নিতে হবে···

রেজিনা—কিন্তু, আমি ভেবে পাচ্ছি না একটি বিপত্নীক লোকের একা ঘর আমি সামলাব কেমন করে?

ম্যানডারস্—কি বল্লে? ভুলে যেওনা তোমার নিজের বাবার কথাই আমরা আলোচনা করছি···

রেজিনা—হ্যাঁ, তা জানি···কিন্তু তবুও···যদি তিনি মানুষের মত মানুষ হতেন···

মান্‌ডারস্—এসব কি বলছ রেজিনা?

রেজিনা— ···তাহলে আমি তাকে ভালবাসতে পারতাম··· এবং তার প্রতি মেয়ের কর্ত্তব্যও মেনে নিতে পারতাম···

ম্যান্‌ডারস্—কেন এসব বলছো বাছা!

রেজিনা—আমিতো শহরেই থাকতে চাই···এখানে যে আমি বড় একা···আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিঃ ম্যান্‌ডারস্, জীবনে একেবারে একা থাকার কী জ্বালা! তাহলেও···আমাকে

তা-ই থাকতে হবে যে···আমি থাকতে পারি এমন কোন জায়গার খোঁজ আপনি দিতে পারেন মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌ ?

ম্যান্‌ডারস্‌—আমি ?—না, তাতো পারিনা···

রেজিনা—কিন্তু···মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌, আপনি আমাকে দয়া ক'রে মনে রাখবেন···যদি কখনো···

ম্যান্‌ডারস্‌—(উঠে) না, আমি তোমাকে ভুলবোনা মিস্‌ এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌···

রেজিনা—হ্যাঁ, ভুলবেন না···কারণ, যদি আমি কোনদিন ·

ম্যান্‌ডারস্‌—মিসেস্‌ এলভিংকে এখন জানাবে আমি এসেছি ?

রেজিনা—হ্যাঁ, আমি তাঁকে এখুনি নিয়ে আসছি মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌···

(বাঁদিক দিয়ে রেজিনা চলে গেল······ম্যান্‌ডারস্‌ ঘরের মধ্যে দু-একবার পায়চারি ক'রে পেছনে হাত রেখে, জানালার কাছে এসে বাগানের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ···তারপর তিনি টেবিলের কাছে ফিরে এসে দুএকটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন···একটা বইয়ে কয়েকবার চোখ বুলিয়ে অন্য বইগুলো দেখতে লাগলেন)

ম্যান্‌ডারস্‌—একি !! আশ্চর্য্য তো ! এসব বই···

(বাঁদিকের দরজা দিয়ে মিসেস্‌ এলভিং ঘরে ঢুকলেন। রেজিনা তাঁর পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকেই আবার ডান দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল)

মিসেস্‌ এল্‌—(হাত বাড়িয়ে দিয়ে) আপনাকে দেখে খুসী হ'লাম মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌…

ম্যান্‌ডারস্‌—আপনার সব খবর ভাল তো মিসেস্‌ এলভিং ? আমি ঠিক কথামত এসে পড়েছি …

মিসেস্‌ এল্‌—হ্যাঁ আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন !…

ম্যান্‌ডারস্‌—কত কাজ !…কত ব্যস্ত থাকতে হয় আমাকে কি আর বলবো…

মিসেস্‌ এল্‌—এসময়ে আপনি অনুগ্রহ ক'রে এসে পড়েছেন ……ধন্যবাদ আপনাকে……দুপুর বেলা খাওয়ার আগেই আমরা কাজের কথা আলোচনা করবো……সে যাক্‌…… আপনার বাক্স-প্যাঁটারা কোথায় ?

ম্যান্‌ডারস্‌—(তাড়াতাড়ি) সেগুলো একটা দোকানে রেখে এসেছি……আজ রাত্রে সেখানেই শোব কিনা……

মিসেস্‌ এল্‌—(হাসি চেপে) কেন আজ রাত্রে কি এখানে থাকতে পারেন না ?—

ম্যান্‌ডারস্‌—অনেক ধন্যবাদ ! আমি ওখানেই শোব……

মিসেস্‌ এল্‌—আপনার যেমন খুসী…… তবে আমি বল্‌ছিলাম কি আমরা দুজনেই এখন বুড়ো হয়েছি…. …

ম্যান্‌ডারস্‌—আঃ,—কি যে বলেন ? কেন ঠাট্টা করছেন ……ওঃ, হ্যাঁ—আজতো আপনার মনটা বেশ ভাল থাকার কথা কারণ আস্‌ছে কা'ল একটা স্মরণীয় দিন……তাছাড়া অস্‌ওয়াস্‌ড্‌ বাড়ী ফিরে এসেছে……

মিসেস্‌ এল্‌—হ্যাঁ, আমার ভাগ্য ভাল বলতেই হবে! দুবছর পর সে আমার কাছে ফিরে এসেছে এবং সম্পূর্ণ শীতটা এখানে কাটিয়ে যাবে বল্‌ছে·········

ম্যান্‌ডারস্‌—সত্যি ? বেশ, বেশ, মাকে তো তাহলে সে ভালইবাসে দেখ্‌ছি·······প্যারিস বা রোমের হরেক রকম আকর্ষণও তো কম নয়········তাই বলছি একথা·········

মিসেস্‌ এল—তাঠিক,········কিন্তু মায়ের কথা সে ভোলেনি ········তার মনে মায়ের স্থান আজও অটুট আছে········বাছাকে আমার আশীর্ব্বাদ করুন·········

ম্যান্‌ডারস্‌—দূরে গিয়ে আর্টিষ্ট হ'লেই যদি একজনের মনের স্নেহ প্রীতি ভালবাসার স্বাভাবিক বৃত্তিগুলো মরে যেতে থাকে তাহলেতো বড়ই দুঃখের কথা········কি বলেন!

মিসেস্‌ এল্‌—নিশ্চয়ই! কিন্তু জানেন, তাকে দিয়ে আমার এমন আশঙ্কার কোন কারণ নেই! আমি ভাবছি আপনি তাকে চিনতে পারবেন কিনা········এখুনি সে নামবে·······ওপরতলায় খানিকটা ঘুমিয়ে নিচ্ছে········বসুন আপনি, বসুন········এখুনি সে আসছে·········

ম্যান্‌ডারস্‌—ধন্যবাদ········তাহলে আপনাকে আমি বিরক্ত করছি না তো ?

মিসেস্‌ এলভিং—নিশ্চয়ই না,—কি যে বলেন! (তিনিও টেবিলের উপর বসলেন)

ম্যান্‌ডারস্‌—আচ্ছা, এখন তাহলে আপনাকে দেখাচ্ছি····

····(তিনি চেয়ারের ওপর থেকে ব্যাগটি এনে একটা কাগজের প্যাকেট খুললেন·······তারপর টেবিলের বিপরীত দিকে বসে কাগজগুলো টেবিলের ওপর রাখলেন।)— এই যে রইলো এগুলো·······(উত্তেজিত হ'য়ে) এখন আমায় বলুন তো মিসেস্ এলভিং এই বইগুলো এখানে কেন ?

মিসেস্ এলভিং—এই বইগুলোর কথা বলছেন ? কেন ! এগুলো তো আমি পড়ছি ?·······

ম্যানডারস্—এ ধরনের বই আপনি পড়েন ?

মিসেস্ এল—হ্যাঁ, পড়ি তো !

ম্যানডারস—এসব পড়ে আনন্দ বা শিক্ষা কোনটা আপনি পান শুনি ?

মিসেস এল—এগুলো আমাকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে মনে হয়·······

ম্যানডারস—তাই নাকি ? কিন্তু, কি কোরে ?

মিসেস এল্—আমার আপন মনের ভাবনা, ধারণা আর চিন্তা-গুলোকে যেন এদের মধ্যে আমি খুঁজে পাই·······কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মিঃ ম্যানডারস, নতুন কিছু এদের মধ্যে নেই ! আমরা অনেকেই যা ভাবি যা বিশ্বাস করি তারই আলোচনা ·······চির পুরাতন সব ভাবধারা·······নতুন কিছু নেই ! তবে একথা সত্যি অনেকেই এসব কথা ভাবে না বা স্বীকার করতে চায় না—

ম্যানডারস—কিন্তু……কি জানি! আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে অনেকেই—

মিসেস এল—হ্যাঁ, আমি তো তাই মনে করি—

ম্যানডারস—কিন্তু তা বলে এই পাড়াগাঁয়ের কথা আপনি নিশ্চয়ই বলছেন না! আমাদের মত লোকেরা নিশ্চয়ই নয়—?

মিসেস এল—কেন,—আমাদের মধ্যেও অনেকেই……

ম্যানডারস—আচ্ছা, বেশ……আমি বলতে চাই যে……

মিসেস এল—আচ্ছা বলুন তো এই বইগুলো সম্বন্ধে আপনার কেন এত আপত্তি?

ম্যান্‌ডারস্‌—কেন আপত্তি?—এধরণের বইয়ের ওপর আমার কোন আস্থাই নেই……

মিসেস্‌ এল্‌—আসল কথা, আপনি বুঝতেই পারছেন না কি জিনিষ আপনি অবহেলা করছেন……

ম্যান্‌ডারস্‌—না অনেক পড়া শুনা করবার পরই এসব বইয়ের নিন্দা করছি আমি……

মিসেস্‌ এল্‌—কিন্তু…এটা তো আপনার নিজের মত……

ম্যান্‌ডারস্‌—জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত্ত আসে মিসেস্‌ এলভিং যখন অন্যের মতামতের ওপর নির্ভর করতেই হয়…… এভাবেই সংসার চল্‌ছে……না হয় সমাজের অবস্থাটা কি হোত;—

মিসেস্‌ এল্‌—আপনার কথাই ঠিক হ'তে পারে……

ম্যান্‌ডারস্‌—অবশ্য একথা আমি স্বীকার করছি যে সাহিত্য

হিসাবে এদের মূল্য হয়তো আছে·······এবং এভাবে আপনার সাহিত্য চর্চ্চার প্রবৃত্তিকে আমি নিন্দাও করছি না কারণ আমি জানি আপনি বৃহত্তর জগতের সাথে পরিচিত হ'তে চান··· আপনার একমাত্র সন্তানকেও সেই উদ্দেশ্যেই দেশ বিদেশে পাঠিয়েছিলেন·······কিন্তু—।

মিসেস্ এল্—কিন্তু কি ?—

ম্যান্ডারস্—(নীচু স্বরে) কিন্তু·······আপন মনের একান্ত গোপন চিন্তাধারাকে কি প্রকাশ করতে আছে মিসেস্ এলভিং ?

মিসেস্ এল্—নিশ্চয়ই না·······এবিষয়ে আপনার সাথে আমি একমত মিঃ ম্যান্ডারস্।

ম্যান্ডারস্—এই অনাথাশ্রমের কথাই ধরুনা না·······একটি অনাথাশ্রম গড়ে তোলবার বিষয় যখন আপনি ভাবছিলেন তখনকার চিন্তাধারার সাথে আপনার আজকের চিন্তাধারারতো কোন মিল নেই মিসেস্ এলভিং·······

মিসেস্এল্—হ্যাঁ, আমি তা স্বীকার করছি। কিন্তু সে তো অনাথাশ্রম সম্বন্ধে·······

ম্যান্ডারস্—হ্যা, হ্যাঁ, অনাথশ্রমের কথাই আমরা বলতে যাচ্ছি··· ওঃ, হ্যাঁ, আপনাকে যা বলতে চাই, সাবধানে চলবেন এলভিং·······আসুন·······এখন কাজের কথায় আসা যাক······· (একটি খাম হ'তে কয়েকটি কাগজ খুলে) এগুলো দেখেছেন ?

মিসেসএল্—দলিলগুলোর কথা বলছেন ?

ম্যানডারস—হ্যাঁ —; সবই একরকম ঠিক করা গেছে…… কিন্তু, এগুলো তৈরী করতে কী বেগটাই না পোহাতে হোল! সম্পত্তির ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের এরকম গাফিলতি সত্যিই বড় বিরক্তি কর……কতবার চাপ দেওয়াতে তবে এগুলো এখন হাতে এসেছে……(কাগজগুলো নেড়ে চেড়ে) এই যে দলিলটি দেখছেন এটি রোসেন ভোলড ষ্টেটের সলভিক নামীয় সম্পত্তির বিক্রয়-কোবালা……সেখানকার নতুন তৈরী বাড়ীগুলো স্কুল, শিক্ষকদের বাড়ীগুলো……এবং মন্দির সবকিছুরই মালিকানা স্বত্ব পাওয়া গেছে……এই যে কাগজটি দেখছেন এটি হোল প্রতিষ্ঠানটি খোলবার জন্য অনুমতি পত্র……শুনুন কি লিখেছে এখানে (পড়লেন)—"ক্যাপ্টেন এলভিং অনাথাশ্রমের অনুমতি পত্র।"

মিসেস এল্—(কাগজগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে) সবই ঠিক আছে……

ম্যানডারস—আমি ভাবছি আপনার স্বামীর নামের আগে "চেম্বারলেন" উপাধিটির চাইতে "ক্যাপ্টেন" উপাধিটিই শোনাবে ভাল……কারণ "ক্যাপ্টেন" উপাধিটা একটু কম জাঁকালো মনে হয়……

মিসেসএল—হাঁা, সত্যিই তাই, যা ভেবেছেন ভালই তো—

ম্যানডারস—ব্যাঙ্কে টাকা খাটাবার জন্য এই যে একটি সাটিফিকেট……অনাথাশ্রমের খরচ এই টাকার সুদ দিয়েই বেশ চলে যাবে—

মিসেসএল্‌—ধন্যবাদ। কিন্তু আমি বলি এসবের দায়িত্ব আপনি নিলেই ভাল হয়—

ম্যানডারস—সানন্দে নেব। এখন আপাততঃ টাকাটা ব্যাঙ্কেই থাক্‌—কি বলেন ? সুদ তো এমন বেশী কিছুই নয় ! পরে যদি সুবিধামত কোন বন্ধকী পাই তাহলে ভেবে চিন্তে যা হয় তখনই কিছু করা যাবে······

মিসেসএল্‌—হ্যাঁ, এসব বিষয়ে আপনিই বোঝেন ভাল—

ম্যানডারস আমি আমার যথাসাধ্য করবো—কিন্তু এ ব্যাপারে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ভাবছি

মিসেস্‌ এলভিং—বেশ তো !—কি কথা ?

ম্যান্‌ডারস্‌—আমরা কি বাড়ীগুলোর ইন্‌সিওর করবো ?

মিসেস্‌ এল্‌—তা করবো বৈ কি !

ম্যান্‌ডারস্‌—আচ্ছা ··কিন্তু···বিষয়টি আরও একটু গভীর-ভাবে ভাবতে হচ্ছে·······

মিসেস্‌ এল্‌—আমার বাড়ী, জিনিষ-পত্তর স্থাবর-অস্থাবর সব কিছুইতো ইন্‌সিওর করা হ'য়েছে—

ম্যান্‌ডারস্‌—তা তো হবেই·······আপনার নিজের সম্পত্তি যে ! আমিও তাই করেছি·······কিন্তু এই বিষয়টি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের·······একটা বড় আদর্শ নিয়ে অনাথাশ্রমটি করা হয়েছে তো·······

মিসেস্‌এল্‌—সে কথা ঠিক্‌·······কিন্তু·······

ম্যান্‌ডারস্‌—আমার বিবেচনায় তো আমাদের নিজেদের

জীবনগুলোকে ইন্‌সিওর করার প্রশ্নে বিন্দুমাত্রও আপত্তি থাকতে পারে না—

মিসেস্‌ এলভিং – আমারও সেই মত·······

ম্যান্‌ডারস্‌—কিন্তু এ ব্যাপারে এখানকার লোকের কি মতামত ?

মিসেস্‌ এলভিং—তাদের মতামত ?

ম্যান্‌ডারস্‌—হ্যাঁ—এখানে কি এমন কেউ আছে যাদের মত এর বিরুদ্ধে যেতে পারে ?

মিসেস্‌ এল্‌—কি বলতে চাইছেন আপনি !

ম্যান্‌ডারস্‌—আমি জানতে চাইছি······ এখানে স্বাধীন-চেতা ক্ষমতাশালী এমন কোন লোক আছে কিনা যাদের মতামতকে অগ্রাহ্য করা যায় না—

মিসেস্‌ এল্‌—হ্যাঁ ·······এমন কেউ কেউ আছেন বৈ কি ! তারা বিরুদ্ধ সমালোচনা করবেনই যদি আমরা—

ম্যান্‌ডারস্‌—তাহলেই দেখুন·······শহরে তো এদের দল বেশ ভারিই বলতে হবে·······যেমন ধরুন আমার সঙ্গী পুরো-হিতেরা·······এরা বেশ অনায়াসেই বলে বেড়াবে যে আমার এবং আপনার ঐশী শক্তির ওপর কোন আস্থাই নেই·······

মিসেস্‌ এল্‌—আমি শুধু আপনার কথাই বলছি মিঃ ম্যানডারস·······সব বিষয়েই আপনার বিবেকতো········ আপনাকে········

ম্যানডারস—হ্যাঁ সে তো জানি······ আমার নিজের মন

এসব ব্যাপারে খুবই সহজ সরল ······ কিন্তু আপনিই বলুন········ আমাদের কাজের অন্যায় ও বিরুদ্ধ সমালোচনাকে কি কোরে আমরা বাধা দেব ! এবং এরকম সমালোচনা অনাথাশ্রমের কাজেও হয়তো অনেক বাধার সৃষ্টি করবে········

মিসেস্ এল্—ওঃ, তাই যদি হয়········

ম্যানডারস—তাছাড়া········বিপদটাকেও কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না আমিও হয়তো মুস্কিলে পড়বো........শহরের সম্ভ্রান্ত মহলগুলিতে এরি মধ্যে এই অনাথাশ্রমটি আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে··· ···সকলেরই দৃষ্টি এর দিকে·······অবশ্য শহরের ভালর জন্যই অনাথাশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সে কথা ঠিক ········কিন্তু এ ব্যাপারে আমি আপনার সহযোগিতা করছি বলেই নিন্দুক লোকগুলো আমাকেই সর্ব্বপ্রথম অপবাদ দেবে········

মিসেস এল—তাহলেতো তাদের সে সুযোগ আপনার দেওয়া উচিত নয় মিঃ ম্যানডারস········

ম্যানডারস্—পত্রিকা এবং রিভউগুলোতেও এ নিয়ে তারা লেখালেখি করতে ছাড়বে না দেখবেন........

মিসেস এল—আর বলবেন কি সবই তো বুঝলাম········

ম্যানডারস—তাহলে আপনি ইনসিওর করতে চান না তো ?

মিসেস এল—না, না—সেই ইচ্ছা আমাদের ছাড়তেই হবে········

ম্যানডারস—(চেয়ারে হেলান দিয়ে) কিন্তু মনে করুন যদি

কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়?—কেউ বলতে পারে না তো……
তাহলে কি আপনি ক্ষতিপূরণ করতে পারবেন?

মিসেস এল—না;—আমি আপনাকে স্পষ্টই বলছি কোন অবস্থাতেই আমি তা করতে পারবো না……

ম্যানডারস—কিন্তু……একটা কথা মিসেস এলভিং……আপনিও তো বুঝতে পারছেন যে আমরা নিজেদের ওপর খুব বড় ঝুঁকিই নিচ্ছি……

মিসেস এল—তাছাড়া আর উপায় কি বলুন!

ম্যানডারস—সে কথা ঠিক……এছাড়া আর আমরা কিই বা করবো……আমরা তাবলে অন্যায় অপবাদের সুযোগ দিতে পারি না……তাছাড়া সমাজের কলঙ্ক হয় এমন কোন কাজ করবার অধিকারও আমাদের নেই!

মিসেস এল—একজন ধর্ম্মযাজক হিসেবে আপনি তা কোন ক্রমেই করতে পারেন না… ….

ম্যানডারস—তবে আমি বিশ্বাস করি মিসেস এলভিং ভাগ্য ভাল হ'লে ভগবানের দয়ায় আমাদের কাজটি সার্থক হ'য়ে উঠবেই ……

মিসেস্ এল্—আমিও তা-ই কামনা করছি মিঃ ম্যান্ডারস্….

ম্যান্ডারস্—তাহলে, ইন্সিওর করা হবেনা এ-ই ঠিক হোল তো?

মিসেস্ এল্—নিশ্চয়ই—

ম্যান্‌ডারস্‌—বেশ ভালো কথা, যেমন আপনার ইচ্ছা (নোট করে) তাহলে ইন্‌সিওরেন্সের কোন দরকার নেই ········

মিসেস্‌ এল্‌—ভারী মজায় ব্যাপার যে আজই আপনি এসব কথা বলছেন········

ম্যান্‌ডারস্‌—অনেকদিন ধরে এ বিষয়ে আপনাকে বলবো বলে ভেবেছি········

মিসেস্‌ এল্‌—জানেন, গতকাল এখানে খুব কাছেই একটা অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেল········

ম্যান্‌ডারস্‌—তাই না কি !

মিসেস্‌ এল্‌—তবে বিশেষ ক্ষতি কিছু হয়নি ! ছুতার মিস্ত্রীদের কিছু জিনিষপত্র পুড়ে গেছে········

ম্যান্‌ডারস্‌—এন্‌গ্‌স্ট্র্যান্‌ড্‌ সেখানে কাজ করে ?

মিসেস্‌ এল্‌—হ্যাঁ—শুনতে পাই সে নাকি খুব অসাবধানে লোক !

ম্যান্‌ডারস্‌—তা আর হবেনা ! বেচারার মনে কত চিন্তা ········কত দুর্ভাবনা········ভগবানকে ধন্যবাদ তার মতিগতি হয়তো ফিরলো········সে নাকি এবার থেকে ভাল ভাবে চলবে········

মিসেস্‌ এল্‌—সত্যি ! কে বল্লে আপনাকে ?

ম্যান্‌ডারস্‌—সে নিজেও আমাকে বলেছে········তাছাড়া, কাজেও সে বেশ পটু········

মিসেস্‌ এল্‌—তা ঠিক········তবে সে যখন মাতাল না হয়········

ম্যান্‌ডারস্‌—হ্যাঁ, ঐ তার এক মস্ত দোষ……কিন্তু সে আমাকে বলেছে তার খোঁড়া পায়ের অসহ্য বেদনার জন্যই নাকি,……সে শহরে থাকতে প্রায়ই আমার কাছে আসতো… …আমার মারফত এখানে কাজ পেয়ে, বিশেষ করে রেজিনাকে দেখবার সুযোগ পেয়েছে বলে সে আমার ওপর খুবই সন্তুষ্ট… …কতবার আমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে……

মিসেস এল্‌—কিন্তু সে তাকে আর তেমন দেখতে আসে কৈ?

মানডারস—কিন্তু সে তো আমায় বলেছিল রোজই নাকি রেজিনার সাথে দেখা করে——

মিসেস এল্‌—তাই নাকি! তাহলে হয়তো করে—

ম্যানডারস—এনগস্ট্র্যানড এখন ভালই বুঝতে পারছে এমন কোন লোকের সাহচর্য্য তার দরকার যে নাকি তার সকল দুর্ব্বলতাকে জয় করতে পারবে……তাকে ভাল পথে চালিয়ে নেবে… ‥সে এখন শিশুর মত অসহায়……নিজের দোষ ত্রুটি সে বুঝতে পেরেছে এবং তা স্বীকারও করে। সেবার আমাকে বল্‌ছিল……আচ্ছা, মিসেস এল্‌ভিং, মনে করুন না কেন যে ভালভাবে বাঁচার প্রয়োজনে রেজিনাকে একান্ত কাছে পাওয়া তার এখন খুবই দরকার!

মিসেস এল্‌—(হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে) রেজিনা! রেজিনার কথা বলছেন!

ম্যানডারস—তার / প্রয়োজনের দিকটাও আপনার ভাবা উচিত—

মিসেস এল্‌—না, না, না, তা হ'তে পারেনা মিঃ ম্যানডারস—তাছাড়া আপনিওতো জানেন রেজিনাকে অনাথাশ্রমে কাজ করতে হবে !

ম্যানডারস—কিন্তু ভেবে দেখুন, সে যে তার বাবা !

মিসেস এল্‌—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার জানতে বাকি নেই কেমন ধারার বাপ সে ! না—রেজিনা তার সাথে যাবার অনুমতি আমার কাছ থেকে পাবে না—।

ম্যানডারস—(উঠে দাঁড়িয়ে) দয়া করে এত তাড়াতাড়ি আপনার মতামত প্রকাশ করবেন না মিসেস এলভিং·······
···বেচারা এনগস্ট্র্যানডের ওপর আপনি অবিচার করছেন বলে আমি দুঃখিত·······লোকে তাহলে নিশ্চয়ই ভাবতে পারে যে আপনি ভয় ক'রে—

মিসেস এল্‌—(আরও শান্ত ভাবে) না, সে প্রশ্ন নয়·······রেজিনাকে আমি নিজের কাছে রেখেছি এবং সে আমার কাছেই থাকবে······(কান পেতে কিছু শুনে) দয়া করে চুপ করুন মিঃ ম্যানডারস, ও বিষয়ে আর কোন কথা নয়·····(তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো) ঐ শুনুন, অসওয়ালড নীচে নামছে.......এখন শুধু তার কথাই আমরা ভাববো আর বলবো·······

(বাঁ পাশের দরজা দিয়ে অসওয়ালড ঢুকলো....পরণে তার একটি পাতলা ওভার কোট, হাতে একটি টুপী এবং মুখে জ্বলন্ত সিগারের একটি বড় পাইপ···)

অসওয়ালড্‌—(দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে) এই যে আপনি! কিছু মনে করবেন না যেন! আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি অফিস ঘরে……(ভেতরে এসে, সুপ্রভাত মিঃ ম্যানডারস!

ম্যানডারস্‌—(তার দিকে তাকিয়ে) বাঃ! ভারী আশ্চর্য্য তো!

মিসেসএল—আচ্ছা ওর সম্বন্ধে আপনি কি ভাবছেন মিঃ ম্যানডারস ?—

ম্যানডারস—আমি ?—আমি কি ভাববো আবার! কিন্তু এ কি সম্ভব যে—

অসওয়ালড—মিঃ ম্যানডারস, আমিই মায়ের সেই ছন্নছাড়া ভবঘুরে ছেলে!—

ম্যানডারস—বেশ, বাছা বেশ!

অসওয়ালড—মায়ের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম এবার……

মিসেস্‌ এল—শিল্পী জীবন বেছে নিতে আপনি ওকে বাধা দিয়েছিলেন মিঃ ম্যানডারস……অসওয়ালড সে দিনের কথাই ভাবছে হয়তো……

ম্যানডারস—হ্যাঁ—আমরা মানুষ তো! আমাদের ভুল চুক হবেই……সব কাজেই প্রথম দিক দিয়ে বেশ ঝুঁকি নিতে হয়, তারপরে অবশ্য……

(অসওয়ালডের হাত ধরে) এসো অসওয়ালড, এসো……ওঃ, হ্যাঁ—তোমাকে অসওয়ালড বলেই ডাকতে পারবোতো ?—

অসওয়ালড্‌—নিশ্চয়ই! তাছাড়া আর কি!

ম্যানডারস—ধন্যবাদ, শিল্পী-জীবনকে আমি তেমন পছন্দ করিনা বলে মনে কোরনা যে এই অপছন্দ একেবারে অকারণ·······সঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই আছে অসওয়ালড........ তবে একথাও আমি স্বীকার করি এমন অনেকেই আছেন যারা শিল্পী হয়েও তাদের মনকে সুন্দর ও নির্ম্মল রাখতে পারেন,—

অসওয়ালড—সেই আশাই রাখতে হয়!

মিসেস এল—(সানন্দে) আমি কিন্তু এমন একজনকে জানি শিল্পী হয়েও যার অন্তর ও বাহির দুইই সুন্দর আছে······ একবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখুন মিঃ ম্যানডারস।·······

অসওয়ালড—(ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে) মাগো, ঠিক কথাই তুমি ব'লেছ?

ম্যানডারস—নিশ্চয়ই—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমিও শুনলাম তোমার নাকি বেশ ভাল নাম হ'য়েছে······ পত্রিকাগুলোতেও মাঝে মাঝে তোমার সুখ্যাতি দেখতে পাই........তবে, বেশ কিছুদিন হ'তে চললো তোমার নাম তো কৈ আর বের হয় না।

অসওয়ালড—(সবজি ঘরের দিকে এগিয়ে) কিছুদিনের মধ্যে কিছু আঁকিনি যে!

মিসেস এল—অন্য সকলের মত শিল্পীরও মাঝে মাঝে খানিকটা বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

ম্যানডারস—সে তো নিশ্চয়ই। এসময়টার মধ্যে একটা বড় কিছু সৃষ্টি করবার জন্য শিল্পী নিজেকে আরও শক্তিশালী করে নিতে পারে।

অসওয়ালড—ঠিক বলেছেন।·········মা, খাবার তৈরী হতে আর কত দেরী ?—

মিসেস এল—আধ ঘণ্টার মধ্যেই হ'য়ে যাবে বাছা। —আনন্দের বিষয় যে ওর ক্ষিধে হয় বেশ তাড়াতাড়ি !

ম্যানডারস—টোবাকোর অভ্যাসও ওর আছে দেখছি ?

অসওয়ালড—আমি ওপরতলায় বাবার পাইপটা দেখলাম আর—

ম্যানডারস—ওঃ, তাই তো আমার মনে—

মিসেস এল—কি ?

ম্যানডারস—ঐ দরজা দিয়ে পাইপ মুখে অসওয়ালড যখন ঘরের ভেতর ঢুকলো, আমার তখন মনে হোল যেন ওর বাবা স্বশরীরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে—

অসওয়ালড—সত্যি !!

মিসেস এল—কেন ওরকম মনে হোল আপনার ! অসওয়ালড তো দেখতে আমার মত !

ম্যানডারস—হ্যাঁ ;—কিন্তু ওর মুখের ঐ কোনের ভাবটুকু—ওর ঠোঁট দুটি ওর বাবার চেহারাটিই আমাকে মনে করিয়ে দেয় মিসেস এলভিং·········বিশেষ করে ও যখন ধূমপান করে·········

মিসেস এলভিং—আমার কিন্তু মোটেই তা মনে হয় না

মিঃ ম্যানডারস—ওর চোখে মুখে আমি যেন ধর্ম্মযাজকের মত একটা ভাব আছে দেখতে পাই।

ম্যানডারস—হ্যাঁ, সে কথাও বড় মিথ্যে নয়! চার্চ্চে আমার অনেক সঙ্গীদের মুখের ভাবের সাথে ওর মুখের কী যেন একটা মিল রয়েছে!

মিসেস এল—লক্ষ্মী ছেলে আমার, এখন পাইপটি মুখ থেকে নামাও তো! এখানে ধূমপান করা কি ভাল দেখায়?—

অসওয়ালড—(পাইপটি নামিয়ে রেখে) আচ্ছা—বেশ, আমি শুধু একটু চেষ্টা করছিলাম······সেই ছোট বেলায় আমি একবার স্মোক্ করেছিলাম কিনা······

মিসেস এল—তুমি?—

অসওয়াড—হ্যাঁ গো হ্যাঁ; আমি তখন কতটুকুইবা ছিলাম! মনেপরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ওপরতলায় বাবার ঘরে গেলাম······বাবা তখন বেশ খোস মেজাজেই ছিলেন।

মিসেস এল—তাই নাকি,—কিন্তু সেসব দিনের স্মৃতিতো তোমার মনে থাকবার কথা নয়!

অসওয়ালড—আমার শুধু এটুকু মনে আছে বাবা আমাকে তার হাঁটুর ওপর বসিয়ে তার পাইপটি আমার মুখে দিয়ে বলেছিলেন "টান্ বাছা, ভাল করে পাইপটি টান।" আমিও যতটা সম্ভব জোরে পাইপে টান দিলাম······কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেলাম······আমার শ্বাস যেন বন্ধ

হয়ে আসতে লাগলো; আমার সেই অবস্থা দেখে তাঁর সে কী প্রাণখোলা হাসি!

ম্যানডারস—ভারী অদ্ভুত ব্যাপার তো!!

মিসেস এলভিং—ও কিছু নয় মিঃ ম্যানডারস—অসওয়ালড স্বপ্ন দেখেছিল হয়তো……

অসওয়ালড—কি যে তুমি বল মা! স্বপ্ন কেন হবে?—তোমার বুঝি মনে নেই……তুমি ঘরের মধ্যে এসে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে?………মনে পড়ে তুমি তখন কাঁদছিলে মা……সেখানে আমি কিছুদিন ভুগলাম।…….বাবা কি প্রায়ই ওরকম তামাসা করতেন?—

ম্যানডারস—ছোট বেলায় তো তিনি খুবই কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন।

অসওয়াড—তাঁর সুন্দর এবং মূল্যবান জীবনটাকে নিয়েও হয়তো তিনি কৌতুক করেছেন মিঃ ম্যানডারস—কারণ…… এত অল্প বয়সেই তিনি……

ম্যানডারস—হ্যাঁ বাছা, তোমার বাবা একজন উৎসাহী এবং কর্ম্মঠ লোক ছিলেন…….আশা করি তুমিও তাঁরই মত হবে।

অসওয়ালড—নিশ্চয়ই তা হওয়া উচিত—।

ম্যানডারস—তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাবার দিনেই তুমি এসে পড়েছ……..বেশ ভালই হয়েছে……..

অসওয়াড—বাবার জন্য আমি কিইবা করতে পেরেছি!

মিসেস এলভিং—বাছা আমার বেশ কিছুদিন আমার কাছে থাকবে সে কথাই আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিচ্ছে—

ম্যানডারস—হ্যাঁ, ভাল কথা,—তুমি নাকি এখানে সমস্ত শীতটা থাকছো ?—

অসওয়ালড—অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যই আমি এখানে থাকবো মিঃ ম্যানডারস.—আঃ,—অনেকদিন পর বাড়ীতে এসে বেশ ভালই লাগছে আমার·······

মিসেস এলভিং—(সানন্দে) তা আর লাগবে না !

ম্যানডারস—(স্নেহ ভরে অসওয়ালডের দিকে তাকিয়ে) খুব অল্প বয়সেই তুমি কত দেশ-বিদেশ ঘুরলে অসওয়ালড !

অসওয়ালড—হ্যাঁ,—অনেক সময় আমার মনে হয়েছে আমি যদি এত ছোট না হ'তাম !

মিসেস এল—এরকম মনে করার কি দরকার ! তুমি আমার একমাত্র ছেলে অসওয়ালড·······বাড়ীতে বাবা মায়ের আদরে থেকে ব'য়ে তো যাওনি·······দূরে থেকে বরং মানুষই হ'য়েছ·······

ম্যানডারস—আপনি যা বল্‌লেন তার আর একটা দিকও যে আছে মিসেস এলভিং ! ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কি তাদের নিজেদের বাড়ীতেই রাখা উচিত নয় ?—

অসওয়ালড—হ্যাঁ, এবিষয়ে আমি আপনার সাথে একমত মিঃ ম্যানডারস।

ম্যানডারস—এই যেমন আপনার ছেলের কথাই ধরুন না····· তা, হ্যাঁ—ওর সামনেই বলা যেতে পারে····· অসওয়ালডের ব্যাপারটা কি হোল ভাবুন একবার! ওর বয়স এখন ছাব্বিশ কি সাতাশ।·······অথচ বাড়ীর সুন্দর স্নেহময় আবেষ্টনীর সাথে আজও ওর কোন পরিচয় হবার সুযোগ ঘটেনি!

অসওয়ালড—ক্ষমা করবেন, আপনার এ ধারনাটা একেবারেই ভুল মিঃ ম্যানডারস।

ম্যানডারস—সত্যি বলছো! আমি তো ভেবেছিলাম তোমার এতদিনকার বাইরের জীবন শিল্পীদের মধ্যেই কাটিয়েছে·······

অসওয়ালড—সে কথা ঠিক।

ম্যানডারস—এবং সাধারণতঃ তরুণ শিল্পীদের সাথেই তুমি ছিলে তো!

অসওয়ালড—নিশ্চয়ই!

ম্যানডারস—কিন্তু আমার ধারণা এরা পারিবারিক জীবন বা নিজস্ব একটি ঘরের বন্ধনকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেনা ·······ঘরের মায়া এদের নেই বলেই তো মনে হয়!

অসওয়ালড—তাদের ভেতর অনেকেরই বিয়ে ক'রে ঘর বাঁধবার কোন সামর্থ্য নেই মিঃ ম্যানডারস।

ম্যানডারস—আমিও তাই বলতে চাই—।

অসওয়ালড—কিন্তু তা বলে কি তাদের নিজেদের ঘর

নেই! অনেকেরই আছে·······এবং সে ঘরগুলোর ব্যবস্থা বেশ ভালই এবং আরাম দায়কও বটে·······

(মিসেস এলভিং মন দিয়ে অস্‌ওয়ালডের কথা শুনছিলেন ·······এখন তিনি নীরবে ঘাড় নাড়লেন শুধু·······)

ম্যানডারস—কিন্তু, আমি তো অবিবাহিতদের থাকবার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি না·······স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে নিয়ে যে জীবন, পারিবারিক জীবন বলতে তাই বোঝায়·······

অসওয়ালড—তা জানি·······ছেলেমেয়ে ও তাদের মাকে নিয়ে যে জীবন একজন লোক·······

ম্যানডারস—(চমকে উঠে) কি বল্‌লে ?

অসওয়ালড—কেন, কি হয়েছে ?—

ম্যানডারস—কি বল্‌লে ? ছেলেমেয়েদের মাকে নিয়ে—?

অসওয়ালড—বারে, আপনি কি চান যে একজন লোক তার সন্তানের মাকে ত্যাগ ক'রবে ?—

ম্যানডারস—ওঃ, বুঝেছি, তুমি তাহলে অবৈধ সম্পর্কের কথা বলছো !

অসওয়ালড—আমিতো তাদের জীবনে অবৈধ, অন্যায় কিছু দেখিনি !

ম্যানডারস—আচ্ছা, তুমিই বলনা, একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে কিছু গোপন না করেই এরকমের জীবন চালিয়ে যাবে এটা কতদূর সম্ভব ও শোভন ?

অসওয়ালড—অন্য উপায় কিছু থাকলে তো! শিল্পী ও

মেয়েটি........দুজনেই যদি গরীব হয় তো কি করবে বলুন! বিয়ে করতে যে অনেক টাকার দরকার মিঃ ম্যানডারস! তাই এছাড়া আর উপায় কি বলুন।

ম্যানডারস—তারা কি করবে?—তাদের কি করা উচিত সে কথাটাই তোমায় বলছি........প্রথম থেকেই তারা দূরে দূরে থাকবে........একত্রে থাকবে না........এই তাদের করা উচিত—বুঝেছ?

অসওয়ালড—প্রেমে পড়লে তরুণদের রক্ত গরম হয়ে যায়........তখন এরকম উপদেশ ও বিধিনিষেধ তারা শুনবে কেন?—সুতরাং এধরণের উপদেশ বৃথা—

মিসেস এলভিং—ঠিক বলেছ!

ম্যানডারস—(জোর দিয়ে) আশ্চয্য! কর্তৃপক্ষও এসব নোংরা ব্যাপার সহ্য করে যায়! একেবারে খোলাখুলি ভাবে এরকম নোংরামি চলে! (মিসেস এলভিংএর দিকে ফিরে) আপনার ছেলেতো আমায় রীতিমত ভাবিয়ে তুললো মিসেস্ এলভিং........উদ্দাম ব্যভিচারের আবহাওয়ায় সে মানুষ হয়েছে.... এবং সে বল্‌ছে........

অসওয়াল্ড—আরও একটি কথা মিঃ ম্যানডারস........ প্রত্যেক রবিবারই আমি এরকম দুচারজন অবৈধ ব্যভিচারীর বাড়ীতে যেতাম........

ম্যানডারস—রবিবারেও?—

অসওয়ালড—হ্যাঁ, কারণ সেদিন ছুটির দিন যে! কিন্তু

আমিতো সেখানে অশ্লীল কিছু দেখিনি বা শুনিনি যাকে ব্যভিচার বলা চলে........না,—আমি তো তেমন কিছুই দেখিনি! কিন্তু, শুনবেন কোথায় আমি ব্যভিচার দেখেছি—?·—

ম্যানডারস—না,—আমি শুনতে চাইনা।

অসওয়ালড—শুনতে চান না?—আমি কিন্তু আপনাকে তা শোনাবই! আপনাদের মত আদর্শ, চরিত্রবান স্বামী ও বাপেরা অনেকেই মাঝে মাঝে তাদের কাজে আমাদের কাছে আসেন........আমরা গরীব শিল্পীরাও তাদের পবিত্র সংস্পর্শে এসে ধন্য হই........এরকম যোগাযোগের জন্য তাদের সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছুই জেনেছি মিঃ ম্যানডারস........এই সব ভদ্রমহোদয়েরা প্রায়ই আমাদের কাছে এমন সব জায়গা ও জিনিষের কথা বলতেন যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না........

ম্যানডারস—কি বল্‌ছো! তাহলে, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে বল যে বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরাও বাড়ী থেকে বের হ'লে........

অসওয়ালড—আপনি কি জানেন মিঃ ম্যানডারস, এইসব ভদ্রলোকেরাই আবার বাড়ীতে এলে সাধু সেজে গালভরা সব হিতোপদেশ ঝাড়তে থাকেন?—

ম্যানডারস—এ্যাঁ:!,—হাঁ........তা হতে পারে, কিন্তু—

মিসেস এল—হ্যাঁ, আমি জানি একথা সত্যি!

অসওয়ালড—কথা বলতে তারা ওস্তাদ........তা যত

ভূঁয়াই হোক্ না কেন........(মাথায় হাত দিয়ে) সুন্দর জীবনের সকল গৌরব ও সহজ সরল ভাবকে এরা কী ভাবে কলঙ্কিত করে তোলে দিনের পর দিন........উঃ,—আর ভাবতে পারি না আমি !

মিসেস এল—এতটা উত্তেজিত হোয়ো না অসওয়ালড........ এতে লাভ কি বল !

অসওয়ালড—না, উত্তেজিত হবোনা, মাগো, তোমার কথাই ঠিক........এতে লাভ কিছু নেই........বরং আমারি ক্ষতি........ কারণ আমি এখন বড় ক্লান্ত........ক্ষমা করবেন, মিঃ ম্যানডারস ....সত্যিকারের গভীর অনুভূতি আপনি বুঝবেন কেমন করে ! কিন্তু........আমি যে আর পারছিনা........(ডান দিকের দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

মিসেস এলভিং—বাছা আমার !

ম্যানডারস—এতটা আদর দিয়েছেন বলেইতো আজ ওর এই অবস্থা—। (মিসেস এলভিং তার দিকে তাকালেন........ কিন্তু কোন কথা বললেন না) অসওয়ালড নিজেকে ছন্নছাড়া ভবঘুরে বল্‌ছে........সত্যিই তাই........হায় ! কথাটা যে এতটুকুও মিথ্যে নয় ! (মিসেস এলভিং তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলেন) এসব ব্যাপারে আপনার অভিমতটা বলুন শুনি মিসেস এলভিং........

মিসেস এল—আমার মতে অসওয়ালডের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি !

ম্যানডারস—সত্যি! বলছেন কি!! এই রকম ধারণা আপনি পোষণ করেন ?—

মিসেস এল—আমার নিঃসঙ্গ জীবনই আমাকে এভাবে ভাবতে শিখিয়েছে মিঃ ম্যানডারস........তাই আমার ছেলের মতের সাথে আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে........কিন্তু এসব কথা আমি সর্ব্বদা এড়িয়ে চলতেই চাই........এখন তার কোন প্রয়োজন নেই! আমার ছেলেই আমার হ'য়ে যা বলবার বলবে—

ম্যানডারস—আপনার অবস্থার কথা ভাবলে সত্যিই বড় দুঃখ হয় মিসেস এলভিং........আন্তরিকভাবে আপনাকে একটা কথা বলা আমার কর্ত্তব্য। ব্যবসাতে আপনার সহযোগীতা উপদেষ্টা হিসেবে নয়........আপনার পুরানো বন্ধু বা আপনার মৃত স্বামীর বন্ধু হিসেবেও নয় মিসেস এলভিং......এখন ধর্ম্ম-যাজক হিসেবে আপনার সমুখে দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছি........ আপনার জীবনের চরম সন্ধিক্ষণে আর একদিন আমি এভাবে এসে দাঁড়িয়েছিলাম......

মিসেস এল—আমার ধর্ম্মগুরুর কি বলবার আছে বলুন!

ম্যানডারস—সর্বপ্রথম আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই......এই তার উপযুক্ত সময়......আসছে কাল আপনার স্বামীর দশম মৃত্যু-বার্ষিকী......মৃতের মূর্ত্তির আবরণ কাল খোলা হবে.......কাল আমি সম্মিলিত সকলের উদ্দেশ্যে কিছু

বলবো……কিন্তু আজ শুধু আপনাকে কয়েকটি কথা বলতে চাই ……

মিসেস এল—বেশ তো! বলুন—

ম্যানডারস—আপনার কি মনে পড়ে মিসেস এলভিং…….. আপনার বিয়ের মাত্র একবছর পরে দুর্ভাগ্য আর দুর্দ্দশার চরম সীমায় আপনাকে দাঁড়াতে হয়েছিল…….?—আপনি আপনার ঘর-সংসার ছেড়ে গেলেন……..আপনার স্বামীর কাছ হ'তে দূরে—বহুদূরে আপনি পালিয়ে বাঁচলেন……..তার কোন অনুরোধ-উপরোধ আপনাকে ফিরিয়ে আনতে পারলো না……..

মিসেস এলভিং—প্রথম বছরটি কী অসহ্য জ্বালা যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছি, সে কথা কি আপনি ভুলে গেছেন মিঃ ম্যানডারস?

ম্যানডারস—সুখ!! এজগতে সুখের আশা দুরাশা! সুখ পেতে চাইলে সমস্ত জীবনটাকেই বিদ্রোহের আগুনে জ্বালিয়ে দিতে হয়……..সুখে আমাদের কি অধিকার মিসেস এলভিং? না, আমরা শুধু আমাদের কর্ত্তব্য করে যাব…….. শুধু কর্ত্তব্য!… ….ধর্ম্ম সাক্ষী রেখে যার সাথে আপনার বিয়ে হয়েছিল তাকে না ছেড়ে গিয়ে সমস্ত জীবন আঁকড়ে থাকাই ছিল আপনার কর্ত্তব্য—

মিসেস এলভিং—কিন্তু…আপনিতো জানতেন, সে সময়ে আমার স্বামী কি ধারায় জীবন-যাপন করতেন……..তাঁর অপরাধ যে ক্ষমারও অযোগ্য ছিল……..

ম্যানডারস—তাঁর সম্বন্ধে কত গুজবইতো শুনেছি........ কত অপবাদ........গুজব যদি কিছুটাও সত্যি হয় তাহলেও সে দোষী ছিল সন্দেহ নেই........কিন্তু, স্বামীর বিচার করবার অধিকারতো স্ত্রীর নেই মিসেস্ এলভিং........আপন ভাগ্য ও ঈশ্বরের ইচ্ছাকে শান্তভাবে মেনে নেওয়াই ছিল আপনার কর্ত্তব্য........কিন্তু, তা না ক'রে আপনি বিদ্রোহ করলেন........ পাপের পথেও যাকে আপনার অনুসরণ করা উচিত ছিল—সেই স্বামীকে ত্যাগ করলেন........সুনাম, সুখ্যাতি সব হারালেন....... অন্য সকলের সুনামেও কলঙ্কের কালি ঢেলে দিতে গেলেন—

মিসেস এল্—অন্য সকলের ?—অন্য একজনের বলুন !

ম্যানডারস—তারপর সবচেয়ে অবিবেচনার কাজ করলেন আপনি আমার কাছে এসে আশ্রয় চেয়ে !

মিসেস এল—আমি আশ্রয় চেয়েছিলাম আমাদের ধর্ম্ম-গুরুর কাছে—আমাদের এক পরম বন্ধুর কাছে বলুন।

ম্যানডারস—ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমার মনোবলের অভাব ছিল না........তাই....আপনার ক্ষণিক উত্তেজনাকে রোধ করে আপনাকে আবার কর্ত্তব্যের পথে ফিরিয়ে আনতে পারলাম........আপনার স্বামীর কাছে আপনাকে আবার ফিরে আসতে বাধ্য ক'রলাম........

মিসেস এলভিং—অস্বীকার করছিনা যে আপনার জন্যই তা সম্ভব হয়েছিল।

ম্যানডারস—সবই সেই অদৃশ্য মহাশক্তির খেলা........

আমার কি হাত আছে এর মধ্যে। আমি তো তাঁরই ইচ্ছার একটি যন্ত্র মাত্র........আপনাকে কর্ত্তব্য ও বাধ্যতার বাঁধনে বেঁধে দিয়ে আমি কি কোন অন্যায় করেছি মিসেস এলভিং? আপনার বাকি জীবন কি সুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠেনি? আমি আপনাকে ঠিক যেমনটি বলেছিলাম তা-ই কি হয়নি?—আপনার স্বামী ভুল পথ হ'তে ফিরে এলেন........একেবারে ভিন্ন মানুষটি হয়ে গেলেন........তারপরের জীবন তাঁর আপনার সহবাসে ভালবাসায় ও প্রীতিতে ভরপূর হয়ে উঠলো........তিনি তাঁর পাড়াপড়শীর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হ'য়ে উঠলেন......তাঁর সকল কাজের সঙ্গিনী হ'য়ে আপনি তাঁর একান্ত পাশে এসে দাঁড়ালেন........আমি জানি মিসেস এলভিং, তাঁর কাজে কতখানি আন্তরিকতা আপনি ঢেলে দিয়েছিলেন........এখানেই আপনার গৌরব......এজন্য আপনাকে প্রশংসা না ক'রে আমি পারিনি—কিন্তু........আপনার জীবনের দ্বিতীয় ভুলের কথাই এখন বলবো—

মিসেস এল—বলুন কি বলতে চাইছেন।

ম্যানডারস—স্ত্রীর কর্ত্তব্যে একবার যেমন অবহেলা করে-ছিলেন........মায়ের কর্ত্তব্যও এবার ভুলে গেলেন—

মিসেস এল—ওঃ—।

ম্যানডারস—আপনি সমস্ত জীবনটাই একটা সর্ব্বনেশে দুর্দ্দাম খেয়ালের পিছু পিছু ছুটলেন........আপনার প্রবৃত্তি, যা কিছু বিশৃঙ্খল, যা কিছু অনিয়ম বা অন্যায়, তারই দিকে আপনাকে

ক্রমাগত টেনে নিয়ে চলেছে······কোন বিধিনিষেধ মেনে নিতে আপনি চাইলেন না······জীবনে যা কিছু আপনার ভাল লাগেনি, মনে লাগেনি, বোঝা ব'লে মনে হ'য়েছে তা-ই আপনি দ্বিধাহীন মনে জঞ্জালের মত দুহাতে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন······ স্ত্রীর কর্ত্তব্যকে যখন আপনার অসহ্য মনে হোল আপনি তখন আপনার স্বামীকে ত্যাগ ক'রলেন······মায়ের কর্ত্তব্য আপনার ভাল লাগলো না বলে একমাত্র সন্তানকে আপনি দূরে—অনেক দূরে পাঠিয়ে দিলেন—

মিসেস এল—হ্যাঁ, আমি তাকে অনেক দূরে সরিয়ে দিলাম—

ম্যানডারস্—এবং এজন্যই আপনি তার পর-ই রয়ে গেলেন আজ অবধিও আপন হ'য়ে আর উঠতে পারলেন না!

মিসেস এল—না—না, তা নয়, তা নয়!

ম্যানডারস্—না, আপনি তার কেউ নন্······একটু গভীর ভাবে চিন্তা ক'রে দেখুন তো মিসেস্ এল্ভিং, কি অবস্থায় ছেলেকে আপনার ফিরে পেয়েছেন! আপনি ভুল করেছিলেন ······আপনার স্বামীর ব্যাপারে আপনি মস্ত বড় ভুল করেছিলেন মিসেস্ এলভিং······আজ তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে আপনার সেই ভুলকে প্রকাশ করে দিলেন। এখন ভেবে দেখুন আপনার ছেলে সম্বন্ধেও যে ভুল আপনি করেছেন তার হিসেব আপনাকে দিতে হবে—স্বীকার করতে হবে আপনার ভুলের পরিণতিকে······তবে, হয়তো এখনও সময় আছে তাকে অবাঞ্ছিত পথ হ'তে ফিরিয়ে আনবার······হ্যাঁ, হ্যাঁ,

আপনিই তাকে আবার নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারেন মিসেস্ এলভিং! নেবেন সে দায়িত্ব? দেবেন তাকে নতুন জীবন? মায়ের কর্ত্তব্যে আপনি যে ফাঁকি দিয়েছেন তা শোধরাবার এ-ই সময় মিসেস্ এলভিং—আপনাকে এই কয়েকটি কথাই আমার বলবার ছিল।

(কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব……)

মিসেস এল—(সংযত নীচু স্বরে) আপনার যা বলবার ছিল আপনি তা ব'ললেন মিঃ ম্যান্‌ডারস্ এবং আস্‌ছে কাল স্বামীর স্মৃতি-সভায় সমবেত সকলকেও আপনি কিছু ব'লবেন কিন্তু কাল আমার কিছু বলার নেই। এখন আপনাকে আমি সামান্য দুচারটে কথা বলতে চাই মিঃ ম্যান্‌ডারস্……

ম্যানডারস্—বেশ তো বলুন না! আপনি হয়তো আপনার ব্যবহারের সপক্ষে যুক্তি দেখাবেন—

মিসেস এল—না, তা নয়; আমি শুধু সামান্য কয়েকটি কথা আপনাকে জানাতে চাই—

ম্যানডারস্—বলুন!

মিসেস এল—আমার এবং আমার স্বামী সম্বন্ধে অনেক কথাই আপনি এইমাত্র বল্‌লেন। একথা সত্যি, আপনিই আমাকে কর্ত্তব্যের পথে ফিরিয়ে এনেছিলেন……আমার জীবনের প্রথমভাগের কোন কথাই আপনার জানতে বাকি ছিল না। আপনি আমাদের প্রতিদিনকার বন্ধু ছিলেন……এমন দিন

যেত না আপনি না আসতেন আমাদের বাড়ীতে কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে আনার পর মুহূর্ত্ত হ'তে আপনি আর একদিনের জন্যও আমাদের বাড়ীতে পা দেননি........

ম্যানডারস্‌—মনে ক'রে দেখুন প্রায় তখুনি আপনারা শহরে চলে গেলেন—

মিসেস এল—হ্যাঁ, সে কথা মনে আছে কিন্তু আমার স্বামী জীবিত থাকতে আর একদিনও আমাদের এসে আপনি দেখে যাননি। অনাথাশ্রমের ব্যাপারই শুধু আজ আপনাকে এখানে আসতে বাধ্য ক'রেছে মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌—

ম্যানডারস্‌—(নীচু স্বরে আবেগে) হেলেন! তাতে তুমি যদি দুঃখ পেয়ে থাক আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি—একবার ভেবে দেখ........

মিসেস এল—না, না, আপনার ও ডাক আমার সইছে না........এতটা পাওয়ার যোগ্য আমি নই! আমি সেই হতভাগিনী স্ত্রী, স্বামীকে ছেড়ে যে পালায়........আমার মত ছন্নছাড়া মেয়েমানুষের সাথে কারও কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না যে!

ম্যানডারস্‌—শোন হেলেন! ওঃ, না—এসব কি যা তা বলছেন্‌ মিসেস্‌ এল্‌ভিং?

মিসেস এলভিং—হ্যাঁ—হ্যাঁ, এই ভাল! এই ভাল! বাইরের লোকে আমাকে অপবাদ দেয়......আমার কাজের বিচার করে......স্ত্রীর কর্ত্তব্য অবহেলা ক'রেছি বলে আপনিও

আজ আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা ক'রলেন মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌! ভাবছি আপনার ও তাদের সমালোচনার রকমফের কোথায়······

ম্যান্‌ডারস্‌—স্বীকার করছি কোন রকমফের নেই! তারপর?

মিসেস এল—এখন আপনাকে একটা সত্য কথা বলবো মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌। আপনাকে তা একদিন না একদিন বলবো বলে নিজের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ। আপনিই শুধু জানবেন এ কথা······শুধু আপনি······

ম্যানডারস্‌— বলুন!

মিসেস এল—কথাটা হোল······হ্যাঁ, শুনুন তবে······ আমার স্বামী তার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভ্রষ্ট ছিলেন, ব্যভিচারী ছিলেন এবং মারাও গেলেন—

ম্যানডারস্‌—(চেয়ার ধরে) কি বলছেন আপনি!

মিসেস এলভিং—বিয়ে করার আগে তিনি যেমন ভ্রষ্ট ছিলেন, বিয়ের উনিশ বছর পরেও ঠিক তেমনি ছিলেন— জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও যেন তাঁর প্রবৃত্তির ক্ষুধা······

ম্যানডারস্‌—যৌবনে একটু আধটু বাড়াবাড়ি হয়তো তিনি করেছিলেন কিন্তু তা বলে তাঁকে ভ্রষ্ট বলতে পারেন না আপনি!

মিসেস এল—আমার কথা নয় মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌ ডাক্তারের অভিমত—!

ম্যানডারস্—আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—

মিসেস এল—আপনার বুঝবারই বা এমন কি প্রয়োজন !

ম্যানডারস্—কিন্তু আমার যে মাথা কেমন ক'রছে ! আমি যেন আর ভাবতে পারছি না……সমস্ত বিবাহিত জীবন নীরবে শুধু অসহ্য জ্বালা আর দুঃখই ভোগ করেছেন ! শুধুই দুঃখ…… আর কিছু নয়……উঃ !—

মিসেস এল—হ্যাঁ, তাই ; শুধুই জ্বালা আর দুঃখ মিঃ ম্যান্‌ডারস্ আর কিছু নয়……এখন আপনি সবই জানলেন।

ম্যানডারস্—আমি যেন দিশাহারা হ'য়ে যাচ্ছি। বুঝতেই পারছি না কেমন কোরে এ সম্ভব ? কেমন কোরে এসব ব্যাপার লুকানো থাকে !

মিসেস এল—দিনের পর দিন এমনি ভাবে এরি সাথে আমাকে যুদ্ধ ক'রতে হ'য়েছে……অস্‌ওয়াল্ড্ হবার পর মনে হোল হয়তো কিছু পরিবর্ত্তন তাঁর হ'চ্ছে। কিন্তু বেশিদিন সে পরিবর্ত্তন টিকলো না। তারপর··· হ্যাঁ, তারপর হ'তে আমাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাণান্তকর যুদ্ধ করতে হ'য়েছে…… উঃ ! সে কি ভীষণ দিন গেছে আমার জীবনে ! কেউ যেন আমার স্বামীর……আমার সন্তানের জন্মদাতার স্বরূপ বুঝতে না পারে এজন্য ক্রমাগত আমি যুদ্ধ করেছি মিঃ ম্যানডারস্ ! আপনি তো জানেন তাঁর ব্যবহারে কী একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল—বাইরের লোকে তাই তাঁকে ভাল বলেই

জেনেছে, বুঝেছে—এসংসারে এমন অনেক লোক আছে মিঃ ম্যানডারস্‌ যাদের সুনাম সুখ্যাতি দিয়ে তাদের জীবন-গতির আসলরূপ ধরা যায় না! আমার স্বামীও সেই দলেরই একজন। কিন্তু তাহলে মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌ আরও একটা কথা শুনুন ..... এর পরে একদিন যা ঘটলো তা আরও বেশি ঘৃণা ও কলঙ্কের ব্যাপার—

ম্যান্‌ডারস্‌—সে কি! যা বল্‌লেন তার চাইতেও!!

মিসেস্‌ এল—বাড়ীর বাইরে তাঁর গোপন ব্যভিচারকে এতদিন তবুও যাহোক্‌ সহ্য ক'রতে পেরেছি। কিন্তু যখন আমাদেরই ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে কলঙ্কের—

ম্যানডারস্‌—কি ব'ললেন! এখানে? এই বাড়ীতে?—

মিসেস এল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে—আমারই নিজের বাড়ীর চার দেওয়ালের মাঝে ......(ডান দিকের দরজা দেখিয়ে) ঐ যে......ঐ-খাবার ঘরের মাঝে আমি তার প্রথম আভাষ পাই......সেখানে আমি সেদিন কি একটা কাজ করছিলাম—দরজাটা আধখোলা ছিল......আমি শুনতে পেলাম আমাদের ঝি টি ফুলগাছগুলোতে জল দেবার জন্য জল নিয়ে বাগান থেকে সব্‌জীঘরে ঢুকলো—

ম্যান্‌ডারস্‌—তারপর?

মিসেস এল—তারপর...? কিছুক্ষণ পর আমার স্বামীও সেই ঘরে ঢুকলেন শুনতে পেলাম। নীচুস্বরে তিনি তাকে কি

যেন বললেন·······আমি আরও শুনলাম মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌ (একটু হেসে)—ওঃ, সেই কথাগুলো এখনও যেন আমার কাণে বাজছে ·······কী অদ্ভুত, কী মর্ম্মান্তিক কথাগুলো! আমি শুনলাম ·······আমার ঝি ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বল্‌ছে "আমাকে ছেড়ে দিন মিঃ এলভিং, ছেড়ে দিন"।

ম্যানডারস্‌—আশ্চর্য্য! এত হাল্‌কা তিনি! কিন্তু আমার তো মনে হয় মিসেস্‌ এলভিং এ তার ক্ষণিক দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়,—বিশ্বাস করুন!

মিসেস এল—হ্যাঁ, তাই বিশ্বাস ক'রতে হবে বৈকি! জানেন তাদের সেই অবৈধ সংস্পর্শের যা স্বাভাবিক পরিণতি তা-ই হোল·······

ম্যানডারস্‌—(নিথর, নিস্পন্দ হ'য়ে) এসব ঘটলো এই বাড়ীতে? এই বাড়ীর মধ্যে?—

মিসেস এল—হ্যাঁ—এই বাড়ীতেই আমাকে যত জ্বালা ভোগ ক'রতে হ'য়েছে। সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে তাকে বাড়ীতে আটকে রাখবার জন্য দিনের পর দিন তার সাথে একা ঘরে আমি তার পাণাহারের সঙ্গিনী সেজেছি·······আমাকে তার সাথে মদ খেতে হ'য়েছে·······তার অশ্লিল অর্থহীন প্রলাপ শুনতে হ'য়েছে······· তারপর রাত্রিবেলায় জোর ক'রে ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিতে হ'য়েছে—

ম্যানডারস্‌—(কেঁপে উঠে) আপনাকে এসব সহ্য করতে হয়েছে! ওঃ—

মিসেস এল—আমার ছেলে……আমার ছোট্ট অস্‌ওয়াল্‌ডের কথা ভেবে আমি সব সহ্য করেছি। কিন্তু যখন এই চরম অপমান আমার জীবনকে আঘাত করলো……যখন আমারই ঘরের ঝি……তখন আমার সহ্যের সকল বাঁধ যেন ভেঙ্গে গেল। আমি স্থির ক'রলাম আর সহ্য ক'রবো না। সেদিন হ'তে আমি আমার স্বামীর প্রতি—বাড়ীর সকলের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করতে লাগলাম। বুঝতেই পারছেন তাকে সায়েস্তা করবার জন্য আমার হাতে কোন্ গোপন অস্ত্র ছিল…… তাই আমার স্বামী কিছু বলতে সাহস পেতেন না ……সে সময়েই আমি অস্‌ওয়াল্‌ড্‌কে দূরে পাঠিয়ে দিলাম……তার বয়স তখন মাত্র সাত বছর। সে অনেক কিছু লক্ষ্য ক'রতো আর আমাকে প্রশ্ন ক'রতো ……তাও আমি সহ্য করতে পারতাম মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌! কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম এই কলঙ্কিত বাড়ীর কলুষিত আবহাওয়ায় থাকলে অস্‌ওয়াল্‌ডকে আমি মানুষ করতে পারবো না—শুধু এভাবনাই তাকে আমার কাছে হ'তে ঐ অল্প বয়সেই অনেক দূরে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য করেছে মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌……এখন বুঝতে পারছেন তার বাবা জীবিত থাকতে কেন সে এবাড়ীতে আসেনি! কেউ জানে না মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌ এযে আমার কত বড় জ্বালা……কী তীব্র দহন !!

ম্যানডারস্‌—সত্যি! সমস্ত জীবন কী তিক্ত অভিজ্ঞতাই না আপনি লাভ করেছেন!

মিসেস এল—আমার কাজ মিঃ ম্যান্‌ডারস্, আমার কাজই

শুধু আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। না হয় এভাবে জীবনের সাথে যুদ্ধ করতে আমি পারিতাম না·······হ্যাঁ, গর্ব্বকরেই বলিতে পারি জীবনে আমি অনেক কাজই ক'রলাম······· আমাদের সম্পত্তির আর্থিক উন্নতি ও আমার স্বামীর যশ গৌরবের মূলে যা কিছু আয়োজন—আমার স্বামী কি এসব সমস্যা নিয়ে এক দিনেরতরেও মাথা ঘামিয়েছেন ভাবেন!—সমস্ত দিনই তিনি শুয়ে বসে কাটাতেন! তিনি যখন মাতাল হ'য়ে পড়ে থাকতেন এই আমিই তাকে সেবা ক'রতাম······· যখন অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতেন তখন আমিই তাকে সামলাতাম·······

ম্যানডারস্‌—আর এই রকম লোকের জন্যই আপনি স্মৃতি-মন্দির গড়ছেন—!

মিসেস এল—সে আমার ব্যাকুল মনের বহিঃপ্রকাশ মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌—

ম্যানডারস্‌—ব্যাকুল মন? কেন?

মিসেস এল—আমার সর্ব্বদাই কেমন একটা আশঙ্কা হোত এই বুঝি লোকে সত্যটা জেনে ফেল্‌লো। তাই সকল সন্দেহ ও অপবাদ নিঃশেষে থামিয়ে দেবার জন্যই আমি অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠা ক'রলাম·······

ম্যানডারস্‌—আশা করি এব্যাপারে আপনি সফল হবেন মিসেস্‌ এলভিং!

মিসেস এল—স্মৃতি-মন্দির গড়বার আরও একটি সঙ্গত কারণ আছে। আমি চাই না যে আমার ছেলে তার বাবার সম্পত্তির কানা কড়িরও উত্তরাধিকারী হয়—

ম্যানডারস্‌—তাই মিঃ এলভিংএর সম্পত্তি দিয়ে—

মিসেস এল—হ্যাঁ—সমস্ত সম্পত্তি আমি অনাথাশ্রমের নামে দিয়ে দিয়েছি······

ম্যানডারস্‌—এখন বুঝেছি—

মিসেস এল—আমার নিজের যথাসর্ব্বস্ব আমার ছেলে পাবে—

(ডান দিকের দরজা দিয়ে অস্‌ওয়াল্‌ড্‌ ঘরে ঢুকলো—তার টুপী ও কোট খুলে রেখে এসেছে—)

মিসেস এল—ফিরে আসলে যে বাবা !

অস্‌ওয়াল্‌ড্‌—হ্যাঁ ফিরেই এলাম ! এই এক ঘেয়ে বৃষ্টির মধ্যে বাইরে থেকে কি করবো বল ! খাবার এখুনি তৈরী হবে তো ?

(খাবার ঘর থেকে রেজিনা এঘরে এলো······তার হাতে একটি পার্শেল)

রেজিনা—এই পার্শেলটি আপনার নামে এসেছে মা।

(পার্শেলটি মিসেস এলভিংএর হাতে দিল)

মিসেস এলভিং—(ম্যানডারসের দিকে তাকিয়ে) কাল স্মৃতি-সভায় গান গাওয়া হবে তো মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌ ?

ম্যান্‌ডারস্‌—(আন্‌মনে) হুঁ······

রেজিনা—খাবার দেওয়া হয়েছে—

মিসেস এল—বেশ। আমরা এখুনি আসছি—আমি এখন —(পার্শেলটি খুলতে লাগলেন)

রেজিনা—(অস্‌ওয়াল্‌ডের প্রতি) আপনাকে কি এখন বিয়ার দেবো ? সাদা—না—রঙ্গীন ?

অসওয়ালড—দুটোই মিস্ এনগষ্ট্র্যান্ড·······

রেজিনা—আচ্ছা, তাই আনছি মিঃ এল্‌ভিং·······(খাবার ঘরের দিকে চলে গেল—)

অসওয়ালড—আসছি·······আমি তোমাকে বোতলের ছিপি খুলতে সাহায্য করবো·······(অসওয়ালড রেজিনাকে খাবার ঘরে অনুসরণ করলো—দরজাটি আধখোলা রইলো)

মিসেস এল—ঠিক যা ভেবেছি·······। এই যে গানটি মিঃ ম্যানডারস্—

ম্যানডারস—(হাত মুঠো করে) কিন্তু আমি যে ভেবে পাচ্ছি না কাল কি কোরে আমি সভায় বলবো !

মিসেস এল—ওঃ,—তা সব ঠিক হ'য়ে যাবে মিঃ ম্যানডারস্—।

ম্যানডারস্—(নীচুস্বরে) হ্যাঁ লোককে কিছু সন্দেহ ক'রবার সুযোগ দেওয়া হবেনা—

মিসেস এল—(শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে) না, তা দেওয়া হ'তে পারে না·······তাহলে যে এই ভয়াবহ মিলনান্ত নাটকটি মাঠে মারা যাবে ! আসছে কাল চলে গেলে আমি ভাবতে চেষ্টা

করবো আমার মৃত স্বামী কোনদিন এই বাড়ীতে বাস করেননি—। এখানে শুধু থাকবো আমি আর আমার অসওয়ালড্‌ ·· ·· মা আর তার ছেলে—আর কেউ নয় · !

(খাবার ঘরে চেয়ার পড়ে যাবার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল ; তারপর রেজিনাকে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলতে শোনা গেল ; "অসওয়ালড ! তুমি কি পাগল হয়েছ ? আমাকে ছেড়ে দাও—!)

মিসেস এল—(শিউরে উঠে) ওঃ—!!

(তিনি আধখোলা দরজার দিকে পাগলের মত তাকাতে লাগলেন ··· · অসওয়ালডের কাশির শব্দ শুনতে পাওয়া গেল ······তারপর বোতলের ছিপি খোলার শব্দ হোল।)

ম্যানডারস্‌—(উত্তেজিত হ'য়ে) ব্যাপার কি ? কি হ'য়েছে মিসেস এলভিং ? বলুন কি হয়েছে !

মিসেস এল—(ভাঙ্গা গলায়) প্রেতাত্মা ! প্রেতাত্মা !! সব্‌জীঘরের মধ্যে আবারও সেই-ই দুজনে—

ম্যানডারস্‌—কি বলছেন আপনি ? রেজিনা—? সে কি—?

মিসেস এল—হ্যাঁ—আসুন, কিন্তু একটি কথাও নয়—?

(ম্যানডারসের হাত চেপে ধরে মিসেস এলভিং টলতে টলতে খাবার ঘরের দিকে চল্‌লেন·······)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(পূর্ব্বের দৃশ্য। চারিদিক এখনও কুয়াসায় ঢাকা। খাবার ঘর থেকে মিসেস এলভিং ও মিঃ ম্যানডারস্ বেড়িয়ে এলেন········)

মিসেস এল—(দরজার কাছে গিয়ে ডেকে বল্‌লেন) অসওয়ালড, এদিকে আসবে একবার !

অসওয়ালড—না মা, আমি এখন একটু বের হবো ভাবছি—

মিসেস এল—আচ্ছা ! দিনটাতো আগের চেয়ে একটু পরিষ্কারই হয়েছে মনে হচ্ছে········(তিনি খাবার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন·······তারপর হলের দোরের কাছে গিয়ে ডাকলেন) রেজিনা !

রেজিনা—(ভেতর থেকে) মা !

মিসেস এল—নীচে গিয়ে দেখে এসো মালাগুলোর কি হোল········

রেজিনা—যাচ্ছি মা !

(রেজিনা চলে যাওয়াতে মিসেস এলভিং খুসী হলেন মনে হোল। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন········)

ম্যানডারস্—আমাদের কথা অসওয়ালড শুনতে পায়নি তো ?

মিসেস এল—না, দরজাটা তো বন্ধই ছিল ! তাছাড়া, সে তো বের হয়েই গেল········

ম্যানডারস্—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! অদ্ভুত লাগছে······জানেন, আপনার এখানে উপাদেয় খাবার গুলো কিভাবে যে আমি গিল্লাম তা ভেবেই পাচ্ছি না—

মিসেস এল—(অন্তরের উত্তেজনা রোধ করার জন্য ক্রমাগত পায়চারি ক'রতে ক'রতে) আমিও মনে করতে পারছিনা······ ······কিন্তু, বলুনতো কি ক'রবো আমরা? কি করবার আছে আমাদের?

ম্যানডারস্—আমিও যে ভাবছি সেকথা······আমাদের কি করবার আছে বলুন? আমি যে ভেবে পাচ্ছি না······তাছাড়া, এসব ব্যাপারে আমি এত অনভ্যস্ত যে······

মিসেস এল—আমার দৃঢ় ধারণা এখনও তেমন কিছু গড়ায়নি······

ম্যানডারস্—ঈশ্বর না করুণ! কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন—

মিসেস এল—আমি বলছি ওটা অসওয়ালডের নিছক তামাসা ছাড়া আর কিছুই নয়······

ম্যানডারস্—আচ্ছা বেশ, তা না হয় হোল······আমি আবার এসব ব্যাপার বুঝি এত কম!······কিন্তু আমার মতে—

মিসেস এল—এই মুহূর্ত্তে রেজিনার এবাড়া ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত—তাই না?—একথাটা তো দিনের আলোর মতই পরিস্কার!

ম্যানডারস্‌—হ্যাঁ, আমিও তাই বলতে চাই·······

মিসেস এল—কিন্তু কোথায় যাবে সে? যাবার জায়গাই বা তার কোথায়?—আমাদের কি উচিত হবে তাকে—

ম্যান্‌ডারস্‌—কোথায় যাবে?—কেন?— তার বাবার কাছে?

মিসেস এল—কার কাছে যাবে বল্‌লেন?

ম্যানডারস্‌—কেন, তার বাবা······ওঃ, না, হ্যাঁ,—এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যানড্‌ তো তার··· ··কিন্তু কী আশ্চর্য্য! এরকম ব্যাপার কি কোরে সম্ভব মিসেস এলভিং? আমি যে বিশ্বাস করতেই পারছি না······আপনার তো ভুলও হ'তে পারে!

মিসেস এল—দুঃখের বিষয় মিঃ ম্যানডারস্‌, ভুলের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। ভুল নয়······এযে নির্ম্মম সত্য! জোয়ানা আমার কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল······আমার স্বামীও অস্বীকার করতে পারেননি। তাই সমস্ত ব্যাপারটাকে চাপবার জন্যই—

ম্যানডারস্‌—হ্যাঁ, তাছাড়া আর উপায় কি!

মিসেস এল—মেয়েটিকে তৎক্ষণাৎ দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হোল······তার মুখ বন্ধ করবার জন্য উপযুক্ত মূল্যও দেওয়া হোল—শহরে গিয়ে তারপরের ব্যবস্থা অবশ্য সে নিজেই করেছিল·······ছুঁতোর এনগষ্ট্র্যান্‌ডের সাথে তার আগের মরচে পড়া পরিচয়কে সে নতুন ক'রে সেখানে ঝালিয়ে নিল·······আমার তো মনে হয় টাকার প্রলোভন দেখিয়েই

সে তাকে……তারপর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হোল……কেন, আপনি কি ভুলে গেছেন যে তাদের বিয়ে আপনিই দিয়েছিলেন !

ম্যানডারস্—আমি বুঝতেই পারছিনা কি কোরে…… হ্যাঁ, মনে পড়্‌ছে সেদিনের স্মৃতি……এনগষ্ট্র্যানড্ তার বিয়ের আয়োজন করতে এলো আমার কাছে……সে ছিল অনুতপ্ত……তাদের দুজনের অপরাধের জন্য নিজেকেই সে দোষ দিচ্ছিল……

মিসেস এল—কলঙ্কের বোঝা তাকে নিজের ঘাড়েই নিতে হয়েছিল নিশ্চয়ই !

ম্যানডারস্—কী প্রতারণা !! আমার সাথেও !! জ্যাকব এনগ্‌ষ্ট্র্যান্‌ডের কাছ থেকে এরকম ফাঁকি আমি আশা করিনি ! উঃ ! শুধু টাকার বিনিময়ে এরকম জঘন্য বিয়ে……আমি ভাবতে পারিনা আর……তাকে কাছে পেলে বেশ কড়াভাবেই বলবো আমি……আচ্ছা মেয়েটির কাছে কত টাকা ছিল ?—

মিসেস এল—একশ টাকা—

ম্যানডারস্—ভাবুন একবার তুচ্ছ একশ টাকার জন্য একটা ভ্রষ্টা মেয়েমানুষকে বিয়ে করা……

মিসেস এল্—ভাববো কি ! আমার ব্যাপারটাও যে তাই ! একটি লম্পট চরিত্রহীন লোকের সাথে আমাকেও যে বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ হ'তে হয়েছিল।

ম্যানডারস্‌—এসব কি বল্‌ছেন! লম্পট! চরিত্রহীন আপনার স্বামী ?—

মিসেস এল্‌—কেন, আপনি কি মনে করেন তিনি অতি চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন ? জোয়ানার চেয়ে চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি কি খুব বেশি উন্নত ছিলেন ?

ম্যানডারস্‌···না, না, একি বলছেন! এদুটো ব্যাপারে যে দিনরাত্রির ব্যবধান········

মিসেস এল্‌—না তেমন কিছু পার্থক্য নেই মিঃ ম্যানডারস্‌! ········তবে হ্যাঁ, একথা মানতেই হবে যে টাকার প্রশ্ন তুললে এদুটো ব্যাপারে অনেক পার্থক্য, অনেক ব্যবধান আছে বৈকি! কোথায় তুচ্ছ একশ টাকা আর কোথায় একটা গোটা সম্পত্তি—অজস্র ধনদৌলত········!

ম্যানডারস্‌—একেবারে বিভিন্ন দুটো ব্যাপারকে আপনি এমন ক'রে তুলনা করছেন কেন মিসেস্‌ এলভিং? আপনি কি তখন আপনার নিজের মনকে প্রশ্ন করেন নি? আপনার আত্মীয় পরিজনের মতামত গ্রহণ করেন নি ?

মিসেস এল্‌—(তার দিকে না তাকিয়ে) আমার ধারণা ছিল আপনি হয়তো সে সময়ে আমার মনের গতি কোন্‌দিকে ছিল সে কথা বুঝতে পেরেছিলেন।

ম্যানডারস্‌—(রুদ্ধ বিকৃত কণ্ঠে) যদি আমি সেকথা বুঝতেই পারতাম তাহলে প্রতিদিন আপনার স্বামীর বাড়ীতে আমি আসতাম না মিসেস এলভিং········

মিসেস এল্‌—সেকথা থাক·······কিন্তু একথা সত্যি যে আমি আমার বিয়ে ব্যাপারে নিজের মনকে কোনদিন কোন প্রশ্নই করিনি।

ম্যানডারস্‌—কিন্তু আপনার মা, আপনার দুজন মাসী······ আপনার অতি আপন এই সকল আত্মীয়দের মতামত তো নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?

মিসেস এল্‌—হ্যাঁ, তা করেছিলাম বৈকি ! আমার বিয়ের সকল আয়োজন তারা তিনজনেই করেছিলেন·······তিক্ত মনে আজ ভাবি আমার জীবনের এই মর্ম্মান্তিক পরিণতির জন্য তারাই দায়ী······কারণ সেদিন তারাই আমায় রং ফলিয়ে নানাভাবে বুঝিয়েছিলেন এমন ঘরবর উপেক্ষা ক'রলে নির্বুদ্ধিতা করা হবে·······! মা আমার আজ বেঁচে থেকে যদি দেখতে পেতেন কী সুখভোগই না আমি করেছি এবং আজও করছি তাদের একটি ভুলের জন্য !······

ম্যানডারস্‌—না, কাউকেই এজন্য দায়ী করা চলে না······· একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে সামাজিক বিধান অনুযায়ী শাস্ত্রসম্মত ভাবেই আপনাদের বিয়ে হয়েছিল।

মিসেস এল্‌—(জানালার ধারে গিয়ে) আঃ—! শাস্ত্র ! সমাজ ! জানেন, এগুলোই মানুষের জীবনের যত অনর্থ যত দুঃখের মূলে !

ম্যানডারস্‌—এ আপনার কেমন ধারার কথা মিসেস্‌ এলভিং ? ভেবে দেখুন অন্যায় কিনা·······

মিসেস এল্—সে হ'তে পারে·····কিন্তু আমার আর ওসবের প্রতি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা বা মোহ বলতে কিছুই নেই মিঃ ম্যান্‌ডারস্। আমার নিজের সম্মান, নিজের স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখবার জন্যই আমাকে ক্রমাগত যুদ্ধ ক'রতে হ'য়েছে········

ম্যানডারস্—আপনার বক্তব্য কি স্পষ্ট ক'রে বলুন তো !

মিসেস এল্—(জানালার সার্সিতে মৃদু আঘাত ক'রে) আমার স্বামী কি ধারার জীবন যাপন করতেন সেই সত্যটাকে গোপন করা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু, তাছাড়া আমার সমুখে যে আর কোন পথই খোলা ছিল না······ আমার নিজের জন্যই আমায় ওরকম করতে হয়েছিল······আমি বুঝতে পারি আমার ভীরু মনের দুর্ব্বলতাই অবশ্য সেজন্য দায়ী········

ম্যানডারস্—ভীরু মনের দুর্ব্বলতা ?

মিসেস এল্—হ্যাঁ। লোকে সত্যি কথা জানতে পারলে কি বলতো জানেন ?—বলতো—"আহা বেচারা ! স্ত্রী যার ঘরের বার হ'য়ে যায় সে বয়ে যাবে না তো কি !—"

ম্যানডারস্—তাদের সেকথা খুব অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত হোত কি ?—

মিসেস এল—(পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে) আমি যদি সবলা হ'তাম তাহলে আমার কি করা যুক্তিসঙ্গত ছিল শুনবেন ?—তাহলে অসওয়ালডকে আমি বলতাম—"বাছা আমার, তোমার বাবা আজীবন অসংযমী ছিলেন—।"

ম্যানডারস্‌—তাহলে আপনাকে সবলা না বোলে বলতাম দুর্ভাগা……

মিসেস এল্‌—আমি তাকে আরও বলতাম—যেমন কোরে আপনাকে স-ব বলেছি……আগাগোড়া সব ঘটনাই বলতাম তাকে মিঃ ম্যানডারস্‌।

ম্যানডারস্‌—আপনার কথা শুনে আমি দুঃখিত হচ্ছি মিসেস এলভিং!

মিসেস এল্‌—তা জানি, তা জানি মিঃ ম্যানডারস্‌……এসব যখন ভাবি আমিও নিজেকে ধীক্কার দিই…… (জানালার কাছ থেকে সরে এসে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, তখন আমি বড় দুর্ব্বল ছিলাম……

ম্যানডারস্‌—কর্ত্তব্য পালন ক'রে যাওয়াকে আপনি দুর্ব্বলতা বলছেন! সন্তানের কর্ত্তব্য তার বাবা মাকে শ্রদ্ধা করা—ভালবাসা ……সে কথা কি আপনি ভুলে গেলেন?—

মিসেস এল—সন্তানের কি করা উচিত অনুচিত সে কথা ছেড়ে দিন—সাধারণভাবে কিছু বলবেন না মিঃ ম্যানডারস্‌! ……ধরুন, আমার প্রশ্ন, "অসওয়ালডের কি মিঃ এলভিংকে শ্রদ্ধা করা—ভালবাসা উচিত? এবং তা সম্ভব কি না?"—দিন, উত্তর দিন এ প্রশ্নের—

ম্যানডারস্‌—আপনি তো "মা"……আপনার ভিতরকার মায়ের মনকেই এ প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করুন! তারপর,

বলুন, আপনার মায়ের প্রাণ কি চায় ছেলের আদর্শকে ভেঙ্গে চূরমার করে দিতে?

মিসেস এল—কিন্তু যা সত্য তাকে……

ম্যানডারস্—তার আগে ভেবে দেখুন আপনার ছেলের আদর্শ… …

মিসেস এল—আঃ!—কেবল আদর্শ, আদর্শ আর আদর্শ!

ম্যানডারস্—আদর্শকে এরকম তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন না… ‥আদর্শের প্রতিরোধশক্তি বড় ভয়ানক! অসওয়ালডের ব্যাপারটাই ভেবে দেখুন……দুঃখের বিষয় অসওয়ালডের আদর্শ বড্ড বেশি সীমাবদ্ধ……তার বাবাই তার স্মৃতিতে আদর্শের একমাত্র উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে বেঁচে আছেন……

মিসস এল—হ্যাঁ, সেকথা ঠিকই বলেছেন—

ম্যানডারস্—আপনি আপনিই তো আপনার পত্রের মধ্য দিয়ে অসওয়ালডের মনে তার বাবার আদর্শ ও কল্পনাকে এত উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন—তার এই একমাত্র আদর্শের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন শুধু আপনিই মিসেস এলভিং!

মিসেস এল্—হ্যাঁ, সেকথা স্বীকার করছি……কর্ত্তব্য শুধু মাত্র কর্ত্তব্যের তাড়নাই আমাকে এভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল……সমাজ—সংসারের কথা ভেবেই আমি বছরের পর বছর অসওয়ালডের সাথে মিথ্যা অভিনয় চালিয়েছি……উঃ! আমার দুর্ব্বলতাকে ধিক……শতধিক…

ম্যানডারস্—তাহলে দেখুন, আপনিই অসওয়ালডের মনে

একটা মায়া একটামরীচিকার স্বষ্টি ক'রে দিয়েছেন। আজ তাকে অগ্রাহ্য করে ভেঙ্গে দিতে চাইছেন কি বলে?

মিসেস এল—কিন্তু……যেমন করেই হোক রেজিনার সাথে তার সম্পর্ককে আমি আর বেশি দূর অগ্রসর হ'তে দিতে পারি না……আমি চাইনা মিঃ ম্যানডারস্‌ তার জন্য একটা অসহায় মেয়ের এরকম সর্ব্বনাশ—

ম্যানডারস্‌—উঃ! কী ভয়ানক! আমি তো ভাবতেই পারিনা……

মিসেস এল—কিন্তু যদি আমি বুঝতাম অসওয়ালডের এরকম ব্যবহারে সত্যিকারের গভীরতা কিছু আছে……এবং সে খুসী হবে তাহলে—

ম্যানডারস—তাহলে কি?—যা ভাবছেন তা কেমন ক'রে সম্ভব বলুন? আমি তো বুঝি না—

মিসেস এল—কিন্তু……তা কেমন করে সম্ভব? তা যে হ'তে পারেনা……দুঃখের বিষয় রেজিনা তো……

ম্যানডারস্‌—কি যে বলেন আপনি……

মিসেস এল—আমি যদি ওরকম দুর্ব্বল না হ'তাম তাহলে আমি তাকে কি বলতাম জানেন? বলতাম, "তাকে বিয়ে কর অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা কর তোমার খুসী মত……তবে তার মধ্যে যেন কোন ফাঁকি না থাকে…প্রতারণা না থাকে……"

ম্যানডারস্‌—একথা আপনি বোলতেন?—ওঃ……এরকম অস্বাভাবিক অসামাজিক বিয়ের কথা কেউ কি শুনেছে কোন-

দিন ?—অসওয়ালড—রেজিনা·······তাদের মধ্যে বিয়ে·······!!····
····সত্যি কি এ রকম অদ্ভুত কথা আপনি ভেবেছিলেন·······?

মিসেস্‌ এল—অস্বাভাবিক! অদ্ভুত! আচ্ছা মিঃ ম্যানডারস্‌ সত্যি ক'রে অকপটে বলুন তো—এখানে এই আমাদের গ্রামেই এমন অনেক বিয়েই তো হয়েছে যাদের সম্পর্ক ঠিক········

ম্যানডারস্‌—আপনার বক্তব্য বোঝা আমার পক্ষে অসাধ্য মিসেস এলভিং········

মিসেস এল—কিন্তু আপনি ঠিকই বুঝেছেন··· ···

ম্যানডারস্‌—আপনি হয়তো এমন কয়েকটা ব্যাপারের কথাই ভাবছেন যেখানে······সে কথা যাক্‌······সব পরিবারই যে একেবারে কলঙ্ক শূন্য হবে তার কি কথা আছে! কিন্তু আপনি যে ব্যাপারটার ইঙ্গিত ক'রলেন তা কি করে সম্ভব বলুন?
··· ··আপনি 'মা'·······মা হ'য়ে কি কোরে নিজের ছেলেকে······

মিসেস এলভিং—না······আমি তা হ'তে দেব না········
কিছুতেই আমি তা হতে দেব না মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌·······তবে ওকথাটা যে বলছিলাম সে কথার কথা মাত্র!········

ম্যানডারস্‌—আপনি দুর্ব্বল বলেই সে রকম কিছু ঘটতে পারেনি······কিন্তু আমি ভাবছি আপনি যদি দুর্ব্বল না হতেন, সংস্কারের কিছু মাত্র মোহও যদি আপনার না থাকতো তাহলে কি হোত!·····উঃ·······আমি তো ভাবতেই পারি

না এরকম অস্বাভাবিক, অদ্ভুত মিলনের কল্পনাও যে আমি মনে আনতে পারছি না······

মিসেস এল—ওকথা বলবেন না মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌······ভেবে দেখুন আমাদের সকলের জন্ম-ইতিহাস······কে এসব ব্যাপারের জন্য সতিকারের দায়ী ?

ম্যানডারস্‌—আপনার সাথে এবিষয়ে আর আলোচনা করবো না মিসেস এলভিং·······আপনার মনের অবস্থা এখন ঠিক নেই আমি বুঝতে পারছি·······

মিসেস এল—শুনুন তবে মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌ কেন আমার মনের এই বেতালা অবস্থা·······আমার কেবলি মনে হয় কতকগুলি প্রেতাত্মার ছায়া যেন আমাকে সর্ব্বদা অনুসরণ ক'রছে—আমি শতচেষ্টা ক'রেও তাদের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রতে পারছি না·······তাই কেমন একটা ভয়, শঙ্কা আমার ভীরু মনটাকে দিনরাত্রি ঘিরে রয়েছে······

ম্যানডারস্‌—কিসের ছায়া বললেন ?

মিসেস এলভিং—প্রেতাত্মার·······যখন আমি ওখানে রেজিনা আর অসওয়ালডের সাড়া পেলাম আমার মনে হোল আমি যেন আমার চোখের সম্মুখে কতকগুলি প্রেতাত্মার ছায়া দেখছি···· ···মনে হোল আমরা সকলেই যেন এক একটি প্রেতাত্মা ! মিঃ ম্যানডারস ! পুরুষানুক্রমে পাওয়া মৃত পুরাণো কতকগুলি আদর্শ এবং সংস্কারের আবর্জ্জনা আমাদের মনকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে ·······আমরা যেন কোনমতেই এদের কবল থেকে মুক্তি পাচ্ছি

না······আমি যখন কোন খবরের কাগজ পড়তে থাকি আমার মনে হয় যেন প্রতিটি লাইন ও অক্ষরের মধ্য দিয়ে প্রেতাত্মারা কেবলি উঁকি ঝুঁকি মারছে······সমস্ত জগতে যেন তাদের অসংখ্য নিঃশব্দ পদ-সঞ্চার! তাই এতটুকু আলোর পরশও আমরা যেন সহ্য করতে পারছি না মিঃ ম্যানডারস্‌········

ম্যান্‌ডারস্‌—ওঃ! এ ধারার ভাবনা আপনার পড়ার ফল মিসেস্‌ এলভিং······এসব বাজে অনিষ্টকারী ও অশাস্ত্রীয় সাহিত্য পড়ে কী সুন্দর ফলই না আপনি লাভ করেছেন দেখুন······!

মিসেস এল—ভুল······এ আপনার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা মিঃ ম্যানডারস্‌······আপনি·· ···আপনিই তো আমাকে ভাবতে শিখিয়েছেন এবং এজন্য আপনার প্রতি আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ······

ম্যানডারস্‌—আমি!! আমি আপনাকে ভাবতে শিখিয়েছি?

মিসেস এল—হ্যাঁ······আপনার মতে যাকে কর্তব্য বলে তারই যূপকাষ্ঠে নিজেকে বিলিয়ে দিতে আপনিই আমাকে বাধ্য করেছিলেন······যে 'অন্যায় ও কলঙ্কের বিরুদ্ধে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল সেই অন্যায় ও কলঙ্ককে আজীবন সহ্য করে সামাজিক কর্তব্যের দাবী মিটিয়ে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দেবার উপদেশ আপনিই আমাকে দিয়েছিলেন মিঃ ম্যানডারস্‌ এবং আপনার এধারার উপদেশই আমাকে

ভাবতে শিখিয়েছে……কঠোর সমালোচকের দৃষ্টি দিয়েছে……
আমি শুধু একটি রহস্যেরই জটিলতা দূর করতে চেয়েছিলাম
এবং যখন সকল জটিলতা দূর হ'য়ে রহস্যটি সহজ সরল হ'য়ে
এলো আমার চোখে তখন সমস্ত গাঁথুনিটাই ভেঙ্গে চূরমার
হয়ে গেল মিঃ ম্যানডারস……আমি এক নিমেষেই বুঝলাম সমস্ত
গাঁথুনিটার ভিত্তি নিছক কৃত্রিমতার ওপর……যান্ত্রিকতার
ওপর……

ম্যানডারস্‌—(কোমল স্বরেভাবাবেগে) আমার জীবনের
সবচেয়ে কঠোর সংগ্রামের এই কি পরিণাম? ওঃ……

মিসেস এল—শুধু তাই নয়! এ আপনার জীবনের সব-
চেয়ে বড় পরাজয় মিঃ ম্যানডারস্‌……

ম্যানডারস্‌—না…না…হেলেন…এ যে আমার জীবনের
সবচেয়ে বড় জয়…নিজের ওপর কত বড় জয় তা তুমি কেমন
ক'রে বুঝবে……

মিসেস এল্‌—কিন্তু তার ফল আজ এই যে আমরা দুজনেই
দুজনের ওপর অন্যায় করেছি……ভুল ক'রে দুজনে দুজনের
ক্ষতিই করেছি……

ম্যানডারস্‌—অন্যায়? ভুল? ক্ষতি?—এসব কি
বলছো? মনে পড়ে সেদিনের কথা……পাগলের মত বিভ্রান্ত
হ'য়ে তুমি আমার কাছে এলে……চোখে তোমার অজস্র জলের
ধারা……তুমি বল্‌লে, "আমি এসেছি……আমায় তুমি নাও!"
……আমি তখন তোমাকে তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে

বাধ্য করেছিলাম·······তোমার বিভ্রান্ত মনকে কর্ত্তব্য-পথের সন্ধান দিয়েছিলাম·······বল হেলেন, বল সে-ই কি আমার ভুল·······অন্যায় ? সত্যিই কি আমি ক্ষতি করেছি······

মিসেস এল—হ্যাঁ······

ম্যানডারস্‌—আমরা পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে ভুল করেছি ?······

মিসেস এলভিং—শুধু এখন নয়······সব ব্যাপারেই আমরা পরস্পরকে বুঝতে ভুল করেছি······

ম্যানডারস্‌—আমি তো কখনও এমন কি আমার নিভৃত মনের একান্ত গোপন কল্পনাতেও তোমাকে অন্যের স্ত্রী ছাড়া আর কিছুই ভাবিনি······ভাবতে পারিনি !

মিসেস এল—আপনার একথার সত্যতা কতখানি তা আপনার মনকেই প্রশ্ন করুন—

ম্যানডারস—হেলেন—!

মিসেস এল—হ্যাঁ···হ্যাঁ···জানি···আমি জানি মানুষ এমনি করেই এত সহজে তার হৃদয়াবেগের কথা নিঃশেষে ভুলে যায়···

ম্যানডারস্‌—কিন্তু আমি আগে যেমন ছিলাম আজও তেমনি আছি·······কোন পরিবর্ত্তনই তো—

মিসেস এল—আচ্ছা·······আচ্ছা·······তা-ই না হয় আমি মেনে নিচ্ছি·······কিন্তু পুরাণো দিনের পুরাণো কথা এখন থাক্‌·······আর নয়·······অসংখ্য সভাসমিতি আর অফুরন্ত কাজের দাবীতে আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত এখন কর্ম্মব্যস্ত·······

আর আমি·······!! আমার একেলা মনের ভেতরে ও বাইরে রাত্রিদিন প্রেতাত্মার যে বিভীষিকার সাথে কী সে প্রাণান্তকর যুদ্ধ········!!

ম্যানডারস্—আমি তোমাকে···ওঃ না·······আপনাকে এই মর্ম্মান্তিক যুদ্ধের অশান্তি থেকে উদ্ধার ক'রবার জন্য আমরা চেষ্টা করতে চাই·······আজ আপনার কাছ থেকে যা শুনলাম তারপর আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও একটি অসহায় যুবতী মেয়েকে আপনার বাড়ীতে থাকতে দিতে আমি রাজী নই······· জেনেশুনে এরকম—

মিসেস এল—উপযুক্ত ঘরে বরে বিয়ে দিয়ে রেজিনার জীবনটাকে সুস্থির করে দেওয়াই কি এখন আমাদের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য নয় ?—

ম্যানডারস্—নিশ্চয়ই·······সে-ই তো সবচেয়ে ভাল হবে তার পক্ষে·······রেজিনার বয়স এখন·······নাঃ···আমি আবার এসব ব্যাপারে ঠিক আন্দাজ করতে পারি না·······কিন্তু—

মিসেস এল—রেজিনা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গেছে·······

ম্যানডারস্—হ্যাঁ·······তাইতো দেখছি·······কিন্তু কিছুদিনের জন্য অন্তুতঃ তাকে একবার নিজের বাড়ীতে যেতেই হ'চ্ছে······· বাবার কাছে সে·······ওঃ না···এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যানড তো তার বাবা নয়··· ···ওঃ ! এতবড় সত্যটাকে সে কেমন করে আমার কাছে গোপন ক'রতে পারলো·······!!

(হলঘরের দোরে কড়া নাড়ার শব্দ হোল)

মিসেস এল—কে আসলো আবার ? ভেতরে এসো·······

(দোরগোড়ায় এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌কে দেখা—গেল পরণে তার রবিবারের পোষাক·······)

এন্‌গ্‌—ক্ষমা চাইচি আমি·······কিন্তু—

ম্যানডারস—কে ?

মিসেস এল—এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌ ? তুমি ?······

এন্‌গ্‌—বাইরে কাউকে দেখতে পেলাম না তাই আমি নিজেই দোরের কড়া নাড়তে বাধ্য হ'য়েছি······সেজন্যই ক্ষমা···

মিসেস এল—না···না···তাতে কি হয়েছে······ভেতরে এসো······আমার সাথে কোন কথা বলতে চাও ? –

এন্‌গ্‌—(ভেতরে এসে) না······ধন্যবাদ আপনাকে মা ······আমি মিঃ ম্যানডারসের সাথে কিছুক্ষণের জন্য কথা বলতে চাই·····

ম্যানডারস্‌—(পায়চারি করতে করতে) অ্যাঁ !!—তুমি !! তুমি আমার সাথে কথা বলতে চাও ?

এন্‌গ্‌—হ্যাঁ স্যার !······আপনাকে যে আমার বড় দরকার !

ম্যানডারস্‌—(তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা বেশ বল, কি তোমার দরকার······কি তুমি চাও ?······

এন্‌গ্‌—হ্যাঁ বলছি মিঃ ম্যানডারস্‌ ! অনাথাশ্রমের কাজ তো শেষ হয়ে গেল······আর কি এবার তো আমাকে বিদায় নিতে হ'চ্ছে তাই বলছি কি আজ সন্ধ্যেবেলায় সবাই মিলে

খানিকক্ষণ প্রার্থনা করলে বেশ হয়···· আমার তো তাই ইচ্ছে ······আপনি কি বলেন ?—

ম্যানডারস্‌—প্রার্থনা ?—এই অনাথাশ্রমে ? আজ সন্ধ্যে-বেলায় ?—

এন্‌গ্‌—হ্যাঁ স্যার······তাইতো বলছি······তবে আপনার যদি কোন অমত থাকে তো—

ম্যানডারস্‌—ওঃ না প্রার্থনা নিশ্চয়ই হবে কিন্তু--

এন্‌গ্‌—প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় সামান্য একটু প্রার্থনা করার অভ্যাস আমি করেছি মিঃ ম্যানডারস্‌ !

মিসেস এল—তাই নাকি ?

এন্‌গ্‌—হ্যাঁ মা চরিত্রের উন্নতির জন্য একটু আধটু ধর্ম্ম-চর্চ্চা করছি আরকি !···কিন্তু আমি তো একটা নগণ্য লোক পাপী-তাপী মানুষ ধর্ম্ম-চর্চ্চা ক'রে কতটুকুই বা লাভ ক'রলাম ······তাই ভাবছিলাম কি সৌভাগ্যক্রমে মিঃ ম্যানডারস্‌ যখন এখানে উপস্থিত আছেন তখন সম্ভবতঃ তিনিই—

ম্যানডারস্‌—শোন এন্‌গষ্ট্র্যান্‌ড······আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। প্রার্থনার আয়োজন তো ক'রতে চাইছ কিন্তু মনটা তোমার সুস্থির আছে তো ? তোমার বিবেক বিকারহীন এবং স্বচ্ছ আছে তো এন্‌গ্‌ষ্ট্যান্‌ড ?

এন্‌গ্‌—আমার মত পাপীকে ভগবান দয়া করুন। কিন্তু

বিবেকের কোন বালাই যার নেই তার বিবেক সম্বন্ধে ঘটা করে আলোচনা ক'রতে যাওয়ার মানে—

ম্যানডারস্‌—কিন্তু এবিষয়ে আলোচনা আমাদের করতেই হবে—সেকথা যাক্‌……এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তুমি—

এন্‌গ্‌—কি বলবো? আমার বিবেকের কথা?—হ্যাঁ, সেটা মাঝে মাঝে একটু আধটু বিগ্‌ড়ে তো যায়-ই……

ম্যানডারস্‌—সে কথা তো তুমি সর্ব্বদাই আমার কাছে স্বীকার ক'রেছ……কিন্তু এখন অকপটে একটা সত্যি কথা বলতো এন্‌গ্‌ষ্ট্যান্‌ড, রেজিনার সাথে তোমার সম্পর্কটা কি ধরণের?—

মিসেস এলভিং—(ব্যাগ্র কণ্ঠে) মিঃ ম্যানডারস!

ম্যানডারস্‌—(সান্ত্বনার স্বরে) এত চঞ্চল হবেন না…… যা ক'রবার আমিই ক'রছি……

এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌—রেজিনার সাথে আমার কি সম্পর্ক?— হাঃ ভগবান, এরকম প্রশ্ন ক'রে আমাকে যে আপনি ঘাব্‌ড়িয়ে দিচ্ছেন! (মিসেস এলভিংয়ের দিকে তাকিয়ে) রেজিনার কোন অসুখ বিসুখ করেনি তো?—রেজিনা ভাল আছে তো?—

ম্যানডারস্‌—হ্যাঁ……সে বেশ ভালই আছে……কিন্তু আমি যা জানতে চাইছি তাই বল……আমি জানতে চাই তার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? তার বাপ বলেই তো নিজের পরিচয় দাও……তাই না?—

এন্‌গ্‌--(চঞ্চল হয়ে) অ্যাঁ······হ্যাঁ···কেন······আপনাকে তো বলেছি বেচারী জোয়ানা আর আমার মধ্যে কি ঘটেছিল······

ম্যানডারস্‌—হ্যাঁ তা বলেছ কিন্তু সে শুধু সত্যকে যথেচ্ছ বিকৃত ক'রেই বলেছ ······কাজ ছেড়ে চলে যাবার আগে তোমার মৃত স্ত্রী মিসেস এলভিংয়ের কাছে সব কথাই স্বীকার করে গিয়েছিল ··· ···

এন্‌গ্‌—কি বললেন ! আপনি কি বলতে চান যে সে······ তাহলে সব কথাই সে স্বীকার করে গিয়েছে·······? অ্যাঁ·······!!

ম্যানডারস্‌—তাহলে বুঝতেই পারছ এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌ সব কথাই ফেঁসে গেছে·······

এন্‌গ্‌—কিন্তু ······ সে তো আমার কাছে দিব্যি করেছিল যে······

ম্যানডারস্‌—তাই নাকি ! দিব্যিও করেছিল ?—

এন্‌গ্‌—হ্যাঁ ······না·······তেমন কিছু নয়······তবে······· তবে আমাকে সে কথা দিয়েছিল যে·······তা মেয়েরা এমন অনেক কথাই দিয়ে থাকে·······

ম্যানডারস্‌—আর তুমি এত বছর ধরে আমার কাছ থেকে সত্য গোপন ক'রে রাখলে !·······তোমাকে আমি সর্ব্বান্তকরণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছি আর সে-ই তুমিই আমাকে এভাবে ফাঁকি দিলে এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌·······!!

এন্‌গ্‌—দুঃখের সাথে আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি মিঃ ম্যানডারস!

ম্যানডারস্‌—কিন্তু তুমিই একবার ভেবে দেখ এন্‌গ্‌-ষ্ট্র্যান্‌ড্‌ আমার সাথে এরকম মিথ্যাচরণ করা কি তোমার উচিত হয়েছে?—বিপদে বা কোন অসুবিধায় পড়ে যখনি তুমি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছ কথায় ও কাজে যতটা আমার সাধ্য হ'য়েছে তোমাকে আমি সাহায্য করেছি……তুমিই বলো একথা সত্যি কিনা?

এন্‌গ্‌—হ্যাঁ সত্যি! অনেকবার এমনও হ'য়েছে যে আপনার সাহায্য না পেলে আমি হয়তো শেষ হয়েই যেতাম……

ম্যানডারস্‌—তারই প্রতিদান এমনি ক'রে দিচ্ছ তুমি! আমার সাথে তুমি মিথ্যাচরণ ক'রেছ বলেই আমাকেও চার্চ্চের রেজিষ্টারী বইতে মিথ্যা বিবরণ লিখতে হ'য়েছে……এমনি ক'রে তুমি আমার প্রতি ও তোমার বিবেকের প্রতি অন্যায়াচরণ ক'রেছ……তোমার এরকম আচরণের কোন ক্ষমা নেই এন্‌গ্‌-ষ্ট্র্যানড্‌ এবং আজ থেকে তোমার আমার সকল সম্পর্ক এই-খানেই শেষ হোল……বুঝলে?

এন্‌গ্‌—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হ্যাঁ বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছি কি বলছেন আপনি!

ম্যানডারস্‌—তোমার কাজের কোন যুক্তি সঙ্গত কৈফিয়ৎ দিতে পার? আছে কিছু বলিবার?

এন্‌গ্‌—আচ্ছা একটা কথার উত্তর দিন্‌ তো……!!

সেই বেচারী অসহায়া মেয়েটি পথে পথে ঘুরে কলঙ্কের বোঝা ব'য়ে বেড়াইলেই বোধ হয় বেশ ভাল হোত? আচ্ছা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও হ'লে একবার ভাবুন তো আমার জোয়ানা বেচারীর মত যদি আপনিও সেরকম দুরবস্থায় পড়তেন তাহলে—

ম্যানডারস্‌—আমি! জোয়ানার মত অবস্থায়!!

এন্‌গ্‌—ওহো! তাইতো……না, না, আমি কিন্তু ঠিক জোয়ানার মত অবস্থার কথাই বলছি না……আমি বলছি ধরুন কোন কারণে সমস্ত জগতের চোখে আপনি হেয় হ'য়ে গেলেন তাহলে……সে যাক্‌……আমার কথা হ'চ্ছে নিরুপায় কোন মেয়েকে নির্ম্মমভাবে বিচার করাটা আমাদের উচিত নয় মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌।

ম্যান্‌ডারস্‌—না আমি তো তাকে বিচার ক'রতে বসিনি! ……তোমাকেই আমি দোষ দিচ্ছি……

এন্‌গ্‌—যদি অনুমতি দেন তো আপনাকে একটি ছোট্ট প্রশ্ন ক'রবো মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌—

ম্যান্‌ডারস্‌—বেশ তো,প্রশ্ন কর……

এন্‌গ্‌—আপনিই কি বলেননি যে কলঙ্কের পাঁক থেকে পতিতাকে উদ্ধার করাই মানুষের কাজ—মানুষের কর্ত্তব্য?

ম্যান্‌ডারস্‌—হ্যাঁ—সে তো ঠিকই!

এন্‌গ্‌—মনে পড়ছে সেসব দিনের কথা……সেই ইংরেজটির কাছ থেকে …কে জানে সে হয়তো একজন আমেরিকান বা

রাশিয়ানও হ'তে পারে······সে যা হোক্‌ সেই বিদেশী লোকটির কাছ থেকে চরম দুর্ভাগ্য আর কলঙ্কের বোঝা নিয়ে জোয়ানা তো শহরে ফিরে এলো ! তখন ছিল তার ভরা যৌবন—রঙ্গীন দৃষ্টি······তাই সুদর্শন পুরুষদের প্রতিই ছিল তার আকর্ষণ !······ আমার আন্তরিক প্রস্তাবকেও তাই সে কতবার বিমুখ করেছিল কারণ আমি তো দেখতে সুন্দর ছিলাম না······আমার এই খোঁড়া পা'টি-ই ছিল আমার দুর্ভাগ্যের প্রতীক্‌······আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে স্যার 'নাচ-ঘরে কতকগুলো মাতাল আর অসংযমী নাবিকদের অকথ্য দাপাদাপি ও জঘণ্য হৈ হল্লা শান্ত ক'রতে গিয়ে কিভাবে আমাকে—

মিসেস এলভিং—(জানালার কাছে গিয়ে কাশতে লাগলেন) আঃ !—

ম্যান্‌ডারস্‌—হ্যাঁ সেসব ব্যাপার আমার মনে আছে এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌। আমি জানি মাতাল বদমাসগুলো তোমাকে ধাক্কা দিয়ে নীচের তলায় ফেলে দিয়েছিল—এবং সেজন্যই পাটি। তুমি আমাকে এই ঘটনা একদিন বলেছিলে। আমি তো বলি এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড তোমার এই ভাঙ্গা পা তোমাকে শুধু যন্ত্রনাই দেয়নি গৌরবও দিয়েছে !

এন্‌গ্‌—না স্যার, আমি কোন গৌরবের দাবী ক'রতে চাইনা—কিন্তু আপনাকে আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম······হ্যাঁ শুনুন তারপর সে তো নিরুপায় হ'য়ে আমার কাছে এলো······ অশ্রু-রুদ্ধকণ্ঠে আমাকে সব কথা খুলে বললে ! তার সব কথা,

শুনে আমার মন গলে গেল ! নিজেকে আর আমি সাম্‌লাতে পারলাম না মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌।

ম্যান্‌ডারস্‌—ওঃ……আচ্ছা তারপর ?—

এন্‌গ্‌—তারপর ?—হ্যাঁ……তারপর আমি তাকে বল্‌লাম, "আমেরিকানটি এখানে থাকতে আসেনি' আবার সে সমুদ্রে পাড়ি জমাবে—কিন্তু তোমার অবস্থাটা কি হবে জোয়ানা ? পাপের পথে নেমে এসে আজ তুমি পতিতা ! কিন্তু তোমার সামনে জেকব এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌ তার সবল দুটি পায়ে ভর দিয়ে এই যে দাঁড়িয়ে আছে !……আর কেউ না হোক্‌। সে-ই তোমাকে গ্রহণ ক'রবে জোয়ানা"—বুঝতেই পারছেন মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌—"সবল দুটি পায়ে ভর দিয়ে"—এই কথাটি আমি শুধু রূপক হিসেবেই ব্যবহার ক'রেছি মাত্র—এর সত্যতা কতখানি তা তো আপনি—

ম্যান্‌ডারস্‌—হ্যাঁ তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি—বলে যাও……

এন্‌গ—তারপর আর কি ! আমি তাকে ধর্ম্মমতে বিয়ে ক'রলাম—সামাজিক সম্মান দিলাম !……বিদেশীর সাথে তার অবৈধ সম্পর্কের ঘৃণ্য পরিণামের কথা লোকে যাতে না জানতে পারে তারই জন্য আমি তাকে—

ম্যানডারস্‌—নাঃ তোমার এই কাজের কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা করা চলে না ! ভালই ক'রেছ……মানুষের

কর্ত্তব্যই ক'রেছ......কিন্তু বিনিময়ে তার কাছ থেকে তুমি টাকা নিলে কেন এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌? বল, কি তোমার যুক্তি ?—

এনগ্—টাকা? আমি নিয়েছি! বলেন কি! একটি কানা কড়িও তো আমি নিইনি!

ম্যানডারস্—(মিসেস এলভিংয়ের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে) কিন্তু—

এনগ্—ওঃ......হ্যাঁ—ঠিক ঠিক মনে পড়েছে আমার! জোয়ানা সামান্য কয়েকটি টাকা আমাকে দিতে চেয়েছিল "আমি ঘৃণাভরে ব'লেছিলাম, ছিঃ ছিঃ এটাকা তো তোমার পাপ কার্য্যের মূল্য—আমি কেন নেব এটাকা! তার চেয়ে এসো সেই অমানুষ আমেরিকানটির মুখের ওপর টাকাগুলো ছুড়ে দেওয়া যাক্—" কিন্তু তা আর হোল কৈ! আমেরিকানটি একদিন ঝড়ের রাতের অন্ধকারে পাড়ি দিয়ে কোথায় যে চলে গেল তা কে জানে !!

ম্যানডারস্—তারপর......তারপর কি হোল ?—

এন্‌গ্—জোয়ানা আর আমি তখন ঠিক ক'রলাম টাকাটা শিশুটির ভরণপোষণের জন্যই খরচ করা হবে এবং তাই করা হোল। আমি সেই খরচের প্রতিটি পাই পয়সার হিসাব দেখাতে পারি—

ম্যানডারস্—তাহলে সমস্ত ব্যাপারটারই তো রং বদলে গেল দেখছি!

এন্‌গ্—আপনাকে আমি হলপ ক'রে বলতে পারি স্যার

রেজিনার সাথে স্নেহময় পিতার মত ব্যবহার ক'রতে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ! হয়তো সম্পূর্ণ সফল হ'তে পারিনি ·····হয়তো স্নেহময় পিতার অভিনয় করতে গিয়ে দু'এক সময় একটু আধটু ভুলচুক্ হ'য়ে গেছে—কি করবো বলুন ! আমিও তো রক্ত মাংসের মানুষ······অন্যায় যদি কিছু হয়েই থাকে—

ম্যানডারস্—এসব কেন ব'লছো এন্‌গ্‌ষ্ট্রানড ? চুপ কর—

এন্‌গ্—না ! আরও শুনুন ···শিশুটিকে আমিই বড় ক'রে তুলেছি······জোয়ানাকে যত্ন করেছি······ভালবেসেছি। বাইবেলে বর্ণিত আদর্শ স্বামীর মত আমি আমার কর্ত্তব্য যথাসাধ্য পালন করেছি······তবুও একদিনের তরেও আমার মনে হয়নি স্যার আপনার কাছে গিয়ে এসব কথা বলে গৌরব ও সম্মান দাবী করবো······জগতের চোখে নিজেকে বড় ব'লে জাহির করবো······এক মুহূর্ত্তের জন্যও তো এ ধারার চিন্তা আমার মনে স্থান পায় নি ! কারণ আমি ভালই জানি আমি যা করেছি তা অতি সামান্য মানুষ হ'য়ে মানুষের কর্ত্তব্যই শুধু করেছি······সেজন্য গলা ফাটিয়ে গৌরব দাবী করবো কেন ? আপনার কাছে এসব কথা বলতে সর্ব্বদাই আমার কেমন বাঁধ বাঁধ ঠেকেছে······মনে হয়েছে তাহলে যেন বড় ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হবে। কারণ কিছু আগেও বলেছি—এখনও আবার বলছি মিঃ ম্যানডারস্, বিবেক অনেক সময়েই আমাদের ওপর বড় নির্ম্মম অবিচার করে······

ম্যানডারস্—আমার হাতে হাত মেলাও জেকব এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যানড্!

এন্‌গ্—না.........না.........সে আবার কি! ওসব আমি পছন্দ করিনা!

ম্যানডারস্—বারে! না কেন? (তার হাত নিজের হাতের মুঠোয় ধরে) এইতো বেশ!

এন্‌গ্—আমি বিনীতভাবে আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি মিঃ ম্যানডারস্.........

ম্যানডারস্—তুমি ক্ষমা চাইছ?—বারে তুমি কেন ক্ষমা চাইবে? আমাকেই যে বরং তোমায় কাছে ক্ষমা চাইতে হচ্ছে—

এন্‌গ্—আঃ! না.........না.........কেন আমাকে এভাবে লজ্জা দিচ্ছেন স্যার?.......

ম্যানডারস্—হ্যাঁ সত্যিই তোমার কাছে আমি সর্ব্বান্তঃ-করণে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রছি এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যানড! তোমার ওপর যে আমি বড় অবিচার ক'রেছিলাম.......তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম সেজন্য আমি এখন বড় অনুতপ্ত.......তোমার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাকে প্রমাণ করবার জন্য আমি যদি তোমার কোন কাজে লাগতে পারি তাহলে—

এন্‌গ্—তাহলে কি স্যার?—

ম্যানডারস্—তাহলে আমি অত্যন্ত সুখী হবো.......আনন্দ পাবো! অনুতপ্ত মন আমার অনেক শান্তি পাবে!

এন্‌গ্‌—সত্যি কথা বল্‌তে কি আপনি এখনি আমার একটা উপকার ক'রতে পারেন—এখানে অনাথাশ্রমের কাজ ক'রে আমি যে টাকা জমিয়েছি তাই দিয়ে এই শহরের ওপর একটা "নাবিকাবাস" তৈরী ক'রবো ভেবেছি·······

মিসেস এল্‌—তুমি ? "নাবিকাবাস" তৈরী ক'রবে ?—

এন্‌গ্‌—হ্যাঁ·······এই·······নাবিকদের জন্য একটা ছোট খাট আস্তানার মত আরকি ! নাবিকদের ভবঘুরে জীবন-পথে কত রকমারি লোভ তা মোহ ও নেশা ছড়িয়ে আছে······ কিন্তু আমার কি ইচ্ছে জানেন ? আমার আশ্রয়ে এলে তারা অপত্য-স্নেহ এবং প্রীতির ছোঁয়াচ পেয়ে ক্ষণিকের জন্য হ'লেও জীবনের একটা নতুন দিকের সন্ধান জেনে যাবে—

ম্যানডারস্‌—এ বিষয়ে আপনার কি মত মিসেস এল্‌ভিং ?

এন্‌গ্‌—আমি জানি কাজটা স্বরু করবার জন্য যথেষ্ট অর্থের সংস্থান আমার নেই কিন্তু পরম করুণাময় ঈশ্বরের দয়া হ'লে এবং এ সময়ে কারও আন্তরিক সাহায্য ও সমর্থন পেলে নিশ্চয়ই আমি—

ম্যানডারস—সে তো নিশ্চয়ই······এ বিষয়ে পরে সবিস্তারে আলোচনা ক'রবো আমরা—কেমন ?······তোমার পরিকল্পনাটি বাস্তবিকই আমার খুব মনে ধরেছে······কিন্তু এখন তুমি অনাথাশ্রমে যাওতো······সব গুছিয়ে পরিস্কার ক'রে রাখ গে··· আলোগুলো জেলে দাও তারপর আমরা সবাই যাচ্ছি······ সবাই একত্রে ব'সে খানিকক্ষণ প্রার্থনা ক'রবো। কারণ এখন

আমার আর বুঝতে বাকি নেই যে তোমার মনটা বেশ সুস্থিরই আছে……

এন্‌গ্‌—হ্যাঁ স্যার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই……আচ্ছা এখন চলি তাহলে……মিসেস এল্‌ভিং আপনার সকল প্রকার দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি—আপনার প্রতি আমি আজীবন কৃতজ্ঞ রইলাম! আমার হ'য়ে আপনিই রেজিনাকে আদর যত্ন ক'রবেন তা ভালবাসবেন (চোখের জল সংবরণ ক'রে) বেচারী জোয়ানার সন্তান সে…… কিন্তু কী আশ্চর্য্য আমার জীবন ও মনের সাথেও যে সে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে! আজ আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি আমার জীবন ও মনের কতখানি স্থান সে জুড়ে আছে—(নমস্কার করে বেড়িয়ে গেল)

ম্যানডারস্‌—এখন বলুন মিসেস্‌ এল্‌ভিং এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যানড্‌ সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?—সে যা ব'লে গেল তাতে তো সমস্ত ব্যাপারটারই রং বদলে গেল!

মিসেস এল্‌—হ্যাঁ—তা তো বুঝতেই পারছি!

ম্যানডারস্‌—তাহলেই ভেবে দেখুন মিসেস এল্‌ভিং মানুষকে দোষ দেবার আগে আমাদের কতদিক্‌ ভেবে চিন্তে দেখা উচিত। কিছু না ভেবে তা সঠিক না জেনে কাউকে কোন অপবাদ দেওয়া কত অন্যায়! অবশ্য এমন লোকেরও তো অভাব নেই এ সংসারে যারা অন্যকে ভুল ক'রতে দেখে, দোষ ক'রতে দেখে, কেমন আনন্দ পায়—সুখী হয়—তাই না?

মিসেস এল্‌—আমি কি ভাবছি জানেন? আমি ভাবছি আপনি বুড়ো হ'য়েও সেই শিশুটির মতই র'য়ে গেলেন আজীবন—

ম্যানডারস্‌—অ্যাঁঃ!—

মিসেস এল্‌—(ম্যানডারসের কাঁধে হাত রেখে) এই মুহূর্ত্তে আমার কি ইচ্ছে করে শুনবেন?—ইচ্ছে করে আদর ক'রে আপনাকে আমি আমার একান্ত কাছে জড়িয়ে ধরি!

ম্যানডারস্‌—(তাড়াতাড়ি দূরে সরে গিয়ে) না—না সে কী কথা! কী সর্ব্বনেশে ইচ্ছে!!

মিসেস এল্‌—(মৃদু হেসে) আঃ! আমাকে এত ভয় আপনার?—না—না ভয় পাবেন না!

ম্যানডারস্‌—(টেবিলটির পাশে দাঁড়িয়ে) মাঝে মাঝে কী যে হয় আপনার! নিজেকে এমন অদ্ভুতভাবে প্রকাশ করে ফেলেন······যাক্‌······এখন আমি এই কাগজপত্রগুলি একত্র করে ব্যাগটার মধ্যে রাখি (তাই ক'রে) ঠিক আছে সব······আচ্ছা এখন তাহলে আসি! অসওয়ালড ফিরে আসলে তার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন যেন—আমি শীঘ্রই আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসছি—

(টুপীটি হাতে নিয়ে তিনি হলঘরের দরজা দিয়ে বেড়িয়ে গেলেন। মিসেস এলভিং দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালার বাইরে তাকালেন! তারপর ঘরের দুএকটি জিনিষ গুছিয়ে রেখে খাবার ঘরের দিকে এগোলেন······খাবার ঘরের দোর গোড়ায়

এসে আচম্‌কা থেমে গিয়ে তিনি চাপাস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন)

মিসেস এল্—অসওয়ালড ! একি ! তুমি এখনও টেবিলের কাছে বসে আছ ?

অসওয়ালড—(খাবার ঘরের ভেতর থেকে) হ্যাঁ, আমি বসে বসে শুধু সিগার শেষ করছি !

মিসেস এল্—আমি ভেবেছি তুমি নিশ্চয়ই বেড়াতে বের হ'য়েছ !

অসওয়ালড—(ঘরের মধ্য থেকে) এই বিশ্রী আবহাওয়ায় ? (গ্লাসের ঝন্‌ঝনি শব্দ শোনা গেল—মিসেস এল্ দরজাটি খুলে দিয়ে সেলাই হাতে নিয়ে জানালার ধারের একটি কৌচে বসলেন) এই মাত্র কেউ বেড়িয়ে গেলেন না ? মিঃ ম্যান-ডারস্ নিশ্চয়ই !

মিসেস এল্—হ্যাঁ ! তিনি একবার অনাথাশ্রমের দিকে গেলেন—

অসওয়ালড—ওঃ ! (গ্লাস ও বোতলের ঝন্‌ঝন শব্দ শোনা গেল আবার)

মিসেস এল্—(ব্যাকুল স্বরে) অসওয়ালড তা লক্ষ্মী ছেলে আমার ! দোহাই তোর আর খাস্‌নি ওগুলো বড় কড়া যে ! ক্ষতি হ'তে পারে—

অসওয়ালড—এ জিনিষটা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় কিন্তু ভারী চমৎকার—শরীরটাকে বেশ তাজা রাখে !

মিসেস এল্‌—আমার কাছে আয়না একবার এস্‌ওয়ালড !

অসত্তয়ালড্‌—কিন্তু তুমিতো আবার সিগারের ধূঁয়ো সহ্য করতে পারোনা মামনি !

মিসেস এল্‌—আচ্ছা……আচ্ছা……সিগার নাহয় খেও ……আমি আপত্তি ক'রবো না—

অসওয়াল্‌ড্‌—তাহলে এখুনি আস্‌ছি মা ! এই যে আর এক চুমুক খেয়ে নিই তারপর যাচ্ছি—(সিগার মুখে অস্‌ওয়ালড্‌ ভেতরে ঢুকলো তারপর দরজাটি ভেজিয়ে দিল। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব)—শ্রদ্ধেয় ধর্ম্ম যাজক মহাশয় গেলেন কোথায় ?

মিসেস এল—তিনি যে অনাথাশ্রমে গেছেন সেকথা তো তোমাকে বললাম—

অস্‌ওয়ালড্‌—ওঃ ! হ্যাঁ - বলেছো—

মিসেস এল—অস্‌ওয়াল্‌ড্‌ টেবিলের ধারে তোমার এতক্ষণ একভাবে বসে থাকা কি ভাল হ'য়েছে ?

অস্‌ওয়াল্‌ড্‌—(সিগারটি পেছন দিকে নিয়ে) কিন্তু মা এভাবে বসে থাকার কি যে আরাম !! আমার তো খু-ব ভাল লেগেছে। (এক হাত দিয়ে মাকে আদর ক'রে জড়িয়ে ধরে) মামনি ভাব তো একবার তোমার অস্‌ওয়াল্‌ড্‌ বাড়ী ফিরে এসেছে, তার স্নেহময়ী মায়ের ঘরে মায়েরই টেবিলের ধারে সে বসে আছে আর মায়ের দেওয়া ভাল ভাল খাবার কেমন আনন্দ করে খাচ্ছে !

মিসেস এল—বাঃ ! আমার লক্ষ্মী ছেলে ! সোনা ছেলে !!

অস্‌ওয়ালড্‌—(সিগার মুখে পায়চারি ক'রতে ক'রতে একটু অস্থির ভাবে) এছাড়া এখানে আর কিইবা আমার করার আছে বল ! আমার যে কোন কাজ নেই······কিছু করবার নেই !

মিসেস এল—কি বলছো ? কোন কাজ নেই কর্‌বার !

অস্‌ওয়াল্‌ড্‌—না······উঃ ! কী বিশ্রী স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া ! সমস্ত দিন আলোর একটি রেখাও যে দেখতে পেলাম না। (পায়চারি ক'রতে ক'রতে) কাজ ক'রবার শক্তিও আমার নেই······সব যেন—

মিসেস এল—আমার বিশ্বাস হ'তে চায় না যে তুমি ইচ্ছে ক'রে এবার বাড়ী ফিরে এসেছো !

এস্‌ওয়ালড্‌—হ্যাঁ গো মা ইচ্ছে করেই এবার আমি ফিরে এসেছি !

মিসেস এল—কতবার তোকে আমার একান্ত কাছে পাবার আশা করে আমি নিরাশ হ'য়েছি অস্‌ওয়াল্‌ড্‌ ! তোকে কাছে পাওয়া যে আমার কতবড় সুখ !

অস্‌ওয়াল্‌ড্‌—(টেবিলের ধারে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে) বল মা মনি······বল তুমি······আমি বাড়ী এলে, তোমার কাছে এলে তোমার কি সত্যিই খুব ভাল লাগে—বল, শুনি—

মিসেস এল—প্রশ্ন করে এর উত্তর জানতে হবে নাকিরে পাগল ছেলে ?

অস্‌ওয়ালড্‌—(একটি খবরের কাগজ মোচড়াতে মোচড়াতে) আমি তো ভেবে ছিলাম আমার আসা-না-আসা কোনটাই তোমার

মনে কোন দাগ কাটতে পারে না—আমি আসি বা না আসি তোমার তাতে কিইবা যায় আসে !

মিসেস এল—অসওয়াল্‌ড্‌……অসওয়াল্‌ড্‌ তোর মাকে তুই এরকম কথা বলতে পারছিস্‌? তোর কি প্রাণ বলে কিছুই নেই ?……উঃ !!

অসওয়াল্‌ড্‌—কিন্তু মা এতদিন তো আমাকে ছেড়ে বেশ সুখেই ছিলে তুমি……আমার অভাব তোমাকে এতদিন তো কোন কষ্টই দেয়নি !

মিসেস্‌ এল—হ্যাঁ হ্যাঁ তোকে ছেড়েই আমি এতদিন বেঁচেছি……সে কথা সত্যি ! (সব নীরব—সন্ধ্যার আঁধার একটু একটু করে ঘনিয়ে এলো ঘরের মাঝে। অস্‌ওয়ালড্‌ অস্থিরভাবে পায়চারি করছে তারপর সিগারটি দূরে ছুড়ে ফেলে দিল)

অস্‌ওয়ালড্‌—(মিসেস এলভিংএর কাছে এসে) মা তোমার পাশে একটু বসবো।

মিসেস্‌ এলভিং—আয় বাছা আয়—বোস্‌ !

অসওয়ালড্‌—(কোচে ব'সে) মা তোমাকে আমি কয়েকটা কথা বলবো—

মিসেস এল—(চিন্তিত সুরে) কি ? কি ব'লবে—

অস্‌ওয়ালড্‌—(সামনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে) আমি আর সহ্য ক'রতে পারছি না মা—

মিসেস এল—কি সহ্য ক'রতে পারছো না? এসব কি বলছো অসওয়ালড্‌? স্পষ্ট করে বলো—

অস্‌ওয়ালড্‌—(আগের মত অবস্থায়) আমি এতদিন তোমাকে লিখে কিছু জানাইনি কারণ আমি তা পরিনি! কিন্তু বাড়ীতে এসে অবধি—

মিসেস এল—(দুহাতে অস্‌য়ালড্‌কে জড়িয়ে ধরে) অস্‌ওয়ালড্‌ অস্‌ওয়ালড্‌ বল কি হয়েছে? বল—

অসওয়ালড্‌—কাল আর আজ দুদিনই আমি প্রাণপণ চেষ্টা ক'রলাম এসব দুশ্চিন্তার নিদারুণ জ্বালা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে কিন্তু পারলাম না......আমি পারলাম না...... উঃ!

মিসেস এল—(উঠে দাঁড়িয়ে) কিন্তু সবকথা যে তোমাকে স্পষ্ট ক'রে বলতেই হবে অসওয়ালড্‌!

অসওয়ালড্‌—(মাকে কাছে এনে জোর করে বসিয়ে) বোস মা! আমি চেষ্টা করবো তোমাকে স-ব কথা খুলে বলতে!......ভ্রমণের পর থেকে আমি বড় ক্লান্তি বোধ করছি মা—

মিসেস এল—ওতো স্বাভাবিক! কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

অসওয়ালড্‌—তুমি যা ভাবছো ব্যাপারটা এত স্বাভাবিক বা সহজ নয় মা! আমার ক্লান্তি একটু অন্য ধারার কিনা—তাই—

. মিসেস এল—(উঠবার চেষ্টা করে) অস্‌ওয়ালড্‌ তোমার কি কোন অসুখ ক'রেছে ? তুমি কি অসুস্থ ? সত্যি করে বলো—

অসওয়ালড্‌—(তাকে জোর করে আবার বসিয়ে) বোস মামনি ! শান্ত হয়ে বোস......এত উতলা হও কেন ?...... আমি ঠিক অসুস্থ নই......অর্থাৎ যাকে সাধারণ অসুস্থতা বলে তা আমার হয় নি......(দুহাতের মধ্যে মাথাটি আক্‌ড়ে ধরে) কিন্তু মা......আমার মনটা যে একেবারে ভেঙ্গে গেছে—ভেঙ্গে একেবারে চূরমার হয়ে গেছে......আমি যেন আর কোন কাজ করতে পারবো না ! সব শক্তি আমার নিঃশেষ হয়ে গেছে মাগো......উঃ ! (দুহাতে মুখ ঢেকে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অস্‌ওয়াল্‌ড্‌ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো)

মিসেস এল—(ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে কাঁপতে কাঁপতে) অস্‌ওয়াল্‌ড্‌ ! অস্‌ওয়ালড্‌ ! ওরে শোন্‌ ! আমার দিকে একটিবার তাকা......কিছু হয়নি তোর......ওসব কিছু নয়......সত্যি নয় !

অসওয়ালড্‌—(পাগলের মত তাকিয়ে—বিভ্রান্ত ভাবে) কাজ করবার শক্তি আমার ফুরিয়ে গেছে ! কখনও আর কিছু করতে পারবো না......কখনও না......আমি কি বেঁচে আছি। ......না......না......একে তো বেঁচে থাকা বলে না......এ-অবস্থাকে জীবন বলে না .....আমার মৃত্যু হ'য়েছে......আমি ফুরিয়ে গেছি......উঃ ! মাগো বেঁচে থেকেও মরণের এতবড় অভিশাপ আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে আমাকে......জীবন মরণের এই প্রহসনের কী যে অসহ্য জ্বালা !......উঃ !

মিসেস এলভিং—ওরে আমার দুর্ভাগা ছেলে! একি হোল তোর?—কেমন করে তোর এরকম সর্বনাশ হোল?

অসওয়াল্‌ড্‌—(আবার বসে) আমিও যে ঠিক বুঝতে পারছি না মা কেমন করে আমার এরকম ক্ষতি হোল। কেন? আমার এতদিনকার জীবনের একটি দিনও অসংযত বা বে-হিসাবীভাবে কাটাইনি। না, না, কোন দিক্‌ দিয়েই তো আমি উচ্ছৃঙ্খল নই। বিশ্বাস কর মা—সত্যি বিশ্বাস কর আজ অবধিও আমি কোন উচ্ছৃঙ্খলতা করিনি···

মিসেস এল—সে কি আমি জানিনা অস্‌ওয়ালড্‌—

অসওয়াল্‌ড্‌—কিন্তু······তবুও···তবুও কেন আমার এত-বড় সর্ব্বনাশ হোল······এমন ভয়ানক অঘটন ঘটলো?

মিসেস এল—অসওয়াল্‌ড্‌······আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে······তুই কোন ভাবনা করিস্‌ না লক্ষ্মী সোনা আমার! অতিরিক্ত খাটুনীতেই তোর এরকম হয়েছে। আমি বলছি তুই বিশ্বাস কর্‌···

অসওয়াল্‌ড্‌—(বিষণ্ণ সুরে) প্রথমে আমারও তা-ই মনে হয়েছিল······কিন্তু তা নয় মা···

মিসেস এল—তাহলে কি? সব খুলে বল আমায়······

অসওয়াল্‌ড্‌—হ্যাঁ······বল্‌ছি। তোমাকে আমার সব কথা বলতেই হবে····

মিসেস এল—কখন তুমি সব প্রথম টের পেলে যে—

অসওয়াল্‌ড্‌—গতবার বাড়ী থেকে প্যারিসে ফিরে গিয়েই।

········মাথার মধ্যে কী ভীষণ একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলাম·······যন্ত্রণাটা মাথার পেছনদিক্‌ থেকে আরম্ভ হোত······আমার তখন মনে হোত কেউ যেন লোহার শক্ত হাতুড়ী দিয়ে আমার মাথায় আর কাঁধে খুব জোরে আঘাত করছে········

মিসেস এল—তারপর ?—

অসওয়াল্‌ড্‌—প্রথম প্রথম আমি মনে করতাম বড় হবার সাথে সাথে প্রায়ই যে মাথাধরার রোগ আমাকে ভোগাতো এই যন্ত্রণাটাও বুঝি সেই রকমই কিছু হবে—

মিসেস এলভিং—তা তো হতেই পারে—

অসওয়াল্‌ড্‌—কিন্তু তা নয় মা—তা নয়। শিগ্‌গিরই তা ধরা পড়লো·······আমার কাজ করবার শক্তি দিনকে দিন ফুরিয়ে যেতে লাগলো ·······খানকতক বড় নতুন ছবি আঁকবার সংকল্পে উঠে পড়ে লেগে গেলাম·······কিন্তু পারলাম না·······আমার সমস্ত শিল্প-নৈপুণ্য যেন নিঃশেষে শুকিয়ে গেছে·······অবশ হ'য়ে গেছে·······আমাকে শূন্য·······রিক্ত ক'রে রেখে গেছে········ আমার চিন্তা···আমার কল্পনা স-ব যেন ঝিমিয়ে পড়তে লাগলো·······আমার মাথা ঘুরতে লাগলো·······সমস্ত জগতটা যেন আমার চোখের সামনে·······উঃ! কী সে অদ্ভুত অনুভূতি ········কী সে অসহ্য জ্বালা!

মিসেস এলভিং—তারপর—

অসওয়াল্‌ড্‌—তারপর ডাক্তারকে ডেকে পাঠালাম·······

ডাক্তার আমাকে বল্‌লে মা····হ্যাঁ····ডাক্তারের কাছ থেকেই সত্যিকথা জানতে পারলাম····

মিসেস এল—কি সত্য কথা ? বল····বল····কি তুমি জানলে—

অস্‌ওয়ালড্‌—তিনি ওখানকার সবচেয়ে বড় নামকরা ডাক্তার······প্রথম তো আমার অবস্থা তাকে খুলে বলতে হোল······তারপর তিনি আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন·······আমি তো অবাক হ'য়ে গেলাম·······সে সব প্রশ্নের সাথে আমার অসুস্থতার কী সংযোগ থাকতে পারে !·······আমি বুঝতেই পারলাম না তার উদ্দেশ্যটা কি—

মিসেস এলভিং—তারপর ?—

অস্‌ওয়ালড্‌—তারপর ডাক্তার বললেন, "তোমার রোগ তো সাধারণ নয়·······দূষিত ও ক্ষয় রোগ······· এবং এটা জন্মগত রোগ ·······তোমার রক্তের মধ্যে এর বিষ মেশানো" ·······তিনি "ভারমউলু" না কি যেন একটা বললেন্ অসুখটার নাম·······

মিসেস এল—(চিন্তাযুক্ত স্বরে) সে কথার অর্থ কি ?

অস্‌ওয়ালড্‌—আমিও ঠিক বুঝতে পারলাম না·······কেমন যেন হেঁয়ালী মনে হোল·······পরিষ্কার ক'রে স্পষ্ট কথায় তাকে সব বলতে অনুরোধ করলাম·······তারপর·······হ্যাঁ·······তারপর তিনি বল্‌লেন (দুহাত মুঠো করে) ওঃ·······!!—

মিসেস এল—কি·······কি বল্‌লেন তিনি ? বল······· অসওয়াল্‌ড্‌ বল·······

অসওয়াল্‌ড্‌—তিনি বললেন, "পিতার অসংযত জীবনের পাপের ফল সন্তানের ভেতর দেখা দিয়েছে—

মিসেস এল—(ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে) অসংযত জীবনের পাপের ফল········ !!

অসওয়াল্‌ড্‌—আমি তার মুখের ওপর এক ঘুসি মারতে গিয়েছিলাম আর কি········

মিসেস এল—(ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে) অসংযত জীবন··· অসংযত জীবনের পাপের ফল···তিনি তাই বললেন ?··

অসওয়াল্‌ড্‌—(একটু দুঃখের হাসি হেসে) হ্যাঁ·······তাই তিনি বললেন·······একবার ভাবতো কথাটা কতখানি! আমি তাকে বুঝিয়ে বল্‌লাম যে তিনি যা ভেবেছেন তা সত্যি নয়······ তা সম্ভব নয়·······কিন্তু তিনি কি আমার কথায় কোন কাণ দিলেন·······আমার কথা বিশ্বাস করলেন?·· ·····না······· তিনি বরং তার নিজের মতটাকেই আঁক্‌ড়ে ধরে রাখলেন······· তারপর·······আমি যখন তোমার যে সমস্ত চিঠিগুলোর মধ্যে বাবার কথা লেখা ছিল সেই চিঠিগুলো তাকে পড়ে শোনালাম····· ··তখন তিনি········

মিসেস এল—তখন তিনি কি করলেন ? কি বললেন ?

অসওয়াল্‌ড্‌—তখন স্বীকার করতে তিনি বাধ্য হলেন যে তার মতটা ভুল·······তার ধারণার কোন সত্যিকারের ভিত্তি নেই! তারপর তিনি যা বল্‌লেন তা সত্য হ'তে পারে·······কিন্তু সে যে একেবারে কল্পনাতীত সত্য মা·······!

আমার "কমরেডস্‌"দের সাথে যে আনন্দ-উচ্ছল নির্ভাবনার জীবন আমি কাটিয়েছি তারাই পরিণামে নাকি আমার শক্তির অপব্যয় হয়েছে·······কাজেই আমার নিজের দোষেই আমার এ অবস্থা········

মিসেস এল—না·······না·······অস্‌ওয়ালড্‌·······ওরে ও কথা বিশ্বাস করিস্‌ না······বিশ্বাস করিস্‌ না······

অসওয়াল্‌ড্‌—তিনি বললেন তাছাড়া আর কোন কারণ থাকতে পারে না······কিন্তু·······উঃ! কী ভয়ানক পরিণাম····! আমার সমস্ত জীবন নষ্ট হয়ে গেল·······! একেবারে নষ্ট হয়ে গেল আমারই নিজের অবিবেচনার জন্য·······উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য·······! আমার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার·······সকল চাওয়া পাওয়ার এমনি করে অপমৃত্যু ঘটলো·······! সকল দিক্‌ দিয়ে আজ আমি নিঃস্ব·······ওঃ! জীবনটাকে আবার যদি ভেঙ্গে চুড়ে নতুন করে নতুন রূপ দিয়ে স্থুরু করতে পারতাম!·······আমার নিজের অবিবেচনার ভয়াবহ পরিণামকে যদি সংশোধন করতে পারতাম·······! (কোচের মধ্যে উপুড় হয়ে ব'সে পড়লো—অসহ্য মানসিক যন্ত্রনায়। তুহাতে তার মুখ ঢাকা মিসেস এল তার হাতত্নটো মোচড়াতে মোচড়াতে নীরবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন·······তার মুখ দেখে মনে হয় তার মধ্যে একটা অন্তর দ্বন্দ্ব চলেছে·······কি যেন বোঝাপড়া করছেন·······)

অস্‌ওয়াল্‌ড্‌—(কিছুক্ষণপর উঠে ব'সে তাকিয়ে) যদি এটা উত্তরাধিকারী সূত্রেই পাওয়া হোত……জন্ম-গত দোষই হোত……তাহলে তবু কিছুটা সান্ত্বনা ছিল……কারণ নিরুপায় হ'য়ে তাকে মেনে না নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না……কিন্তু……কিন্তু……যখনি ভাবি আমার নিজের অবিবেচনার জন্যই আজ আমার এ অবস্থা……উঃ! কী কলঙ্ক…… কী লজ্জা……ধিক্‌ আমার জীবনে! আমার সুখ……শান্তি……উৎসাহ……স্বাস্থ্য……ভবিষ্যৎ— আমার জীবনের সকল সম্পদকে আমি নিজের হাতে তচ্‌নচ্‌ করে দিলাম……! সব খুইয়ে আজ আমি রিক্ত……নিঃস্ব—আমার কিছু নেই……কিছু নেই মাগো—উঃ—!

মিসেস এল—ওরে বাছা চুপ কর্‌……চুপ কর্‌…… আর বলিস্‌ না এরকম ক'রে! এযে অসম্ভব……একেবারে অসম্ভব……তুই যা ভাবছিস্‌ তা নয় অস্‌ওয়ালড্‌…… ওরে তা নয়……

অস্‌ওয়ালড্‌—আঃ!—তুমি জাননা মা—(লাফ দিয়ে ওঠে দাঁড়িয়ে) তোমাকেও কত দুঃখ দিলাম! আমার জীবনের অভিশাপের ছোঁয়াচ তোমার জীবনেও লাগলো……এযে আমি আর সহ্য করতে পারছি না……অনেকবার……অনেকবার আমি মনেপ্রাণে কামনা করেছি তুমি যদি আমার জন্য একটু কম ভাবতে—তুমি যদি আমাকে অবহেলা করতে—! তাহলে……

এত অশান্তি এত দুশ্চিন্তা তো তোমাকে ভোগ করতে হোতো না···· !

মিসেস্‌ এলভিং—আমি—আমি তোর কথা ভাববো না ! তোকে অবহেলা করবো অস্‌ওয়ালড্‌ ?—ওরে পাগল ছেলে এসব তুই কি বলছিস ? তুই যে আমার একমাত্র সন্তান ! এজগতে তুই ছাড়া যে আর আমার কেউ নেই········ কিছুই নেই ! তুই যে আমার সাথীহারা জীবনের একমাত্র সম্পদ ····একমাত্র সাথী····ওরে অসওয়ালড তোর জন্যই যে আমার বেঁচে থাকা বাবা।

অস্‌ওয়ালড—(মায়ের হাত দুটো নিজের হাতে তুলে ধরে আদরে চুমো দিয়ে) হ্যাঁ········হ্যাঁ········আমি কি তা জানি না মামনি ! আমি জানি····বাড়ীতে এলে—তোমার কাছে এলেই এসত্যটাকে মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করি········তাইতো তোমার কথা ভেবে এত দুঃখ পাই। যাক তুমি তো এখন সবই জানলে মা ! আজ এবিষয়ে আমরা আর কিছু বলবো না—কেমন ?— একবারে এতক্ষণ এসব বিষয় আলোচনা করলে আমার ভেতরে কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ করি······· সহ্য করতে পারি না— (ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে) আমাকে এখন একটু শ্যাম্পেন দাও মা········গলা আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে—

মিসেস এলভিং—শ্যাম্পেন দেব ! অসওয়ালড ! তুই কি বলছিস ?—

অস্ওয়ালড্—হ্যাঁ······হ্যাঁ· ····যা হয় একটু কিছু পান করতে দাও মা······যা তোমার ঘরে আছে······

মিসেস্ এলভিং—অস্ওয়ালড্······লক্ষ্মী ছেলে আমার আজ না হয় থাক······

অস্ওয়ালড্—না মামনি—আমায় তুমি বারণ কোর না। শ্যাম্পেন এখন আমার একটু চাই-ই তা নইলে আমার এলোমেলো দুর্ভাবনাগুলোকে দূর করতে পারবো না আমার মন থেকে—আমার মাথা থেকে। দাও মা······কথা শোন······(সবজী ঘরের মধ্যে ঢুকে) ওঃ! এজায়গাটা কী বিশ্রী স্যাঁতসেঁতে! (মিসেস এলভিং ঘণ্টা নাড়লেন) বৃষ্টি······বৃষ্টি······কেবল বৃষ্টি ······এর যেন আর শেষ নেই······বিরাম নেই······দিনের পর দিন—মাসের পর মাস একভাবে চল্ছে······চলবেও হয়তো ······উঃ! আজ কতদিন ধরে সূর্য্যের একটি ক্ষীণ রেখাও দেখা যাচ্ছে না······বাড়ী এসে অবধি আলোর পরশ আর পেলাম না······নাঃ এ একেবারে অসহ্য—!

মিসেস্ এলভিং—অস্ওয়ালড্······অস্ওয়ালড্ তুই কি আমার কাছ থেকে চলে যাবার কথা ভাবছিস্? ওঃ!—

অস্ওয়ালড্—নাঃ—(গভীর ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে)—আমি কিছুই ভাবছি না······ভাবতে পারি না······ভাববার কোন শক্তি আমার থাকলে তো ভাববো! ভাবনা আমি ছেড়ে দিয়েছি······

রেজিনা—(খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে) আপনি আমায় ডেকেছেন মা?

মিসেস্ এলভিং—হ্যাঁ। আলো জ্বালিয়ে আনো……

রেজিনা—এই যে……এখুনি আনছি। আলো আমি জ্বালিয়েই রেখেছি……(বেরিয়ে গেল)—

মিসেস্ এলভিং—(অস্‌ওয়ালডে্‌র কাছে গিয়ে) আমার কাছ থেকে কিছু লুকোস্‌নি অস্‌ওয়ালড্…… আমাকে সব কথা খুলে বল্ তো……

অস্‌ওয়ালড্—তোমার কাছ থেকে কিছুই তো লুকোইনি মা…… (টেবিলের ধারে গিয়ে) সবই তো তোমাকে বল্‌লাম…

(রেজিনা আলো এনে টেবিলের উপর রাখলো)

মিসেস্ এলভিং—রেজিনা ! শ্যাম্পেন নিয়ে এসো তো……

রেজিনা—হ্যাঁ……আনছি……(বেরিয়ে গেল)

অস্‌ওয়ালড্—(মায়ের মুখ দুহাতে জড়িয়ে ধরে) এই তো লক্ষ্মী মা আমার ! আমি যে জানি আমার মা তার ছেলের পিপাসা না মিটিয়ে থাকতে পারবে না……

মিসেস্ এল—ওরে আমার অভাগা ছেলে… …তুই কিছু চাইলে আমি কি তা না দিয়ে পারি ?

অস্‌ওয়ালড্—(আগ্রহ ভরে) সত্যি বলছো মা …সত্যি ?—

মিসেস্ এলভিং—কি সত্যি ?—

অস্‌ওয়ালড্—আমি কিছু চাইলে তুমি আমাকে তা না দিয়ে পার না…… ? আমার চাওয়া তুমি যে ভাবেই হোক্ মেটাবে……? বল মা বল ……মেটাবে ?

মিসেস্ এলভিং—ওরে বাছা……

অস্‌ওয়ালড্‌—আঃ! চুপ্‌·······

(রেজিনা একটি ট্রেতে এক বোতল শ্যাম্পেন ও দুটো গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকে ট্রেটি টেবিলের ওপর রাখলো)

রেজিনা—বোতলটা খুলে দেবো ?

অস্‌ওয়ালড্‌—না·······ধন্যবাদ। আমিই খুলবো·······

(রেজিনা বেরিয়ে গেল)

মিসেস্‌ এলভিং—(টেবিলের কাছে বসে) তুমি যা চাইবে তা-ই আমি দেব কি না এ প্রশ্ন কেন করছো অস্‌ওয়ালড্‌ ?

অস্‌ওয়ালড্‌—(বোতলের মুখ খুলতে খুলতে ব্যস্ত ভাবে) দাঁড়াও·······আগে দু এক গ্লাস খেয়ে নেওয়া যাক্‌ তো·······

(বোতলের ছিপি খুলে একটি গ্লাস পূর্ণ করলো·······তারপর আরেকটি গ্লাসও ভরতে গেল·······)

মিসেস্‌ এলভিং—(দ্বিতীয় গ্লাসটিকে ধরে) না·······থাক··· আমার জন্য ঢেলো না·······

অস্‌ওয়ালড্‌—ওঃ! আচ্ছা·······বেশ তো আমিই একা খাচ্ছি তাহলে·······(এক গ্লাস খেয়ে আবারও গ্লাসটি ভরে খেলো·······তারপর টেবিলের ধারে বসলো···)

মিসেস্‌ এলভিং—(আগ্রহ ভরে) ওরে বল্‌··· ···আর দেরী করিস্‌নে·······আমার কথার জবাব দে·······

অস্‌ওয়ালড্‌—(মায়ের দিকে না তাকিয়ে) আগে তুমি বলতো মামণি·······খাবার সময় তুমি আর মিঃ ম্যানডারস্‌ অত চুপচাপ

ছিলে কেন? তোমাদের হাবভাব কেমন যেন অদ্ভুত ঠেক্‌ছিল আমার চোখে........

মিসেস্‌ এলভিং—তুমি তা লক্ষ্য করেছিলে?

অস্‌ওয়ালড্‌—হ্যাঁ......(কিছুক্ষণ নীরব থেকে)—আচ্ছা বল তো মা রেজিনাকে তোমার কেমন মনে হয়......কেমন লাগে......?

মিসেস্‌ এলভিং—রেজিনাকে আমার কেমন লাগে?

অস্‌ওয়ালড্‌—হ্যাঁ......তাইতো তোমাকে জিজ্ঞেস্‌ করছি ......রেজিনা কী সুন্দর! কত ভাল...তাই নয় মা?

মিসেস্‌ এলভিং—তোমার চেয়ে আমি তাকে অনেক বেশি ভাল ক'রে জানি অস্‌ওয়ালড্‌......

অস্‌ওয়ালড্‌—কেমন ক'রে?

মিসেস্‌ এলভিং—আমি যে তাকে কত ছোট থেকে বড় করেছি......আমার কাছেই যে সে মানুষ হয়েছে—!

অস্‌ওয়ালড্‌—হ্যাঁ......তাতো জানি......কিন্তু......আমি বলছি কি মা......রেজিনা দেখতে কী সুন্দর হয়েছে—! ঠিক নয় মা?—(আবার গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢাল্‌লো)

মিসেস্‌ এলভিং—রেজিনার অনেক দোষও আছে......!

অস্‌ওয়ালড্‌—তা না হয় থাকলো......কিইবা যায় আসে তাতে? (শ্যাম্পেন খেতে লাগলো)

মিসেস এলভিং—কিন্তু......আমি তাকে ভালবাসি...... সত্যিই খু-ব ভালবাসি......ওর সকল দায়িত্ব আমিই নিয়েছি

মা···ওর কোন অনিষ্ট হয়—ক্ষতি হয় ও এমন কিছু হ'তে আমি দেব না--কিছুতেই হতে দেব না!

অস্‌ওয়ালড্‌—(লাফিয়ে উঠে) মাগো শোন—রেজিনা—একমাত্র রেজিনাই আমাকে সুখী করতে পারে—শান্তি দিতে পারে—আমার জীবনের যা কিছু আশা ভরসা সবই সে—

মিসেস্‌ এলভিং—(উঠে দাঁড়িয়ে) কি? কি বলছিস্‌ তুই অস্‌ওয়ালড্‌?—

অস্‌ওয়ালড্‌—মনের এই দুঃসহ জ্বালা—মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা আমি একা আর সহ্য করতে পারছি না মা!

মিসেস্‌ এলভিং—কেন এই তো তোর মা তোর পাশে রয়েছে অসওয়াল্‌ড্‌! তোর অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণার সমভাগিনী মা কি তোকে এতটুকু শান্তিও দিতে পারবে না? বল্‌···ওরে বল!

অস্‌ওয়ালড্‌—হ্যাঁ আমিও তাই ভেবেছিলাম। সেই আশা মনে নিয়েই তো বাড়ীতে ফিরে এলাম--তোমার কাছে ফিরে এলাম—কিন্তু এখন বুঝছি মা তা হবার নয়। তা হ'তে পারে না। তাই আমাকে যেতেই হবে—এখানে আমি থাকতে পারবো না!

মিসেস্‌ এলভিং—অস্‌ওয়ালড্‌! ওঃ!—

অস্‌ওয়ালড্‌—আমার জীবনের পথ একেবারে আলাদা মা! গতানুগতিক পথ সেটা নয় তাই তোমার কাছ থেকে আমাকে চলে যেতে হবে—আমি এমন জায়গায় যেতে চাই যেখানে

তোমার স্নেহাতুর, শঙ্কিত দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করতে পারবে না—তোমার স্নেহাঞ্চল থেকে অনেক দূরে মা—অ-নে-ক দূরে—

মিসেস্‌ এলভিং—ওরে আমার দুঃখী ছেলে! মাকে আর কাঁদাস্‌নি বাপ্‌! ওরে তুই যে অসুস্থ···এখন তোকে ছেড়ে দেব আমি কোন্‌ প্রাণে?

অসওয়াল্‌ড্‌—যদি সম্ভব হোত তাহলে কি তোমার কাছে আমি থাকতাম না মা? তুমি যে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু! মাগো তুমি ছাড়া এজগতে আর আমার কেই বা আছে বল?

মিসেস্‌ এলভিং—হ্যাঁ সে কথা সত্যি! তোর জীবনে সবচেয়ে বড় বন্ধু আমিই অসওয়াল্‌ড্‌।

অসওয়াল্‌ড্‌—(অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে) কিন্তু আমার মনের মাঝে এই যে অহরহ দুঃসহ অনুতাপের আগুণ জ্বল্‌ছে—এই যে মর্ম্মান্তিক জ্বালা, যন্ত্রণা আর প্রাণান্তকর ভয় বাসা বেঁধেছে···ওঃ! এযে আর আমি সহ্য করতে পারি না! কী ভয়াবহ ভয় আমাকে অক্টোপাসের মত রাত্রিদিন ঘিরে রয়েছে!

মিসেস্‌ এলভিং—(তাকে অনুসরণ করে) ভয়? কিসের ভয়?—কি বলছিস্‌ অস্‌ওয়ালড্‌? এসব কথার অর্থ কি?—

অস্‌ওয়ালড্‌—আঃ!—আমাকে এবিষয়ে আর প্রশ্ন কোর না—আমি নিজেও বুঝতে পারি না যে সে কিসের ভয়। এর স্বরূপ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না—আমার দুর্ব্বল ভাষা

ব্যর্থ হয়ে যায় (মিসেস্‌ এলভিং ঘরের ওপাশে গিয়ে ঘণ্টা বাজালেন) কি চাও মা ?

মিসেস্‌ এলভিং—আমি শুধু আমার ছেলেকে সুখী দেখতে চাই। সে সুখী হোক এতটুকুই আমার চাওয়া ! আমি চাই আমার ছেলের—আমার অস্‌ওয়ালডে্‌র সকল দুর্ভাবনা····সকল যন্ত্রণা দূর হয়ে যাক।

(রেজিনা দোরের কাছে এলে তাকে বললেন) শ্যাম্পেনের একটা বড় বোতল আনো তো—

অস্‌ওয়ালড্‌—মা !

মিসেস্‌ এলভিং—তুমি হয় তো ভাবছো অস্‌ওয়ালড্‌ মা তোমার গেঁয়ো মানুষ—জীবনকে কেমন করে উপভোগ করতে হয় তা সে জানে না—তাই না ?

অস্‌ওয়ালড্‌—কিন্তু আমি ভাবছি রেজিনা কী সুন্দর ! ওকে দেখলে চোখ জুড়ায়—কী অপরূপ ওর দেহের গঠন ! —কী অপূর্ব্ব অটুট ওর স্বাস্থ্য !—

মিসেস্‌ এলভিং—(টেবিলের পাশে ব'সে) অসওয়াল্‌ড্‌ আয়········এখানে বোস্‌ তো চুপ্‌টি ক'রে—আমরা একটু গল্প করি—

অস্‌ওয়ালড্‌—(ব'সে) তুমি তো জান না মা, রেজিনার কাছে আমি একটা দোষ করেছি—তাই তার কাছে আমায় ক্ষমা চাইতে হবে—

মিসেস্‌ এলভিং—তুমি ? দোষ করেছ ? ক্ষমা চাইবে ? বল কি !

অস্‌ওয়ালড্‌—হ্যাঁ……তবে দোষটা অবশ্য অন্যমনস্কতার ফল……একেবারে অনিচ্ছাকৃত…………গতবার আমি যখন বাড়ীতে এসেছিলাম—

মিসেস্‌ এলভিং—হ্যাঁ……কি হয়েছিল ?……

অস্‌ওয়ালড্‌—তখন……প্রায়ই রেজিনা আমাকে প্যারিসের কথা জানবার জন্য কতরকমের প্রশ্ন করতো…… আমিও তাকে সেখানকার জীবনের বিষয় বলতাম…… মনে পড়ে একদিন তাকে কথায় কথায় বলেছিলাম ঃ "তোমার কি সেখানে যেতে ইচ্ছে করে ?"—

মিসেস্‌ এলভিং— তারপর ?—

অস্‌ওয়ালড্‌—সে লজ্জায় লাল হ'য়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ ……আমার যেতে খুব ইচ্ছে করে—" আমি বললাম, "আচ্ছা……বেশতো……আমি তোমায় নিয়ে যাব—" ঠিক মনে নেই……তবে এই রকমই একটা কিছু বলেছিলাম তাকে—

মিসেস্‌ এলভিং—তারপর ?

অস্‌ওয়ালড্‌—তারপর……এখান থেকে চলে যাওয়ার পর সবই ভুলে গেলাম……এবার ….এই গত পরশুদিন তাকে এক সুযোগে প্রশ্ন করলাম……এতদিন পর আমি বাড়ীতে এসেছি ব'লে সে খুসী হয়েছে কি না……

মিসেস্ এলভিং—হুঁ—

অস্ওয়ালড্—ও আমার দিকে অদ্ভূতভাবে তাকিয়ে বললে,……"আমার প্যারিসে যাওয়ার কি হোল ?"

মিসেস্ এলভিং—প্যারিসে যাবে ! সে কি !

অসওয়ালড্—তারপর……ওকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম যে আমার কথার ওপর ও খুবই গুরুত্ব দিয়েছে…… আমি চলে যাবার পরে দিনরাত্রি আমার কথাই নাকি ভাবতো ……আর একান্ত মনোযোগ দিয়ে ফ্রেঞ্চ শিখতে লাগলো……

মিসেস এলভিং—সত্যি ? ……কিন্তু……কেন ?

অসওয়ালড্—এর আগে কোনদিন তো রেজিনাকে ভাল ক'রে তাকিয়েও আমি দেখিনি মা……কিন্তু এবার আমি দেখলাম তাকে……পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েই দেখলাম…………কী অপরূপ হয়েছে দেখতে ! তার সৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। রেজিনা আমাকে ভালবাসে……আমাকে চায় তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে……এবার তাকে দেখেই আমি সে সত্য বুঝেছি……তাই……

মিসেস এলভিং—অসওয়ালড্ !

অসওয়ালড্—রেজিনাই আমাকে সুখী করতে পারবে ……আনন্দ দিতে পারবে........তারই মধ্যে আমি পেয়েছি জীবনের সত্যিকারের আনন্দের সন্ধান........আমার শুষ্ক জীবনকে সঞ্জীবিত করবে সে-ই........সোনার কাঁঠি ছুঁইয়ে রেজিনা-ই আমার পঙ্গু জীবনকে করবে ধন্য........

মিসেস এলভিং—জীবনের সত্যিকারের আনন্দ!........ সত্যিই কি এতে তুই সুখী হবি অসওয়ালড্‌?—

রেজিনা—(খাবার ঘর থেকে এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে ঘরে ঢুকলো) ভাঁড়ার ঘরে যেতে হয়েছিল কি না তাই একটু দেরী হয়ে গেল........(টেবিলের ওপর বোতলটা রাখলো)

অসওয়ালড্‌—আরেকটা গ্লাস আনো তো........

রেজিনা—(অশ্চর্য্য হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে) কেন........ মায়ের জন্য আরেকটা গ্লাস তো রয়েছে···!

অসওয়ালড্‌—জানি—কিন্তু আমি বলছি তোমার নিজের জন্যও একটা গ্লাস নিয়ে এসো রেজিনা—(রেজিনা যেতে যেতে লজ্জিত ভাবে মিসেস্‌ এলভিংয়ের দিকে একবার তাকালো) বুঝেছি ?—

রেজিনা—(নীচু স্বরে সসঙ্কোচে) মা আপনি কি বলেন—

মিসেস এলভিং—যাও একটা গ্লাস নিয়ে এসো রেজিনা (রেজিনা খাবার ঘরের দিকে চলে গেল)

অসওয়ালড্‌—(রেজিনাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ ক'রে) দেখ মা! দেখ···কী সুন্দর ওর চলন-ভঙ্গী! ওর প্রতিটি পদ-ক্ষেপে কী অপূর্ব্ব দৃঢ়তা আর বিশ্বাস ফুটে উঠ্‌ছে!—

মিসেস এলভিং—কিন্তু তুমি যা ভাবছো তা তো হতে পারে না অসওয়ালড্‌—কিছুতেই হতে পারে না।

অসওয়ালড্‌—কি হবে না হবে সব যে স্থির হয়েই

আছে মা—তুমি বারণ করলে কি হবে (হাতে একটা গ্লাস নিয়ে রেজিনা ঘরে এলো) বোস, রেজিনা বোস (রেজিনা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মিসেস্ এলভিংয়ের দিকে তাকালো)

মিসেস এলভিং—বোস রেজিনা (খাবার ঘরের দোরের কাছে একটি চেয়ারে সে বসলো—হাতে তখনও তার সেই গ্লাসটি) বল অসওয়ালড্! জীবনের আনন্দ সম্বন্ধে তুমি কি যেন বলছিলে—?

অসওয়ালড্—ওঃ! হ্যাঁ জীবনের আনন্দ—! জীবনের আনন্দ বলতে কি বোঝায় সে অনুভূতি তোমার নেই মা—আমারও আগে ছিল না।

মিসেস এলভিং—তুই যখন আমার কাছে থাকিস্ তখনও কি কোন আনন্দ—

অসওয়ালড্—না বাড়ীতে আমি কোন আনন্দই পাইনা। থাক্ ওসব কথা—তুমি ঠিক বুঝবে না মা।

মিসেস এলভিং—না—তুমি কি বলছো এখন আমি ঠিক বুঝতে পারছি।

অসওয়ালড্—জীবনে কাজ করতে পারার কী যে আনন্দ—! জীবনের সকল আনন্দের মধ্যে এই আনন্দেরও মূল্য বড় কম নয় মা! কিন্তু, কাজের যে অনাবিল আনন্দ তার স্বরূপ তুমি কি ক'রে বুঝবে বল মা!

মিসেস এলভিং—হ্যাঁ তোর কথাই ঠিক অসওয়ালড্!

বল্ ওরে এবিষয় আরও বল্ আমাকে—বুঝিয়ে দে আমায় তোর কথা।

অসওয়ালড্—এখানকার মানুষগুলো যেন কেমন—এদের জীবনে না আছে কোন উৎসাহ—বা উত্তম কর্ম্ম-প্রেরণা। জন্মে অবধি এরা বিশ্বাস করতে শিখেছে যে কাজ করাটা মানুষের জীবনের চরম অভিশাপ—পাপের শাস্তি। এদের মতে জীবনটা একটা দুঃখের প্রকাণ্ড বোঝা। জীবনের দুঃসহ ভার থেকে যতশীঘ্র সম্ভব মুক্তি পাবার জন্যই যেন এরা উন্মুখ হয়ে আছে—

মিসেস এলভিং—হ্যাঁ—জীবনটা যেন দুঃখের একটা বিরাট সমুদ্র এবং আমরা নিজেরাই সেজন্য দায়ী।

অসওয়ালড্—কিন্তু ওদেশের লোকেরা তো এরকম নয়—! জীবন সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী একেবারে আলাদা। তারা এরকম পচা পৌরাণিক মতবাদের ধার ধারে না—জীবনটা তাদের চোখে উচ্ছল আনন্দের পূর্ণ প্রতীক। নিরাশা নয়···হতাশা নয়—জীবনের অর্থ তাদের কাছে আনন্দ—শুধু আনন্দ উপভোগ করা। আমার ছবিগুলো তো দেখেছ মা? জীবনের অনাবিল আনন্দাবেগ তাদের মধ্য দিয়ে কি ফুটে ওঠে নি? —নিশ্চয়ই ফুটে উঠেছে! আমার শিল্প যে সৌন্দর্য্য ও আনন্দের উজ্জ্বল প্রতীক। তাদের মধ্যে তুমি পাবে আলোর পরশ—জীবনের স্পন্দন—অমৃতের সন্ধান। আমার শিল্প-লোকের নায়ক নায়িকাদের মুখগুলো

দেখেছ কেমন আনন্দে ভরপুর! শুধু এজন্যই এখানে তোমার কাছে থাকতে আমি ভয় পাচ্ছি মা—

মিসেস এলভিং—ভয়? আমার কাছে থাকতে তোর ভয় অসওয়ালড্? কিন্তু কেন? কিসের ভয় বল?

অসওয়ালড্—আমার ভয়—আমার আশঙ্কা—যদি এখানকার লোকের নিস্তেজ ভাবধারা এবং মতবাদের ছোঁয়াচ লেগে আমার মনের সকল সবলতা নষ্ট হয়ে যায়···আমার স্বাধীন চিন্তাধারা পঙ্গু হয়ে যায়—!

মিসেস এলভিং—(তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে) তুমি কি সত্যিই আশঙ্কা করছো যে সেরকম কিছু হতে পারে?

অসওয়ালড্—হ্যাঁ সেরকম হওয়াটাই খুব স্বাভাবিক মা! পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব মানুষের মনে এবং মানুষের জীবনে খুব বেশি প্রতিফলিত হয় যে—

মিসেস এলভিং—(উঠে দাঁড়িয়ে চিন্তিত স্বরে) এখন···হ্যাঁ—এখন আমি ঠিক বুঝতে পারছি কেমন করে এসব ঘটলো!

অসওয়ালড্—কি বলছো মা?

মিসেস এলভিং—বলছি যে এখন আমি সব কথা বলতে পারি—

অসওয়ালড্—(উঠে দাঁড়িয়ে) তোমার কথা বুঝতে পারছি না মা···কেমন যেন হেঁয়ালী মনে হচ্ছে—

রেজিনা—(উঠে দাঁড়িয়ে) আমি তাহলে এখন যাই মা।

মিসেস এলভিং—না যেওনা রেজিনা—বোস। আমি এখন সব খুলে বলবো। অসওয়ালড্ শোন্—সত্যকে আর গোপন করে রাখবো না—আজ তোকে সব বলবো অস-ওয়ালড্! রেজিনা! তোরা শোন্—

অসওয়ালড্—চুপ্! মিঃ ম্যান্ডারস্ আসছেন! (হলঘরের দরজা দিয়ে মিঃ ম্যান্ডারস্ ঘরের ভেতর ঢুকলেন)

ম্যানডারস্—এইযে! কি করেছেন সব? আজ সন্ধ্যেটা আমরা সবাই প্রার্থনা করে কাটিয়েছি!

অস্ওয়ালড্—আমরাও প্রার্থনা করেছি······

ম্যানডারস্—'নাবিকা-বাস' খুলবার জন্য এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্ডকে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য······রেজিনা এবার তার সাথে বাড়ী যাবে—এবিষয়ে তাকে সাহায্য করবে···

রেজিনা—না······আমি বাড়ী যাবনা মিঃ ম্যান্ডারস্···

ম্যানডারস্—(তাকে দেখে অবাক হ'য়ে) এ কি—! তুমি এখানে?—হাতে শ্যাম্পেনভরা গ্লাস··· !!

রেজিনা—(তাড়াতাড়ি গ্লাসটি নামিয়ে রেখে) ওঃ?—আমাকে ক্ষমা করুন মিঃ ম্যানডারস্···

অস্ওয়ালড্—রেজিনা আমার সাথে চলে যাচ্ছে মিঃ ম্যানডারস্···

ম্যানডারস্—চলে যাচ্ছে!—তোমার সাথে? এসব কি বলছো—?

অস্ওয়ালড্—হ্যাঁ······আমি তাকে বিয়ে করবো···

ম্যান্‌ডারস্‌—ওঃ! ভগবান্‌!

রেজিনা—আমার কি দোষ বলুন—

অস্‌ওয়ালড্‌—আমি এখানে থাকলে রেজিনাও অবশ্য এখানেই থাকবে···

রেজিনা—(অনিচ্ছাভরে) এখানে !—না···

ম্যানডারস্‌—আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি মিসেস এলভিং শেষকালে আপনিও···

মিসেস এল—না······ওরকম কিছুই হবেনা······হতে পারেনা ·····কারণ আমি আজ সব খুলে বলবো···

ম্যানডারস্‌—না······আপনি তা বলতে পারবেন না······ ·········না·······না······· কিছুতেই না····

মিসেস এল—হাঁ······আমি বলবো·······আমাকে বলতেই হবে······ ভয় পাবেন না·······কারও আদর্শ আমি ক্ষুণ্ণ করবো না ···

অস্‌ওয়ালড্‌—মা! মনে হচ্ছে আমার কাছ থেকে কি যেন তুমি লুকোচ্ছো·······না·······না·······কিছু লুকিও না মা·······বল·······বল কি বলবে····

রেজিনা—(কাণ পেতে শুনে) মা! শুনুন·······কারা যেন বাইরে চেঁচাচ্ছে····

(সবজী ঘরের মধ্যে গিয়ে রেজিনা বাইরের দিকে তাকালো)

অস্‌ওয়ালড্‌—(বাঁ পাশের দরজার কাছে গিয়ে) কি হোল ? এত আলো আস্‌ছে কোন্‌দিক্‌ থেকে ?····

রেজিনা—(জোরে ডেকে) অনাথাশ্রমে আগুন লেগেছে ! আগুন····আ-গু-ন !

মিসেস এল—(জানালার কাছে গিয়ে) আগুন ? অনাথাশ্রমে আগুন লেগেছে ? ওঃ !—

ম্যানডারস্‌—আগুন ?—অসম্ভব·······তা হ'তেই পারে না········এইমাত্র তো আমি সেখান থেকে এলাম········ !

অস্‌ওয়ালড্‌—আমার টুপী কোথায় ? আচ্ছা····থাক্‌···· বাবার অনাথাশ্রমে আগুন—! (বাগানের দরজা দিয়ে সে তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে গেল····)

মিসেস এলভিং—আমার শালটা দাওতো রেজিনা ! তাড়াতাড়ি·······সমস্ত বাড়ীটায় আগুন ধরে গেছে····

ম্যানডারস্‌—উঃ !·······কী ভয়ানক !·······ভগবান্‌ বিচার কর্‌ছেন মিসেস্‌ এলভিং·······অন্যায়····অনাচারের শাস্তি দিচ্ছেন·······তাই পাপের আস্তানা ঐ বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে·······!

মিসেস এল—হ্যাঁ·······সত্যিই তাই·······আমারও তাই মনে হ'চ্ছে·······এসো রেজিনা········

(মিসেস্‌ এলভিং এবং রেজিনা খুব তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে গেলেন)

ম্যানডারস—(দুহাত মুঠো ক'রে) ইন্‌সিওরেন্স·······হায় !

যদি ইন্‌সিওর করা থাকতো!·······ওঃ!—(তারপর তাদের অনুসরণ করলেন)

তৃতীয় অঙ্ক

(পূর্ব্বের দৃশ্য পট···সমস্ত দরজাগুলো খোলা···টেবিলের ওপর আলো তখনও জ্বলছে···বাইরে ঘন আঁধার···কিন্তু পেছনের জানালাগুলো দিয়ে আলোর একটা ক্ষীণ রশ্মি ঘরের মাঝে এসে পড়েছে। মাথায় শাল জড়িয়ে মিসেস্‌ এলভিং সবজীঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন···দৃষ্টি তার বাইরের দিকে প্রসারিত····রেজিনা তাঁর একটু পেছনে দাঁড়িয়ে···তার গায়েও শাল জড়ানো—)

মিসেস এল—পুড়ে গেল! সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

রেজিনা—হ্যাঁ····এখনও জ্বল্‌ছে····

মিসেস এল—কিন্তু অস্‌ওয়ালড্‌ এখনও ফিরে আসছে না কেন বলতো! কিছুই তো বাঁচানো যাবে না·······তবে কেন—

রেজিনা—আমি গিয়ে তার টুপীটা দিয়ে আসবো কি?

মিসেস এল—টুপী নিয়ে যায় নি?—

রেজিনা—(দেওয়ালের দিকে দেখিয়ে) না···ঐ যে টুপী ঝুলছে···

মিসেস এল—থাক্ তাহলে····এখুনি তো সে ফিরে আসবে····

আমি বরং একবার গিয়ে দেখে আসি কি করছে····(বাগানের দরজা দিয়ে তিনি বেড়িয়ে গেলেন····হলঘর থেকে মিঃ ম্যানডারস্‌ ভেতরে প্রবেশ করলেন)

ম্যানডারস্‌—মিসেস্‌ এলভিং এখানে নেই ?—গেলেন কোথায় ?

রেজিনা—এইতো একটু আগে বাগানের দিকে গেলেন····

ম্যানডারস্‌—উঃ ! কী ভীষণ রাত্রি ! আমার এতদিনকার জীবনে এমন ভয়াবহ রাত্রির অভিজ্ঞাতা এই প্রথম····

রেজিনা—শুধু কি ভয়াবহ····চরম দুর্ভাগ্যের অভিশাপে ভরা এই রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত্ত····

ম্যানডারস—আঃ ! আর বোল না এসব কথা····আমি যে সহ্য করতে পারিনা····ভাবতেও সাহস পাইনা—

রেজিনা—কিন্তু আগুন লাগলো কি কোরে ?

ম্যানডারস্‌—সে প্রশ্ন আমায় কেন মিস্‌ এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যানড্‌ ? আমি কি কোরে জানবো ? তুমিও কি তোমার বাবার মত বলতে চাইছো যে—

রেজিনা—কেন····তিনি আবার কি করলেন ?—

ম্যানডারস্‌—তিনি কি করেছেন ? তিনিই আমাকে পাগল ক'রে তবে ছাড়বেন !

এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড—(হল থেকে ঘরের ভেতরে এসে) মিঃ ম্যানডারস্‌— !

ম্যানডারস্‌—(চম্‌কে ফিরে দাঁড়িয়ে) একি ! এখানেও তুমি আমার পিছু নিয়েছ ?

এন্‌গ্‌—হ্যাঁ····পরম করুণাময় ঈশ্বর আমাদের সকলের মঙ্গল করুণ··· কিন্তু····ওঃ ! কী ভীষণ একটা ব্যাপার ঘটে গেল বলুনতো মিঃ ম্যানডারস ?····কী সাংঘাতিক !

ম্যানডারস্‌—(পায়চারি করতে করতে) ওঃ ! আর বোল না····আর বোল না !

রেজিনা—কেন ···আপনি এরকম করছেন কেন ?

এনগ্‌—আমাদের সেই প্রার্থনা অনুষ্ঠানটিই যত সর্ব্বনাশের মূল ·· কি বলেন ? ···(রেজিনার একান্তে গিয়ে) এইবার মজা দেখ বাছা···কেমন ক'রে বুড়োকে বাগে আনি···(উঁচু গলায়) আমি অবশ্য ভাবতেই পারছিনা যে শেষকালে কিনা মিঃ ম্যান্‌ডারসের জন্যই—

ম্যানডারস্‌—না···না···এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড ··আমি সত্যি বলছি···· বিশ্বাস কর—

এন্‌গ্‌—কিন্তু আলো হাতে আপনি ছাড়া সেখানে আর তো কেউ ছিল না মিঃ ম্যানডারস্‌—

ম্যানডারস্‌—(নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে) তুমি বারবার সেকথাই বলছো কিন্তু আমি তো মনেই করতে পারছি না সত্যিই আমার হাতে কোন আলো ছিল কিনা !

এন্‌গ্‌—কিন্তু আমার যে স্পস্ট মনে আছে—আমি দেখলাম

আপনার হাতের মোমের প্রদীপের শিখা আঙ্গুল দিয়ে নিভিয়ে আপনি ঘরের আসবাব পত্রের মধ্যে সেটাকে ছুড়ে দিলেন····

ম্যানডারস্—আঃ! তুমি দেখলে—?

এন্‌গ্—হ্যাঁ····আমি যে স্পষ্টই দেখতে পেলাম।

ম্যানডারস্—কিন্তু আমি তো বুঝতেই পারছি না ব্যাপারটা—অঙ্গুল দিয়ে মোমবাতি নিভাবার অভ্যেস কস্মিন কালেও তো আমার নেই—!

এন্‌গ্—আন্‌মনে হয়তো কাজটা করে ফেলে ছিলেন! কিন্তু কে জান্‌তো যে তারই পরিণাম এত ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে—

ম্যানডারস্—(অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে) ওঃ! না, না এসব প্রশ্ন আর আমায় কোরনা।

এন্‌গ্—(মিঃ ম্যানডারস্‌কে অনুসরণ করে) ইন্‌সিওর করা হয়নি ?

ম্যানডারস—না, না, না! কতবার তোমাকে এই এক কথা বলবো এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্ ?

এন্‌গ্—ইন্‌সিওর করা হয়নি অথচ আগুন লাগিয়ে সব কিছু নস্ট করে দেওয়া হোল···উঃ! কী দুর্ভাগ্য!

ম্যানডারস্—(কপালের ওপর থেকে ঘাম মুছে) হ্যাঁ দুর্ভাগ্য! চরম-দুর্ভাগ্য এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যানড্! কিন্তু—

এন্‌গ্—দেশের ও দশের ভাল করবার জন্য স্থাপিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোরই অবশ্য এরকম দুর্দ্দশা আর দুর্ভোগ ভোগ করতে

হয় কিন্তু আমি ভাবছি পত্রিকাগুলো আপনাকে অত সহজে ক্ষমা করবেনা—তাদের কঠোর সমালোচনা আপনাকে—

ম্যানডারস্—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও সেই কথা ভাবছি এন্‌গ্‌-স্ট্র্যানড্‌⋯উঃ! কত অন্যায় অপবাদ আর নির্ম্মম সমালোচনা আমাকে সইতে হবে! আমি যে আর ভাবতে পারছি না! আমার সমস্ত অন্তরাত্মা লজ্জা আর অপমানে জ্বলে যাচ্ছে—

মিসেস এল—(বাগান থেকে ঘরের মধ্যে এসে) না তাকে সেখান থেকে আনতে পারলাম না!

ম্যানডারস্—এই যে আপনি এসে পড়েছেন মিসেস এল্‌ভিং—

মিসেস এল—আপনাকে আর প্রারম্ভিক অভিভাষণ কষ্ট ক'রে পাঠ করতে হোল না মিঃ ম্যানডারস!

ম্যান্‌ডারস—কষ্ট? কষ্ট করে কেন? আমি তো খুসী মনেই—

মিসেস এল—(নিস্তেজ স্বরে) ভালই হয়েছে⋯⋯যা হয়েছে ভালই হয়েছে⋯⋯ এই অনাথাশ্রম দিয়ে কখনও কারও কিছু ভাল হোত বলে আমার বিশ্বাস নেই⋯⋯

ম্যানডারস্—এই আপনার ধারণা⋯⋯

মিসেস এল্—আপনার? আপনিও কি তাই ভাবেন না?

ম্যানডারস্—কিন্তু⋯⋯আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই যে চরম দুর্ভাগ্যের ছোঁয়াচে অভিশপ্ত!

মিসেস এল্—যাক্⋯⋯এসব কথা আর নয়⋯⋯শুধু

ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়েই আমরা আলোচনা ক'রবো·······মিঃ ম্যান্‌ড়ারেসের জন্য কি তুমি অপেক্ষা করছো এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌ ?

এন্‌গ্‌—(হলের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ·······

মিসেস এল্‌—তাহলে বোস·······দাঁড়িয়ে কেন ?

এন্‌গ্‌—ধন্যবাদ ! দাঁড়িয়েই ভাল·······

মিসেস এল—(মিঃ ম্যান্‌ড়ারসের দিকে তাকিয়ে) আপনি নৌকো ক'রে যাচ্ছেন·······না ?

ম্যান্‌ড়ারস্‌—হ্যাঁ·······যেতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগবে।

মিসেস এল—তাহলে দলিল পত্রগুলো আপনার সঙ্গেই নিয়ে যান·······এই ব্যাপার সম্বন্ধে আমি আর একটি কথাও শুনতে চাই না·······আমি এখন অন্য কথা ভাববো·······

ম্যান্‌ড়ারস্‌—মিসেস এলভিং—

মিসেস এলভিং—এব্যাপারে আপনার খুসীমত কাজ করবার জন্য আপনাকে আমি এটর্নীর ক্ষমতা দেব মিঃ ম্যান্‌ড়ারস্‌।

ম্যান্‌ড়ারস্‌—সানন্দে আমি তা গ্রহণ করবো·······কিন্তু আমি মনে করছি দান পত্রের প্রথম উদ্দেশ্যকে এখন হয়তো আগাগোড়া বদলে ফেলতে হবে·······

মিসেস এল—নিশ্চয়ই !

ম্যান্‌ড়ারস্‌—আমি বলি কি সলভিক্‌ সম্পত্তিটাকে দেবোত্তর সম্পত্তি করে দেওয়া যাক্‌·······জমিটারও তো একটা মুল্য আছে·······একটা না একটা কাজে সেটা লাগাবেই·······সুদ

হিসেবে যে টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা আছে সেই টাকাটা শহরবাসীদের ভালর জন্য কোন একটা কাজে লাগাবো ভাবছি······

মিসেস এল—আপনার যেমন খুসী করুন·······এব্যাপার থেকে নিজেকে আমি সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে নিলাম মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌····এ বিষয়ে আর আমি ভাববো না········

এন্‌গ্‌—আমার "নাবিকাবাসের" পরিকল্পনার কথা ভুলবেন না তো মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌ ?········

ম্যানডারস্‌—হ্যাঁ···হ্যাঁ···তোমার পরিকল্পনাটা ভাববার বিষয় বটে·······কিন্তু এবিষয়ে গভীরভাবে একবার ভেবে দেখতে হবে তো·······?

এন্‌গ্‌—(আপনমনে) আবার ভাবনা ? আঃ ! কী জ্বালাতন !········

ম্যানডারস্‌—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) কিন্তু কতদিন যে আমি এসব কাজের দায়িত্ব নিয়ে থাকতে পারবো কে জানে···! লোকোপবাদ ও জনমত আমাকে সব কিছু ছাড়তে বাধ্য করতে পারে। অবশ্য অগ্নিকাণ্ডের কারণ অন্বেষণের ফলাফলের ওপরেই আমার ভাগ্য নির্ভর করে········

মিসেস এল—কি বলছেন আপনি মিঃ ম্যান্‌ডারস্‌ ?

ম্যানডারস্‌—অবশ্য ফলাফলের কথা এত আগে কেউই ঠিক করে বলতে পারে না।

এন্‌গ্‌—(তার একান্তে গিয়ে) হ্যাঁ পারে···একজন পারে

........এই যে আমি জ্যাকব এন্‌গ্‌ষ্ট্র্যান্‌ড্‌ আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি......

ম্যানডারস্‌—ওঃ! হ্যাঁ...কিন্তু

এন্‌গ্‌—(নীচু স্বরে) নিজের প্রয়োজনের সময় একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষীকে ছেড়ে দেবে এমন নির্ব্বোধ জ্যাকব এনগ্‌-ষ্ট্র্যানড্‌ নয়......

ম্যান্‌ডারস্‌—হ্যাঁ—তাতো বুঝলাম বন্ধু......কিন্তু কি কোরে......কেমন ক'রে... ?

এনগ—আপনি আমাকে আপনার মুক্তিদাতা বলে মেনে নিতে পারবেন তো মিঃ ম্যানডারস ?

ম্যানডারস্‌—না...না...তা কি ক'রে সম্ভব ?...উঃ !

এনগ্‌—আচ্ছা...আচ্ছা...সে দেখা যাবে......আমি এমন একজনকে জানি অনেক দিন আগে যে সানন্দে একের অপরাধ, অপবাদ আপন বলে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা বোধ করেনি।

ম্যানডারস্‌—জ্যাকব! জ্যাকব! (মিঃ ম্যানডারস্‌ তার হাত দুটো গভীর অনুরাগে আপন হাতের মুঠোয় তুলে নিলেন) তোমার তুলনা নেই জ্যাকব......লাখের মাঝে তুমি একজন ......তোমার নাবিকাবাসের জন্য আমার যথাসাধ্য সাহায্য তুমি নিশ্চয়ই পাবে বন্ধু...বিশ্বাস কর। (এনগৃষ্ট্যানড্‌ মিঃ ম্যানডারস্‌কে ধন্যবাদ জানাতে চেষ্টা করলো......কিন্তু পারলো না......আবেগে তার কণ্ঠ স্বর বন্ধ হয়ে এলো)

ম্যানডারস্‌—(ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে) এখন আমাদের যেতে হবে···এসো···আমরা একত্রে যাত্রা করি···কেমন ?

এনগ্‌—(খাবার ঘরের দোরের কাছে গিয়ে রেজিনাকে চুপিসাড়ে বলে) আমার সাথে যাবে নাকি রেজিনা ?······ভেবে দেখ······যদি যাও তো সুখেই থাকবে।

রেজিনা—(মাথা নেড়ে) না···ক্ষমা কর······(সে বেড়িয়ে গেল—মিঃ ম্যানডারসের আসবাবপত্র নিয়ে আবার এলো···)

ম্যানডারস্‌—আচ্ছা······এখন তাহলে আসি মিসেস এলভিং ? সমস্ত মণপ্রাণ দিয়ে কামনা করছি আপনার এ অভিশপ্ত বাড়ীতে শীঘ্রই শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসুক।

মিসেস এল—বিদায়······মিঃ ম্যানডারস্‌······

(বাগানের দরজা দিয়ে অসওয়ালড্‌কে আসতে দেখে মিসেস এলভিং সবজী ঘরের মধ্যে গেলেন)

এনগ্‌—(রেজিনা ও সে মিঃ ম্যানডারসকে কোট পরিয়ে দিতে দিতে) এখন তাহলে চলি বাছা······যদি কখনও দরকার হয় আমার ঠিকানা তো জানই (নীচু স্বরে) হার্‌বার্‌ ষ্ট্রীট্‌··· !

(মিসেস এলভিং এবং অস্‌ওয়ালডের দিকে তাকিয়ে) আমার নাবিকাবাসের নামকরণ করবো "এলভিং হোম"······এবং নাবিকাবাসটিকে স্বর্গীয় মিঃ এলভিংয়ের নামের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তুলতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

ম্যানডারস্‌—(দরজায় দাঁড়িয়ে) আঃ! আর কথা নয়— এখন চলে এসো বন্ধু। আচ্ছা আমরা তাহলে চল্লাম

(মিঃ ম্যানডারস্‌ এবং এনগ্‌ষ্ট্যানড্‌ হল ঘরের দরজা দিয়ে বেড়িয়ে গেলেন)

অস্‌ওয়ালড্‌—(টেবিলের কাছে গিয়ে) নাবিকাবাস না কি একটা আবাসের কথা যে বলে গেল—সেটা কি মা ?

মিসেস এল—ওরা দুজনে একটা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলতে চায়—তারই নাম হবে—

অসওয়ালড্‌—ওঃ! তা সেটাও পুড়ে যাবে—পুড়ে ছাই হয়ে যাবে !

মিসেস এল—কেন ? কেন এমন ভাবছো ?

অসওয়ালড্‌—হঁ্যা····হঁ্যা ! সব পুড়ে যাবে। আমার বাবার সকল স্মৃতি-চিহ্ন নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ! এই দেখনা আমি····আমিও জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি—কী মর্ম্মান্তিক জ্বালা ভোগ করছি !

(রেজিনা ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিতে অস্‌ওয়ালডে্‌র দিকে তাকালো)

মিসেস এল—অস্‌ওয়ালড্‌ ওখানে এতক্ষণ থাকা কি তোর উচিত হয়েছে বাবা !

অস্‌ওয়ালড্‌—(টেবিলের কাছে বসে পড়ে) হঁ্যা···হঁ্যা ঠিকই বলেছ তুমি !

মিসেস এল—আয় তোর মুখ মুছে দিই অসওয়ালড্‌। একেবারে ভিজে গেছিস বাছা আমার! (রুমাল দিয়ে অস্‌ওয়ালডের মুখ মুছে দিতে লাগলেন—)

অসওয়ালড্‌—(সামনের দিকে অপলক ভাবদৃষ্টিতে তাকিয়ে ……) মা! মাগো, লক্ষ্মী মা আমার!

মিসেস এল—খুব ক্লান্তি বোধ করছিস কি বাবা! ঘুম পাচ্ছে! ঘুমুবি?

অস্‌ওয়ালড্‌—(অস্থির ভাবে) না-না-না ঘুমোবো না—ঘুম আমার আসবে না! অনেক দিন—অ-নে-ক-দিন আমি ঘুমোই না···ঘুমোতে পারি না—ঘুমের ভাণ করি কেবল। (ক্লান্ত স্বরে) কিন্তু আসবে ঘুম—এবার আসবে মা··· ···একেবারে শেষ ঘুম!

মিসেস এল—(চিন্তিত ভাবে ছেলের পানে তাকিয়ে) অসওয়ালড্‌ নিশ্চয়ই তুই অসুস্থ! উঃ ভগবান্‌···

রেজিনা—(ব্যস্ত হ'য়ে) অসুস্থ? মিঃ এলভিং—

অস্‌ওয়ালড্‌—বন্ধ করে দাও···দরজাগুলো সব বন্ধ করে দাও···আর আমি সইতে পারছি না। আমার যে বড় ভয় করছে। কী একটা নিদারুণ ভয় আমাকে গ্রাস করতে আসছে যেন···উঃ!—

মিসেস এল—দরজাগুলো বন্ধ করে দাও রেজিনা—

(রেজিনা দরজাগুলো বন্ধ করে হলঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলো। মিসেস এলভিং তার গায়ের শাল খুলে ফেললেন। রেজিনাও তাই করলো। মিসেস এলভিং একটা চেয়ার টেনে এনে অসওয়ালডের কাছ ঘেসে বসলেন।) এই যে অসওয়ালড্‌ তোর পাশেই আমি রয়েছি বাবা।

অসওয়ালড্‌—হ্যাঁ···থাক···আমার কাছে এসে বোস

তোমরা…রেজিনাকেও আমার কাছে এসে বসতে বল মা…রেজিনা সব সময় আমার পাশে থাকবে…আমাকে আনন্দ দেবে…সুখী করতে চেষ্টা করবে। আমাকে সাহায্য করবার জন্য বন্ধুর মত তার সস্নেহ হাত বাড়িয়ে দেবে…(রেজিনার দিকে তাকিয়ে) দেবে না রেজিনা? পারবে না বন্ধুর মত আমার একান্ত পাশে এসে দাঁড়াতে?

রেজিনা—আমি? কিন্তু…আমি যে বুঝতেই পারছি না কি ক'রে—

মিসেস এল—বন্ধুর মত সাহায্য!…

অসওয়ালড্—হ্যাঁ…আমার জীবনে তার প্রয়োজন এসে গেছে…

মিসেস এল—অস্ওয়াল্ড…ওরে অভাগীর চোখের মাণিক… বল্…তুই একবার বল…তোর অভাগী মা কি তোকে আনন্দ দিতে, সুখী করতে কোন চেষ্টাই করেনি…তোর বন্ধুর স্থান কি কিছুটাও অন্ততঃ মাকে দিয়ে পূর্ণ হয়নি … বল্…ওরে বল্…

অসওয়ালড্—তুমি? (মৃদু হেসে) না গো মামনি…আমি যে ধরণের বন্ধুর সাহায্য চাইছি তুমি সে স্থান কোন দিনই পূর্ণ করতে পারবে না…(ভীষণ জোরে হেসে উঠে) তুমি? …হা…হা কি যে বল…(তারপর মায়ের দিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে) তবে হ্যাঁ…একথা ঠিক মা—আমার ওপর তোমার দাবী তোমার অধিকারের মূল্য অনেক…(আবেগে

ভয়ে রেজিনার দিকে তাকিয়ে) আমাকে আমার ডাক নাম ধরে ডাকনা কেন রেজিনা ? ...অস্‌ওয়ালড্‌ ব'লে ডাকতে এত কুণ্ঠা কেন ?...

রেজিনা—(নীচু স্বরে) মিসেস্ এলভিং যদি অসন্তুষ্ট হন সেকথা ভেবেই...

মিসেস এলভিং—নাম ধরে ডাকবার অধিকার তুমি শীগ্রই পাবে রেজিনা—এসো আমাদের পাশে এসে বোস (রেজিনা একটু ইতস্ততঃ করে শান্তভাবে টেবিলের ওপাশে বসলো) এখন শোন্ অসওয়ালড্—তুই বড় যন্ত্রণা ভোগ করছিস্ আমি যে আর তোর এ অবস্থা সইতে পারি না বাবা... তাই আমি তোর মনের সকল গ্লানি, সকল যন্ত্রণা এবং কালিমার শেষ ক'রে দিতে চাই আজ—

অসওয়ালড্—তুমি ? পারবে মা ? পারবে ?

মিসেস এলভিং—হ্যাঁ হ্যাঁ পারবো—তোমার মনের অবসাদ, অনুতাপ, অনুশোচনা, আত্মগ্লানি—সব কিছুরই যবনিকা আজ আমি টেনে দেব অস্‌ওয়ালড্‌...

অসওয়ালড্‌—সত্যি তা তুমি পার মা ? সত্যি বলছো ?

মিসেস এল—হ্যাঁ...এখন আমি তা পারি অস্‌ওয়ালড্‌... কিছুক্ষণ আগে তুমি জীবনের সত্যিকারের আনন্দ সম্বন্ধে মতামত বলেছিলে...তোমার সেসব কথা আমার সমস্ত জীবনের অতীত-স্মৃতি স্তূপে নূতন আলোকপাত করেছে...আমার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে...

অসওয়ালড্‌—(মাথা নেড়ে) তোমার কথার ছিটেফোঁটা অর্থও তো খুঁজে পাচ্ছি না মা···কি বলতে চাও তুমি !

মিসেস এল—যৌবনে তোমর বাবা যখন সৈনিক ছিলেন ···সেসব দিনের কথা তোমায় বলছি অস্‌ওয়ালড্‌···তোমার জানা উচিত···তোমার বাবার তখনকার জীবন ছিল উচ্ছল আনন্দ-রসে ভরপুর···

অসওয়ালড্‌—হ্যাঁ···তা জানি···

মিসেস এল—তাঁর উৎসাহ—তার প্রাণ-রস ছিল অদম্য··· বাঁধনহারা···

অসওয়ালড্‌—হ্যাঁ···তারপর !···

মিসেস এল—তারপর···হ্যাঁ···তারপর তাঁকে এই পচা শহরে এসে আস্তানা গোড়তে হোল···যেখানে সে পেল না জীবনানন্দের ছিটেফোঁটা স্বাদ কিন্তু পেল ব্যভিচারপূর্ণ পাপ-পথের নিশানা—উদ্দেশ্যহীন লম্পট-জীবনের দিনগুলোকে দুহাতে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজই তাঁর রইলো না। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দেবে এমন কোন কাজ না থাকায় তাঁর জীবনটা বাঁকা পথের অন্ধকারে ঘুরে মরতে লাগলো···জীবনটাকে সহজ, সরল, সুন্দর পথে চালনা করবার মত পরম বন্ধুর দেখা সে পেল না। তাই নিস্কর্ম্মা যত মাতাল ইয়ারের দল তাঁকে দিনের পর দিন পঙ্কিল পথে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো—

অসওয়ালড্‌—মা—!

মিসেস এল—তারপর দেখা দিল সেই নিশ্চিত পরিণতি—যা হবার তা-ই হোল!

অসওয়ালড্‌—নিশ্চিত পরিণতি! সে কি মা!

মিসেস এল—আজ সন্ধ্যেবেলায় তুমিই তো আপনমনে বলছিলে অস্‌ওয়ালড্‌ যে বাড়ীতে থাকলে তুমি—

অসওয়ালড্‌—তুমি কি বলতে চাইছ মা! বাবা—আমার বাবা কি তা-হ-লে—

মিসেস এল—হ্যাঁ, তোমার দুর্ভাগা পিতা তাঁর অন্তর-নিহিত উচ্ছল প্রাণ-শক্তিকে প্রকাশ করবার কোন ভাল পথ পায় নি অস্‌ওয়ালড্‌! তাছাড়া আমিও তাঁকে আনন্দের খোরাক জোগাতে পারিনি কোনদিন।

অসওয়ালড্‌—পারনি! কেন পারনি মা!

মিসেস এল—আমি শুধু কর্ত্তব্যকে চিনেছিলাম!. আমার কর্ত্তব্য—তাঁর কর্ত্তব্য এছাড়া আমি আর কিছু জানতাম না। তোমার বাবার জীবনকে আমি কোনদিক্ দিয়েই এতটুকুও সরস ক'রে তুলতে পারিনি অস্‌ওয়ালড্‌—

অসওয়ালড্‌—তোমার চিঠিতে এসব কিছু তো কোনদিন লেখনি মা!

মিসেস এল—না তুই যে তাঁরই ছেলে—তোকে এসব কথা জানাতে আমার যে বড় বেঁধেছে!

অসওয়ালড্‌—হ্যাঁ····বুঝলাম—তারপর?

মিসেস এল—তোর জন্মের অনেকদিন আগেই তোর বাবা ভ্রষ্ট···চরিত্রহীন হয়েছিল অস্ওয়ালড্!

অসওয়ালড্—(রুদ্ধ স্বরে) ওঃ! (অস্ওয়ালড্ উঠে জানালার কাছে গেল)

মিসেস এল—তারপর···তারপর থেকে দিনরাত্রি আমি একটা কথাই চিন্তা করতে লাগলাম—এই বাড়ীতে আমার ছেলের মত রেজিনারও সম্পূর্ণ অধিকার আছে·—দাবী আছে···

অসওয়ালড্—(হঠাৎ চম্‌কে ঘুরে দাঁড়িয়ে) রেজিনা! —রেজিনার অধিকার ?—দাবী!

রেজিনা—(উঠে দাঁড়িয়ে অবরুদ্ধ স্বরে) আমি—!

মিসেস এল—হ্যাঁ এখন তোমরা দুজনেই সব কথা জানলে।

অসওয়ালড্—রেজিনা! ওঃ!—

রেজিনা—(আপন মনে) আমার মা···আমার মায়ের প্রকৃতিও তাহলে···উঃ!—

মিসেস এল—তোমার মায়ের অনেক গুণও ছিল রেজিনা

রেজিনা—হ্যাঁ থাকতে পারে কিন্তু আমার মাও তাহলে চরিত্রহীনা ছিল! ওঃ! আর যে ভাবতে পারি না—আমি···কি করবো? আমি এখন কি করবো! হ্যাঁ আমি যাব! মিসেস্ এলভিং আমি তাহলে যাই—

মিসেস এল—সত্যি তুমি যেতে চাইছ রেজিনা?

রেজিনা—হ্যাঁ সত্যি আমি যেতে চাই····আর আমি থাকতে পারবো না—

মিসেস এল—তোমার যেমন খুসী করতে পার কিন্তু—

অসওয়ালড্—(রেজিনার কাছে গিয়ে) এখনি চলে যাবে কেন ! এটা যে তোমারও বাড়ী রেজিনা !

রেজিনা—না, না ক্ষমা কর মিঃ এলভিং ! তা····ওঃ না ! এখন তো তোমাকে অস্ওয়ালড্ বলেই ডাকতে পারি কিন্তু আমি যে স্বপ্নেও ভাবিনি তোমাকে নাম ধরে ডাকবার অধিকার এই অদ্ভুত পথে দিয়ে আসবে !

মিসেস এল—রেজিনা সব কথা তোমায় এখনও খুলে বলা হয়নি—

রেজিনা—হ্যাঁ তা জানি···অস্ওয়ালড্ অসুস্থ সে কথা আগে যদি আমি জানতাম····যাক্ আমার সাথে এখন আর কোন সম্পর্কই রইলো না···অসুস্থের পরিচর্য্যা করে এই অজ পাড়াগাঁয়ে আমার সমস্ত জীবনটা তো আমি নষ্ট করে দিতে পারি না ! ···না—না, সত্যি আমি তা পারবো না—

অসওয়ালড্—তোমার ওপর যার দাবী আছে—রক্তের দাবী তার জন্যও কি পার না রেজিনা !

রেজিনা—না-না-আমি পারি না—তার জন্যও আমি পারি না। কেন আমি আমার জীবনটা নষ্ট করবো—কেন ? আমার রূপ আছে···যৌবন আছে···জীবন পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ

করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাও আছে···তবে কেন আমার মূল্যবান জীবনটাকে আমি রিক্ত করে তুলবো !

মিসেস এল—হ্যাঁ—তোমার কথা অযৌক্তিক নয় তা স্বীকার করি কিন্তু নিজেকে অত দূরে সরিয়ে জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না রেজিনা ! এই আমার অনুরোধ—

রেজিনা—যা ঘটবার তা ঘটবেই। নিয়তির পরিহাসকে কে রোধ করবে ! অস্ওয়ালড্ তার বাবার মত হ'লে আমিও আমার মায়ের পদাঙ্কই অনুসরণ করবো—তাতে আশ্চর্য্যের আর কি আছে বলুন। আচ্ছা মিসেস্ এলভিং মিঃ ম্যান্ডারস্ কি আমার সম্বন্ধে এসব কথা জানেন !

মিসেস এল—হ্যাঁ তিনি সবই জানেন—

রেজিনা—(শাল গায়ে জড়িয়ে) ওঃ ! বেশ তাহলে তো যত শিগ্গির পারি নৌকো ধরার চেষ্টা করাই এখন আমার কর্ত্তব্য। মিঃ ম্যান্ডারস্ লোকটি চমৎকার আর তাছাড়া আমার তো মনে হয় সেই টাকার ওপর আমারও একটা দাবী আছে—

মিসেস এল—নিশ্চয়ই ! তোমার তো দাবী আছেই রেজিনা।

রেজিনা—(অপলক দৃষ্টিতে মিসেস্ এলভিংয়ের দিকে তাকিয়ে) আপনি আমাকে ভদ্রঘরের মেয়ের মত করে মানুষ করেছেন সেজন্য আপনার প্রতি চিরজীবন আমি কৃতজ্ঞ থাকবো····আমি এখন যাচ্ছি···ওঃ হ্যাঁ, কিছু মনে করবেন না যেন (শ্যাম্পেনের খোলা বোতলের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে

আমি এই আমিও হয়তো একদিন ভদ্রলোকদের সাথে বসে বোতলের পর বোতল উজাড় করে দেব !

মিসেস এল—যদি কখনও প্রয়োজন বোধ কর তো আমার কাছে এসো রেজিনা—

রেজিনা—না—তা আসবো না মিসেস্‌ এলভিং। মিঃ ম্যানডারস্‌ই আমার ভার নেবেন—আমি জানি····আর তা যদি না হয় তাহলে আমার থাকবার স্থান এক জায়গায় তো হবেই—

মিসেস এল—কোথায় !

রেজিনা—এলভিং হোমে।

মিসেস এল—রেজিনা ! আমার কেন জানিনা কেবলি মনে হচ্ছে যে তুমি ধ্বংসের পথে চলেছো—নিজেকে শেষ করে দিতে চাইছো—

রেজিনা—ফুঃ !···আচ্ছা···যাই তাহলে···

(সে তাদের নমস্কার জানিয়ে হলঘরের মধ্য দিয়ে চলে গেল)

অস্‌ওয়াল্‌ড—(জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে) চলে গেল···চলে গেল রেজিনা ?

মিসেস এলভিং—হ্যা···

অস্‌ওয়াল্‌ড্‌—(আপন মনে বিড় বিড় ক'রে) সবই কেমন যেন গুলিয়ে গেল···

মিসেস এল—(পিছন দিক থেকে তার কাছে গিয়ে তার

কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে) অস্‌ওয়ালড্‌…ওরে অস্‌ওয়ালড্‌… শোন্ বাছা আমার……মনে কি খুব বেশি আঘাত পেয়েছিস্ ?…

অস্‌ওয়ালড্‌—(মায়ের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে) বাবার সম্বন্ধে যা বল্‌লে সবই কি সত্যি মা ? বল…

মিসেস এল—হঁ্যা,…তোর দুর্ভাগা পিতার সম্বন্ধে যা বললাম তার একটি কথাও মিথ্যে নয় অস্‌ওয়ালড্‌…কিন্তু… আমি ভাবছি এসব কথার প্রতিক্রিয়া হয় যদি তোর মনে… তাহলে…

অস্‌ওয়ালড্‌—সেকথা ভাবছো কেন মা ? তোমার কথা আমাকে শুধুই অবাক করেছে…আমার মনের কোন ক্ষতি করতে পারবে বলে তো মনে হয় না…

মিসেস এল—(হাত সরিয়ে নিয়ে) কি বল্‌ছিস্ তুই… কোন ক্ষতি করতে পারবে না…? নিদারুণ ব্যর্থতার কষাঘাতে তোর বাবার জীবনটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল এই চিন্তা তোর কচি মনে কোন দাগ কাটবে না বলতে চাস্ ?…

অস্‌ওয়ালড্‌—তাঁর কথা ভেবে মনে মনে একটু দুঃখিত হ'বো…তাঁর অভিশপ্ত জীবনকে সহানুভূতি জানাব…যেমন অন্য একটি সাধারণ লোককেও জানিয়ে থাকি…এর বেশি আর কি…

মিসেস এল—তার বেশি নয়—শুধু একটু দুঃখ আর শুষ্ক

সহানুভূতি ?...তোর নিজের বাপের জন্য শুধু এই ?...ওরে... কি বলছিস্ তুই ?

অস্‌ওয়ালড্‌—(অধৈর্য্য ভাবে) বাবা ... বাবা ... কেবল বাবা...আমার বাবার বিষয় আমি কতটুকু জানি তুমিই বলনা মা...সেই শিশুকালে তাঁর হাতে মার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম সেই নির্ম্মম ক্ষীণ স্মৃতি ছাড়া আমার মনে তাঁর কোন স্মৃতির রেখাইতো জেগে নেই মা—

মিসেস এল—ওঃ!...ওকথা ভেবোনা অস্‌ওয়ালড্‌...যা-ই ঘটুক না কেন...তুমি তাঁর সন্তান...তাঁকে শ্রদ্ধা করা...ভালবাসা তোমার কর্ত্তব্য...বাপের প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য তোমাকে অবহেলা করলে চলবে কেন...!

অস্‌ওয়ালড্‌—শ্রদ্ধা করবার...ভালবাসবার কোন কারণ না থাকলেও...সন্তান তার বাপকে না জানলেও শ্রদ্ধা করবে... ভালবাসবে মা ?...মানুষের প্রাণটা কি যন্ত্র ?...অন্যান্য বিষয়ে তোমার মতবাদ তো বেশ উদার...সংস্কারহীন...কিন্তু তোমার এই ধরণের কুসংস্কার আমাকে আঘাত দিচ্ছে মা—

মিসেস এলভিং—কুসংস্কার ? ...শুধুই কি কুসংস্কার অস্‌ওয়ালড্‌...?

অস্‌ওয়ালড্‌—হ্যাঁ...তুমি নিজেই ভেবে দেখনা একবার... কুসংস্কার ছাড়া একে কিইবা বলা যায়...কুসংস্কারপূর্ণ যে সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস আগাছার মত জগতের বুকে অনেকদিন ধরে গজিয়ে উঠেছে...মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে...

তোমার ধারণা···তোমার এই বিশ্বাস তাদেরই মত কুসংস্কারে ভরা মা···

মিসেস এল—হাঁ···হ্যাঁ···ঠিকই বলেছ····আমার বিশ্বাসের মধ্যেও যেন লুকানো রয়েছে প্রেতাত্মার ছায়া····

অসওয়ালড্‌—(পায়চারি করতে করতে) হ্যাঁ····প্রেতাত্মা···· তাদের প্রেতাত্মা বলাই যুক্তি সঙ্গত মা····

মিসেস এল—(হঠাৎ ভাবাবেগে আকুল হ'য়ে) অস্‌-ওয়ালড্‌···তাহলে তুই আমাকেও ভালবাসিস্‌ না ?

অসওয়ালড্‌—তোমাকে তো আমি জানি মা····

মিসেস এল—হ্যাঁ, তুমি আমাকে জান····কিন্তু এই জানাই কি সব····?

অস্‌ওয়ালড্‌—আমি জানি মা আমি তোমার কত প্রিয় ! আমায় তুমি কত ভালবাস····আমার সাথীহারা জীবনকে ভালবাসা ও স্নেহের পরশ দিয়ে তুমিই ধন্য করেছ মা····এজন্য সমস্ত জীবন তোমার কাছে আমি ঋণী····তাছাড়া··আমার অসুস্থ অবস্থায় তোমাকেই যে আমার সবচেয়ে বেশি দরকার মামনি···· !

মিসেস এল—সত্যি বলছিস্‌ তো অস্‌ওয়াল্‌ড ?····তোর অসুস্থতাই তোকে আমার স্নেহাতুর বুকে ফিরিয়ে এনেছে···· এজন্য তোর অসুস্থতাকে মাঝে মাঝে আশীর্ব্বাদ বলে মনে হয় আমার····কিন্তু····আমি দেখছি তুই আজও যেন কেমন দূরে দূরে রয়েছিস···তোকে আমার একমাত্র আপনার জন ক'রে তুলতে

পারলাম না আজঅবধিও···কিন্তু তোর নির্ম্মম মনকে আমি জয় করবোই অস্‌ওয়ালড্‌····

অসওয়ালড্‌—(অস্থির স্বরে) হ্যাঁ···হ্যাঁ···হ্যাঁ···সবই বুঝলাম আর ওভাবে কথা বোলনা মা···তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি অসুস্থ···নিজের কথা ছাড়া আর কারও কথা আমি যে ভাবতে পারিনা···শুধু নিজের কথা ভাববো আমি—শুধু নিজের কথা···

মিসেস এল—(শান্তস্বরে) আচ্ছা আর বলবো না···আমি তোকে আর বিরক্ত করবো না অস্‌ওয়ালড্‌···এখন থেকে দেখবি আমি কত ভাল হবো·······নীরব হ'য়ে শুধু ধৈর্য্য ধরবো····

অস্‌ওয়ালড্‌—কিন্তু নিরানন্দ নয়···সর্ব্বদা হাসিখুসী মনে থাকবে মা···কেমন···?

মিসেস এল—হ্যাঁ রে আমার লক্ষী ছেলে···তাই হবে···তোর কথা আমি রাখবো বাবা···(অস্‌ওয়ালডে্‌র কাছে গিয়ে) এখন বল্‌তো আমায় সত্যি ক'রে তোর মনের অবসাদ—অনুতাপ—আত্মগ্লানি কিছুটাও অন্তুতঃ দূর করতে পেরেছি কিনা—

অসওয়ালড্‌—হ্যাঁ তা তুমি পেরেছ মা! কিন্তু আমাকে প্রাণান্তকর ভয়ের থেকে মুক্তি দেবে কে!

মিসেস এল—ভয়! কিসের ভয়!

অস্‌ওয়ালড্‌—(পায়চারি করতে করতে) রেজিনা একমাত্র রেজিনাই পারতো আমাকে ভয়ের এই নিদারুণ ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাতে—

মিসেস এল—তোমার কথা বুঝতে পারছি না অস্‌ওয়ালড্‌—কিসের ভয়ের কথা বলছো! রেজিনা কিসের ভয় দূর করতে পারতো!

অস্‌ওয়ালড্‌—এখন বেলা কত হয়েছে মা!

মিসেস এল—সবে ভোর হচ্ছে (সবজীঘরের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে) ঐ যে উষার আলো নেমে আসছে ধরার বুকে ধীরে ধীরে—আকাশটা নির্ম্মেঘ নির্ম্মল—কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই রক্তরাঙা তরুণ সূর্য্যকে তুমি দেখতে পাবে অস্‌ওয়ালড্‌!

অস্‌ওয়ালড্‌—সে কথা ভেবে আমারও ভাল লাগছে মা! তাহলে জগতে এখনও এমন অনেক জিনিষ আছে যারা আমার শুষ্ক জীবনকে সঞ্জীবিত করতে পারে—!

মিসেস এল—আমিতো সেই প্রার্থনাই অহরহ করি।

অস্‌ওয়ালড্‌—আমার সমস্ত কর্ম্ম-শক্তি যদি নিঃশেষে ফুরিয়ে যায় তাহলেও কি—

মিসেস এল—পূর্ণোদ্যমে কাজ করবার শক্তি তুই আবার শীঘ্রই ফিরে পাবি অস্‌ওয়ালড্‌! দুর্ভাবনার সকল জঞ্জাল মন থেকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে তোকে—ভেবে ভেবে মনটাকে দুর্ব্বল···ক্লান্ত করতে তোকে আর দেব না দুষ্টু ছেলে—

অস্‌ওয়ালড্‌—না আর ভাববো না···তুমি আমার অনেক দুর্ভাবনার অবসান ঘটিয়েছো মা কিন্তু এখন শুধু একটিমাত্র

ভাবনাই আমার মনটাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে—এর হাত থেকে কি ক'রে যে আমি রেহাই পাব—! (কোচে বসে পড়ে) আচ্ছা—এসো মা আমরা দুজনে একটু গল্প করি—কেমন ?

মিসেস এল—হ্যাঁ—সেই ভালো (একটি আরাম কেদারা কোচের পাশে টেনে এনে অস্‌ওয়াল্‌ডের পাশে বসলেন)

অস্‌ওয়ালড্‌—ঐ যে ভোরের আলো দেখা দিচ্ছে—আমার আর ভয় করছে না মা! তোমাকে একটা কথা বলবো মা—

মিসেস এল—কি কথা অসওয়ালড্‌!

অস্‌ওয়ালড্‌—(মায়ের কথায় কাণ না দিয়ে) মা! সন্ধ্যেবেলায় তুমিই তো বল্‌ছিলে যে আমার জন্য তুমি সব করতে পার—তোমার কাছে কিছু দাবী ক'রে আমি বিমুখ হবো না—

মিসেস এল—হ্যাঁ—সেকথা আমি বলেছিলাম!

অস্‌ওয়ালড্‌—তোমার সেই কথার মর্য্যাদা রাখবার সময় হয়েছে মাগো।

মিসেস এল—হ্যাঁ—তুমি আমাকে পরীক্ষা করতে পার অসওয়ালড্‌—আমি তোমাকে স্তোকবাক্য ব'লে ভুলাইনি—তুই যে্‌ আমার একমাত্র সম্পদ····ওরে তোর অভাগী মা যে তোরই জন্য তার অভিশপ্ত জীবনের বোঝা ব'য়ে চলেছে—

অস্‌ওয়ালড্‌—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাতো বুঝলাম—এখন আমার কথা শোন মা—আমি জানি তোমার মন দুর্ব্বল নয়—শান্ত

হ'য়ে চুপটি ক'র বোস তো মামনি—তোমাকে একটা কথা বলবো—শোন—

মিসেস এল—কি কথা তুই বলবি অস্‌ওয়ালড্‌! আমার যে বড় ভয় করছে বাবা····

অস্‌ওয়ালড্‌—না····ভয় পেয়োনা মা········আমার কথা তুমি রাখবে কিনা বল······শান্তভাবে আমার কথা তুমি শুনবে······ কথা দাও।

মিসেস এল—হ্যাঁ···হ্যাঁ···কথা দিলাম······এখন বল কি বল্‌তে চাস্‌······ওরে তাড়াতাড়ি বল।

অস্‌ওয়ালড্‌—হ্যাঁ বলছি···শোন···আমি যে প্রায়ই কেমন একটা অবসাদ অনুভব করি······কাজের কথা নিঃশেষে ভুলে যাই······সাধারণ অসুস্থতার ফল এসব নয়।

মিসেস এল্‌—তাহলে কি ?

অসওয়ালড—আমার অসুস্থতা উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া এইখানে···(কপালের ওপর হাত দিয়ে শান্তস্বরে) এই যে এইখানে তার বীজ রয়েছে লুকান—

মিসেস এল্‌—(হতবাক্‌ হ'য়ে) অস্‌ওয়ালড্‌! ওঃ····না···· না····তা হ'তে পারে না········

অস্‌ওয়ালড্‌—আঃ !—এরকম কাতরভাবে বোল না মা···· আমি যে সইতে পারি না····হ্যাঁ····সত্যিই তোমাকে বলছি········ এই যে—এই খানেই সে অপেক্ষা করছে········যে কোন মুহূর্ত্তে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

মিসেস এল—ওঃ! কী ভয়ানক······!

অস্ওয়ালড্—অস্থির হোয়োনা মা। শান্ত হও···আমার এঅবস্থায় তোমাকে ধৈর্য্য ধরতেই হবে—

মিসেস এল—(উঠে) না···না···এ হতে পারে না অস্ওয়ালড্ ······এ যে অসম্ভব ······একেবারে অসম্ভব!

অস্ওয়ালড্—বাড়ীতে আসার কিছুদিন আগে একবার আক্রান্ত হয়েছিলাম······ বেশীদিন অবশ্য স্থায়ী হলো না······ কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে সেই আক্রমণই শেষ আক্রমণ নয় আবার তার আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনা আছে তখন থেকে কেমন একটা অসহ্য ভয় রাত্রিদিন আমাকে মর্ম্মান্তিক জ্বালা দিতে লাগলো······

মিসেস এল—উঃ!·······তোর ভয়ের স্বরূপ এতক্ষণে বুঝতে পারলাম অস্ওয়ালড্!

অসওয়ালড্—হাঁা···আমার ভয়ের ভয়াবহতা তোমাকে কেমন করে বোঝাবো মা······এর স্বরূপ প্রকাশ করতে আমার ভাষাও যে দুর্ব্বল হয়ে যায়······আমার অসুস্থতা যদি সাধারণ অসুস্থতা হোত তাহলে·······আমি তো মরতে ভয় পাই না······ কিন্তু···· ·এযে জীবন্ত-সমাধি মা·······তবু·······তবুও আমি বাঁচবো·······যতদিন পারি বাঁচবার আশা রাখবো!

মিসেস এল— হ্যাঁ···হ্যাঁ··সেই আশাই তোকে রাখতে হবে অস্ওয়ালড্—

অস্ওয়ালড্—কিন্তু এভাবে এবস্থায় বেঁচে থাকার কী

অর্থ হয় মা—জীবনের সমস্ত ব্যাপারে একেবারে অসহায় হয়ে নিরর্থক পঙ্গু জীবনের জের টানা দিনের পর দিন····উঃ ! জীবনটাই হ'য়ে উঠবে একটা দুঃসহ বোঝা····না—না সে আমি পারবো না সহ্য করতে—পারবো না।

মিসেস এল—ওরে অস্‌ওয়ালড্‌ তোর মা তোর মা-ই তো আছে তোর পাশে····তোকে তার স্নেহাতুর বুক দিয়ে আগ্‌লে রাখার জন্য ছেলের অমূল্য জীবনকে যক্ষের ধনের মত তার মা-ই আজীবন পাহারা দেবে—অসওয়ালড্‌ কেন তুই এত ভাবিস্‌ ?

অসওয়ালড—(লাফিয়ে উঠে) না না না তা কখনও হ'তে পারে না—আমি তা হ'তে দেব না—বছরের পর বছর পঙ্গু জীবনের অভিশাপ ব'য়ে বেড়াবো ! এভাবেই বুড়ো হবো···না না এই চিন্তা আমার সমস্ত মনকে বিষাক্ত ক'রে তুলছে··· তাছাড়া আমার আগেই তুমি মরবে মা অন্ততঃ তাই তোমার মরা উচিত (মায়ের পাশে বসে পড়ে) কিন্তু ডাক্তার কি বলেছে জান মা ? ডাক্তার বলে আমার অভিশপ্ত জীবনের যবনিকা পড়তে নাকি এখনও অনেক দেরী আছে—মৃত্যুর স্নেহ-শীতল স্পর্শে যে শীঘ্র সকল জ্বালা জুড়াবে এমন আশা আমার নেই ! উঃ মাগো····! মাথায়····আমার এই মাথায় যত গোলমাল (ম্লান হেসে) কে যেন এখানে আঘাত করছে মা···অনবরত আঘাত করছে—

মিসেস এল—(আর্ত্তনাদ করে) অস্‌ওয়ালড্‌—!

অসওয়ালড্‌—(পায়চারি করিতে করিতে) রেজিনা তা ····রেজিনাকেও তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে মা ! তাকে যে আমার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল ! আজ সে-ই আমার সব চেয়ে বড় বন্ধুর কাজ করতো !

মিসেস এল্‌—(অসওয়ালডে্‌র কাছে এসে) কি বল্‌ছিস তুই অসওয়ালড্‌····তুই কি চাস্‌ আমায় বল্‌ না বাবা····আমি কি কখনও কোন বিষয়ে তোকে “না” বলেছি ?

অস্‌ওয়ালড্‌—ডাক্তার আমায় কি বলছে জান মা – ডাক্তার বলেছে সেবারের মত আর একবার আক্রান্ত হলেই আর ভাল হবো না আমি—চিরতরে আমি পাগল !

মিসেস এল্‌—উঃ ! ডাক্তার এত নিষ্ঠুর !

অস্‌ওয়ালড্‌—তার তো দোষ নেই ! আমি কত ক'রে তার কাছ থেকে সব জেনে নিয়েছি কিন্তু সম্পূর্ণ নিরোগ হবার পথও আমি জেনেছি মা (ক্রুর হাসি হেসে) এবং তা আমার সাথেই আছে (বুক পকেট থেকে একটি ছোট্ট কৌটো বের করে) এই দেখ মা—দেখছো ?

মিসেস এল্‌—কি ওটা ? কি !

অসওয়ালড্‌—মরফিয়া পাউডার—

মিসেস এল্‌—(ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে) অসওয়ালড্‌— ! —অ-স····ওঃ

অসওয়ালড্‌—অনেক কষ্টে কিছু জোগাড় করেছি।

মিসেস এল্‌—(কৌটোটা টেনে নেবার চেষ্টা করে) দাও! আমার কাছে এটা দাও অস্‌ওয়ালড্‌—

অসওয়ালড্‌—না মা এখন নয় (জোর করে টেনে নিয়ে কৌটোটা পকেটে রাখলো।)

মিসেস এল্‌—ওরে নিষ্ঠুর ছেলে! বল্‌ আমাকে দিয়ে তুই কি করাতে চাস—

অসওয়ালড্‌—হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি যা বলবো তোমাকে তা করতেই হবে মামনি! আজ যদি রেজিনা আমার পাশে থাকতো তাকে আমি আমার জীবনের সব কথা খুলে বলতাম। তারপর তাকে অনুরোধ করতাম আমাকে চরম শাস্তি দিয়ে আমার পরম বন্ধুর কাজ করিতে। আমি জানি নিশ্চয় রেজিনা আমার অনুরোধ রাখতো—আমার সকল জ্বালার যবনিকা টেনে দিত।

মিসেস এল—না না রেজিনা কখনও তা করতো না।

অস্‌ওয়ালড্‌—রেজিনা যদি জানতো আমার জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে—সুস্থ সবল হ'য়ে সহজভাবে বাঁচবার সকল পথই রুদ্ধ হয়ে গেছে তাহালে—তাহলেও কি সে—

মিসেস এল্‌—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাহলেও সে পারতো না তোমার অনুরোধ রাখতে!

অস্‌ওয়ালড্‌—আমার তো মনে হয় রেজিনা নিশ্চয়ই পারতো ...তার মনটা যে বড় হাল্‌কা একটি পঙ্গু জীবনের

দায়িত্ব শীঘ্রই তাহাকে ক্লান্ত করে ফেলতো! তখন নিজের মুক্তির বিনিময়েই সে দিত আমায় চির-মুক্তি!

মিসেস এল—ওঃ! ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ যে রেজিনা এখন এখানে নেই!

অস্‌ওয়ালড্‌—কিন্তু—তুমি তো আছ মা! এখন তুমিই আমাকে মুক্তি দাও····মাগো।

মিসেস এল—[চীৎকার করে উঠে] আমি!

অস্‌ওয়ালড্‌—হ্যাঁ—তুমি! আমার উপর তোমার দাবী তোমার অধিকার যে সকলের চাইতে বেশী মা—

মিসেস এল---আমি! আমি যে তোর মা!

অসওয়ালড্‌---ঠিক সে জন্যই তো তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি মা—আমার মুক্তি-ভিক্ষা! মা!

মিসেস এল—আমি! আমি যে তোকে জন্ম দিয়েছি অস্‌ওয়ালড····দশ মাস দশদিন গর্ভে ধরে তোর জীবনকে আমিই যে এই পৃথিবীর বুকে ফুটিয়ে তুলেছি—

অসওয়ালড—জীবন! কে চেয়েছিল তোমার কাছ থেকে জীবন! কি ধারার জীবন তুমি আমায় দিয়েছ মা! না ····না····না····চাইনা আমি····ফিরিয়ে নাও····ফিরিয়ে····নাও তোমার দান!

মিসেস এল—উঃ! ভগবান্ রক্ষা কর (হলঘরে দৌড়ে চলে গেলেন)

অসওয়ালড্‌—(মাকে অনুসরণ করে) কোথায় যাচ্ছ! আমাকে ছেড়ে যেওনা মা····যেও না—

মিসেস এল—(হল ঘর থেকে) তোমার জন্য ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি অসওয়ালড্‌····ডাক্তার! আমাকে যেতে দাও—

অসওয়ালড্‌—(হল ঘরে গিয়ে) না—না—না—তোমায় যেতে দেবনা কিছুতেই না—আর কেউ এখানে আসতেও পারবে না (দরজায় তালা লাগিয়ে দিল)

মিসেস এল—(ফিরে এসে) অসওয়ালড্‌—অসওয়ালড্‌ লক্ষ্মীটি আমার—

অস্‌ওয়ালড্‌—(মাকে অনুসরণ করে) তোমার যদি মায়ের প্রাণ থেকে থাকে তাহলে তোমার ছেলের এই মর্ম্মান্তিক জ্বালা কি ক'রে তুমি সহ্য করছো মা?

মিসেস এলভিং—(এক মুহূর্ত্ত নীরবতার পর নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে) আচ্ছা আচ্ছা তুই যা বলবি তাই করবো আমি—তাই করবো রে!

অস্‌ওয়ালড্‌—সত্যি বলছো!

মিসেস এলভিং—হ্যাঁ যদি তার প্রয়োজন হয় কিন্তু কেন···কেন তার প্রয়োজন হবে···না না সে অসম্ভব!

অস্‌ওয়ালড্‌—হ্যাঁ তাই যেন হয়! সে আশাই আমরা করবো—যতদিন বাঁচতো আমরা যেন নিরবিচ্ছিন্ন থাকি মামনি আমার—

(অস্‌ওয়ালড্‌ ইজিচেয়ারে বসে পড়লো····ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠছে····টেবিলের ওপর তখনও আলো জ্বলছে)

মিসেস এলভিং—(নিঃশব্দে অস্‌ওয়ালডে্‌র কাছে এসে) এখন কি একটু ভাল বোধ করছো অস্‌ওয়ালড্‌ ?

অসওয়ালড্‌—হ্যাঁ—

মিসেস এলভিং—(তার দিকে ঝুঁকে পড়ে) ও শুধু তোমার ক্লান্ত মনের মর্ম্মান্তিক বিকার অসওয়ালড। শুধু লিকার গুলোই যে তোর সর্ব্বনাশ করছে—কিন্তু আর ভয় কেন ?—তুই তোর মায়ের কোলে ফিরে এসেছিস····এবার তুই পাবি অফুরন্ত বিরাম আর অনাবিল শান্তি। ছোটবেলার মত তোর সকল আবদার এখন থেকে আমি রাখবো অস্‌ওয়ালড্‌। এখনও যে তুই আমার চোখে সেই ছোট্ট অসওয়ালড্‌ তোর সকল যন্ত্রণার শেষ হ'য়েছে····দেখলি তো কেমন তাড়াতাড়ি সুস্থ হ'য়ে উঠলি।····আমি জানতাম এ হবেই····তুই ভাল হয়ে উঠবিই।····চেয়ে দেখ অসওয়ালড্‌ আমাদের চোখের সমুখে কী সুন্দর স্বচ্ছ দিনের আলো ফুটে উঠ্‌ছে! রক্ত-রঞ্জিত সূর্যোদয় কী অপরূপ !

(টেবিলের কাছে গিয়ে তিনি আলোটি নিভিয়ে দিলেন, দিনের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়লো দিক্‌দিগন্তে)

অস্‌ওয়ালড্‌—(সূর্য্যোদয়ের দৃশ্যকে পেছনে রেখে অস্‌ওয়ালড্‌ ইজিচেয়ারে নিথর নিস্পন্দ হয়ে বসেছিল—আচম্‌কা বলে উঠলো) মা—মা আমাকে সূর্য্যটা এনে দাও। সূর্য্য—

মিসেস এলভিং—(টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে হতবাক্‌ হয়ে) কি বলছো তুমি !

অস্‌ওয়ালড্‌—(নিরস ভাবলেশহীন স্বরে) সূর্য্য ! ঐ যে সূর্য্য—

মিসেস এলভিং—(তার কাছে গিয়ে) কি হয়েছে....কি হয়েছে অস্‌ওয়ালড্‌ ! (অস্‌ওয়ালড্‌ চেয়ারের মধ্যে ঢলে পড়লো—তার সমস্ত মাংস পেশীগুলো নেতিয়ে পড়লো—ভাবহীন রক্তশূন্য তার মুখ চোখ দুটিতে শুধু অপলক শূন্য দৃষ্টি। মিসেস এলভিং ভয়ে—শঙ্কায় কাঁপতে লাগলেন—তিনি চীৎকার করে উঠলেন—) এ কি হোল—এ কি হোল তোর অস্‌ওয়ালড্‌—! এ কি হোল ! ওঃ ভগবান—অস্‌ওয়ালডে্‌র হাঁটুর ওপর উপুড় হয়ে তাকে সজোরে নাড়তে লাগলেন) অস্‌ওয়ালড্‌ ! —অস্‌ওয়ালড্‌ ওরে আমার দিকে একবার তাকা, চেয়ে দেখ আমাকে চিনতে পারছিস কি না !

অস্‌ওয়ালড্‌—(আগের মত নির্ব্বিকার ভাবশূন্য স্বরে) ঐযে সূর্য্য—দাও—আমাকে দাও।

মিসেস এল—(হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে নিজের মাথায় সজোরে করাঘাত করতে করতে চীৎকার করে উঠলেন) না না এ আর আমি সহ্য করতে পারছিনা ! ওঃ ! (ভয়ে অবশ হ'য়ে অস্ফুট স্বরে) না না না এযে অসহ্য ! (হঠাৎ থমকে গিয়ে) কোথায় ওটা ? সেটা রাখলো কোথায় ! (অস্‌ওয়ালডে্‌র কোটের পকেটে দ্রুত খুঁজতে লাগলেন) এই যে ! পেয়েছি (কোটো আবার রেখে

দিয়ে কেঁদে উঠলো) না-না-না-তা হ'তে পারে না—কিছুতেই না (কিছুদূরে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের হাত দুটো চুলের মধ্যে চেপে ধরে ভয়ে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন অস্‌ওয়ালড্‌ের পাশে)

অস্‌ওয়ালড্‌ (পূর্ব্বের মত বেহুস ভাবে) আলো—আলো—আলো দাও····একটু আলো····উঃ !····

'গোস্ট্স্'-এর অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে নানাভাবে যাঁদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা পেয়েছি. তাঁরা হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় গোপালচন্দ্র রায়, এম্-আই-প্রেসের কর্তৃপক্ষ এবং বইটির ভূমিকা-লেখক 'রূপ-মঞ্চে'র সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কালীশ মুখোপাধ্যায়। এঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েও মন অতৃপ্ত থেকে গেল। প্রকাশক সুনীলকুমার ঘোষ এবং প্রচ্ছদপট-শিল্পী বাদলদাকে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

—অনুবাদিকা—